১৪. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস?
(ক) চিলে কোঠার সেপাই (খ) আগুনের পরশমণি
(গ) একাত্তরের দিনগুলি (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

১৫. 'শিখা চিরন্তন' কোথায় অবস্থিত?
(ক) ঢাকা সেনানিবাস (খ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
(গ) শেরে বাংলা নগর (ঘ) সাভার

উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-৫ (মুক্তিযুদ্ধ, পর্ব-২)

১.	ক	২.	ক	৩.	ক	৪.	ঘ	৫.	গ
৬.	খ	৭.	ঘ	৮.	গ	৯.	গ	১০.	ঘ
১১.	খ	১২.	ক	১৩.	ঘ	১৪.	খ	১৫	খ

অতিরিক্ত সেল্ফ টেস্ট (নিজেকে যাচাই করুন)

১. বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর কোন মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে স্বীকৃতি দেন?
(ক) লুথার ইভানস (খ) জন ডব্লিউ টেইলর
(গ) ইরিনা বোকোভা (ঘ) ভিট্রোরিনো ভেরেনেসে

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কোন তারিখে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন?
(ক) ৩০ জুলাই (খ) ৩০ আগস্ট (গ) ৩০ সেপ্টেম্বর (ঘ) ৩০ অক্টোবর

৩. কোথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয়?
(ক) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (খ) মুজিবনগর
(গ) পল্টন ময়দান (ঘ) প্রেসক্লাব

৪. ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) এম. মনসুর আলী
(গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ঘ) তাজউদ্দীন আহমদ

৫. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর ছিল–
(ক) ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা
(খ) মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায়
(গ) নয়াদিল্লিতে
(ঘ) আগরতলায়

৬. অপারেশন জ্যাকপট কী?
(ক) র‍্যাবের সন্ত্রাসী ধরার অভিযান
(খ) নাৎসী বাহিনীর অভিযান
(গ) ভারতীয় কমান্ডোদের কাশ্মীরে অভিযান
(ঘ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোদের অভিযান

৭. মুক্তিবাহিনীর 'ওয়ার স্ট্র্যাটেজি' কী নামে পরিচিত?
(ক) আগরতলা স্ট্র্যাটেজি
(খ) তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি
(গ) মুজিবনগর স্ট্র্যাটেজি
(ঘ) বাঘাইছড়ি স্ট্র্যাটেজি

৮. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন?
(ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
(খ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
(গ) ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
(ঘ) ৭ মার্চ ১৯৭২

৯. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করেন কতজন?
(ক) ৭ জন (খ) ৬৮ জন
(গ) ১৭৫ জন (ঘ) ৪২৬ জন

১০. মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি যুদ্ধ করেছেন কোন সেক্টরে?
(ক) ৯ নম্বর সেক্টরে (খ) ৪ নম্বর সেক্টরে
(গ) ৮ নম্বর সেক্টরে (ঘ) ১১ নম্বর সেক্টরে

১১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য কতজনকে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করা হয়?
(ক) ৬৭৬ জন (খ) ৬৮ জন
(গ) ১৭৫ জন (ঘ) ৪২৬ জন

১২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীকের নাম–
(ক) জর্জ হ্যারিসন (খ) ক্লিন রিচার্ড
(গ) জন স্টোনহাউজ (ঘ) ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড

১৩. বাংলাদেশের কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা 'মুক্তিবেটি' নামে পরিচিত?
(ক) কাঁকন বিবি (খ) সিতারা বেগম
(গ) তারামন বিবি (ঘ) নীলিমা ইব্রাহিম

১৪. 'Concert for Bangladesh' কে আয়োজন করেন?
(ক) জর্জ উইলিয়াম (খ) জর্জ হ্যারিসন
(গ) আলাউদ্দিন (ঘ) কেউ না

১৫. কীসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল?
(ক) দ্বিজাতি তত্ত্ব (খ) সামাজিক চেতনা
(গ) অসাম্প্রদায়িকতা (ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ

অতিরিক্ত সেল্ফ টেস্ট (নিজেকে যাচাই করুন)

১.	গ	২.	ঘ	৩.	গ	৪.	ঘ	৫.	ক
৬.	ঘ	৭.	খ	৮.	খ	৯.	ঘ	১০.	ঘ
১১.	ক	১২.	ঘ	১৩.	ক	১৪.	খ	১৫	ঘ

BCS

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লেকচার-১-৬) নোট : ১

বাংলাদেশের ইতিহাস
ও মহান মুক্তিযুদ্ধ

BELAL AHMED RAJU
BCS CONFIDENCE
বেলাল আহমেদ রাজু
কনফিডেন্স

কর্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। মোবাইল : ০১৯৭২১০১৫১৪

পরীক্ষা দিতে Visit করুন : www.confidenceexampoint.com

অফিসিয়াল Page : https://www.facebook.com/bcsconfidence.raju

সতর্কীকরণ : এই বুকলেট কপিরাইট (নং-১৪৭৬৩) নিবন্ধিত। তাই বুকলেটটি আংশিক বা সম্পূর্ণ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

BCS পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্টের সিলেবাস

বিষয়ের নাম : বাংলাদেশ বিষয়াবলি

পূর্ণমান : ৩০

মানবণ্টন

১. **বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি :** প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস : ভাষা আন্দোলন; ১৯৫৪ সালের নির্বাচন; ছয়-দফা আন্দোলন ১৯৬৬; গণ-অভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯; ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন; অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১; ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ; স্বাধীনতা ঘোষণা; মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি; মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল; মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা; পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়। ০৬

২. **বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ :** শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা। ০৩

৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি। ০৩

৪. **বাংলাদেশের অর্থনীতি :** উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী, জাতীয় আয়-ব্যয়, রাজস্ব নীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি। ০৩

৫. **বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য :** শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ, গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেনদেন, অর্থ প্রেরণ, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ০৩

৬. **বাংলাদেশের সংবিধান :** প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, সংবিধানের সংশোধনীসমূহ। ০৩

৭. **বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা :** রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক, সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং এদের ভূমিকা। ০৩

৮. **বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা :** আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ, আইন প্রণয়ন, নীতিনির্ধারণ, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার। ০৩

৯. বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের খেলাধুলাসহ, চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। ০৩

মোট নম্বর = ৩০

BCS প্রিলিমিনারি কোর্স প্ল্যান

বিষয়ের নাম : বাংলাদেশ বিষয়াবলি

পূর্ণমান : ৩০

লেকচার সূচি	আলোচ্য বিষয়
লেকচার-০১	সিলেবাস আলোচনা + প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-১ (প্রাচীন জনপদ থেকে সুলতানি শাসন)।
লেকচার-০২	প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-২ (মুঘল শাসন, নবাবী আমল, ইংরেজ শাসন পার্ট-১ সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত)।
লেকচার-০৩	প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-৩ (ইংরেজ শাসন পার্ট-২, বঙ্গভঙ্গ থেকে দেশবিভাজন- ১৯৪৭ পর্যন্ত)। **বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-১** (ভাষা আন্দোলন ও তার ফলাফল/স্বীকৃতি এবং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন)।
লেকচার-০৪	**বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-২** (১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধান, সামরিক শাসন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান)।
লেকচার-০৫	**মুক্তিযুদ্ধ-১;** (১৯৭০ সালের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চ ভাষণ, অপারেশন সার্চ লাইট, স্বাধীনতার ঘোষণা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি)।
লেকচার-০৬	**মুক্তিযুদ্ধ-২;** মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল ও সেক্টর, মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা, পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, খেতাব, বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি ও বীরশ্রেষ্ঠদের কথা।
লেকচার-০৭	**সংবিধান-১;** সংবিধান রচনার ইতিহাস, প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, সংবিধানের ১ম ও ২য় ভাগ (প্রজাতন্ত্র ও রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি)
লেকচার-০৮	**সংবিধান-২;** সংবিধানের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ভাগ (মৌলিক অধিকার থেকে বিচার বিভাগ পর্যন্ত)।
লেকচার-০৯	**সংবিধান-৩;** সংবিধানের ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১তম ভাগ (নির্বাচন থেকে বিবিধ পর্যন্ত), সংবিধানের সংশোধনীসমূহ, তফসিলসমূহ।
লেকচার-১০	**বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা-১;** আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ।
লেকচার-১১	**বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা-২;** জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার।
লেকচার-১২	**বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা;** রাজনৈতিক দলগুলোর গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম, ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের পারস্পরিক সম্পর্ক, সুশীল সমাজ ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং এদের ভূমিকা।
লেকচার-১৩	**বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ;** শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা।
লেকচার-১৪	**বাংলাদেশের জনসংখ্যা;** আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত।
লেকচার-১৫	**বাংলাদেশের অর্থনীতি;** উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী, জাতীয় আয়-ব্যয়, রাজস্বনীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি।
লেকচার-১৬	**বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য;** শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ, গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেনদেন, অর্থ প্রেরণ, ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
লেকচার-১৭	**বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন;** LDC থেকে উত্তরণ, সমুদ্র জয়, বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট, বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট, আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সদস্যপদ অর্জন।
লেকচার-১৮	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, খেলাধুলা, গণমাধ্যম ইত্যাদি।

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি : বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লেকচার ১-৬)

৪৬-৩৫তম BCS প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৪৬তম বিসিএস

- পাহাড়পুরের 'সোমপুর মহাবিহার' বাংলার কোন শাসন আমলের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন? → পাল
- মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার নেতৃত্ব দেন কে? → মাহবুব উদ্দিন আহমেদ
- ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবিতে কোন দু'টি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব ছিল? → প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র
- বাংলার প্রাচীন জনপথ হরিকেল-এর বর্তমান নাম কী?→সিলেট ও চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসনে জয়লাভ করেছিল? → ২২৩

৪৫তম বিসিএস

- 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয় → ১৯৪২ সালে
- 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয় → ১৯৫২ সালে
- ঐতিহাসিক 'ছয়-দফা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন → ২৩ মার্চ ১৯৬৬
- 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক → শামছুল হক
- মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল? → ২ (দুই) নম্বর
- 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করা হয় → ২ মার্চ ২০২২

৪৪তম বিসিএস

- বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? → পুণ্ড্র
- বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? → বঙ্গ
- কোন শাসকদের আমলে বাংলাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে? → মুসলিম
- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিলেন? → মুর্শিদ কুলি খান
- চীনদেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন? → ফা হিয়েন
- বঙ্গভঙ্গের কারণে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? → পূর্ববঙ্গ ও আসাম
- 'তমদ্দুন মজলিস' কে প্রতিষ্ঠা করেন? → আবুল কাশেম
- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'— গানটি কে রচনা করেন? → আবদুল গাফফার চৌধুরী
- কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে? → সিয়েরা লিওন
- বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল? → ২৩ মার্চ ১৯৬৬
- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'- জাতির পিতা কবে এই ঘোষণা দেন? → ৭ মার্চ ১৯৭১
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর বিক্রম' খেতাবে ভূষিত করা হয়? → ১৭৫ জন
- মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন? → এ এইচ এম কামারুজ্জামান
- UNESCO কত তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? → ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯

৪৩তম বিসিএস

- প্রাচীন বাংলায় 'সমতট' বর্তমান কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল? → কুমিল্লা ও নোয়াখালী
- বাংলার প্রাচীন জনপদ কোনটি? → পুণ্ড্র
- আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী ছিল? → বেদ
- মুজিবনগর সরকারের অর্থনীতিবিষয়ক ও পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বে কে ছিলেন? → তাজউদ্দীন আহমদ
- ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ কোন সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন? → ৮ নম্বর
- ১৯৬৬ সালের ৬ দফার কয়টি দফা অর্থনীতিবিষয়ক ছিল? → ৩টি

৪২তম বিসিএস

- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহার' এর প্রতিষ্ঠাতা কে? → ধর্মপাল
- ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় 'ভাষা দিবস' হিসেবে কোন দিনটি পালন করা হতো? → ১১ই মার্চ
- ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার নাম ছিল → জয় বাংলা
- ঢাকা গেইটের নির্মাতা কে? → মীর জুমলা
- 'সাবাস বাংলাদেশ' ভাস্কর্যটির স্থপতি কে? → নিতুন কুণ্ডু
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রথম প্রকাশিত হয় কত সালে? → ২০১২
- কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র? → হুলিয়া
- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কোন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? → তমদ্দুন মজলিস
- বঙ্গভঙ্গের ফলে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? → পূর্ববঙ্গ ও আসাম
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১৯৯৬

৪১তম বিসিএস

- ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিতে যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না → বিচার ব্যবস্থা
- মাৎস্যন্যায় বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে? → ৭ম-৮ম শতক
- বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়? → আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
- বাংলায় সেন বংশের (১০৭০-১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন? → কেশব সেন
- বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? → পুণ্ড্র
- কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় → সন্তোষে
- মুক্তিযুদ্ধকালে কোলকাতার ৮ থিয়েটার রোডে 'বাংলাদেশ বাহিনী' কখন গঠন করা হয়? → ১২ এপ্রিল, ১৯৭১

- পাকিস্তান কবে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? → ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
- অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা কাকে বলা হয়? → অশোক কে
- বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? → রাজা পঞ্চম জর্জ
- ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয় → মুঘল আমলে
- কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ বাংলাদেশে এনে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়? → সিপাহি হামিদুর রহমান
- ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? → খাজা নাজিম উদ্দীন

৪০তম বিসিএস

- 'বঙ্গভঙ্গ' কালে ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন? → লর্ড কার্জন
- আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ কখন বৃহত্তর বাংলা শাসন করেন? → ১৪৯৮-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ
- ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাংলায় প্রথম এসেছিলেন → পর্তুগিজরা
- প্রাচীন বাংলা মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে? → চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিল? → সোভিয়েত ইউনিয়ন
- আওয়ামী লীগের ৬-দফা পেশ করা হয়েছিল → ১৯৬৬ সালে

৩৯তম বিসিএস (বিশেষ : BCS Health)

- পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল? → ২৩ জুন ১৭৫৭
- প্রতাপ আদিত্য কে ছিলেন? → বাংলার বারোভূঁইয়াদের একজন
- বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে? → ১৯১১
- স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হলেন → সৈয়দ শামসুল হক
- কোন বিদেশি পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' (Poet of Politics) উপাধি দিয়েছিলেন? → নিউজউইকস
- মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? → ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
- মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌকমান্ড গঠিত হয় কোন সেক্টর নিয়ে? → ১০নং

৩৮তম বিসিএস

- প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ অঞ্চলভুক্ত এলাকা → চট্টগ্রাম
- মুঘল সম্রাটদের মধ্যে কে প্রথম আত্মজীবনী লিখেছিলেন? → বাবর
- মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী কে ছিলেন? → এএইচএম কামারুজ্জামান
- কীসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? → বাঙালি জাতীয়তাবাদ
- ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না → নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
- ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের → ৫-৬ ফেব্রুয়ারিতে

৩৭তম বিসিএস

- পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন → লর্ড কার্জন
- বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন নবাব → মুর্শিদ কুলী খান
- ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল → নৌকা
- ঐতিহাসিক ৬-দফাকে তুলনা করা হয় → ম্যাগনাকার্টার সাথে
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ → সেনেগাল
- বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব → বীরবিক্রম

৩৬তম বিসিএস

- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ যে মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত → অস্ট্রিক
- বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম → পুণ্ড্র
- বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি যে গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে → আইন-ই-আকবরী
- ঢাকার লালবাগের দুর্গ নির্মাণ করেন → শায়েস্তা খান
- বাংলার 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর সময় → ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ
- ঢাকার 'ধোলাই খাল' খনন করেন → ইসলাম খান
- সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় → ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২
- ৬-দফা দাবি পেশ করা হয় → ১৯৬৬ সালে
- বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন চলছিল → পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন
- ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর স্বাধীনতা ঘোষণা বঙ্গবন্ধু জারি করেন → ওয়্যারলেসের মাধ্যমে
- বাংলাভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় → ৯ মে ১৯৫৪
- মুক্তিযুদ্ধকালীন বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় → ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ → পূর্ব জার্মানি
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা গৃহীত হয় → ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২
- কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের বাজানো হয় → প্রথম ৪টি চরণ

৩৫তম বিসিএস

- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের দীক্ষাগুরু ছিলেন → শিলভদ্র
- মহাস্থবীর শিলভদ্র যে মহাবিহারের আচার্য ছিলেন → নালন্দা বিহার
- লর্ড ক্যানিং ভারত উপমহাদেশে প্রথম যে ব্যবস্থা চালু করেন → পুলিশ ব্যবস্থা
- বাংলাদেশের যে অঞ্চলকে ৩৬০ আউলিয়ার দেশ বলা হয় → সিলেট
- পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবি উত্থাপন করেন → ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় প্রতীক

- বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক হলো উভয় পাশে ধানের শিষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা। উপরে পরস্পর সংযুক্ত পাট গাছের ৩টি পাতা এবং উভয় পাশে ২টি করে মোট ৪টি তারকা।
- জাতীয় প্রতীকের রূপকার/ডিজাইনার → শিল্পী কামরুল হাসান
- জাতীয় প্রতীক সম্পর্কিত সংবিধানের অনুচ্ছেদ → ৪(৩)
- জাতীয় প্রতীক ব্যবহার করতে পারেন → রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে যে তারকাগুলো রয়েছে, তা দিয়ে বোঝানো হয়েছে → বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ

জাতীয়/রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম হলো → লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের ওপর দিকে লেখা, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ', নিচে লেখা 'সরকার' এবং বৃত্তের দুপাশে দুটি করে মোট ৪টি তারকা।

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম বা লোগোটি ডিজাইন করেন → এএন সাহা
- ব্যবহারের ক্ষেত্র → সরকারি অফিস, নথি, স্মারক, চিঠিপত্র ও বিজ্ঞপ্তিতে

জাতীয় পতাকা

- জাতীয় পতাকা দিবস → ২ মার্চ
- রূপকার/ডিজাইনার → চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান
- জাতীয় পতাকার নকশা প্রথম তৈরি করেন/মানচিত্র খচিত পতাকার ডিজাইনার → শিব নারায়ণ দাস
- জাতীয় পতাকার নকশা তৈরির সময় → ৬ জুন ১৯৭০
- জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেওয়া সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি হয় → ৪ জানুয়ারি ১৯৭২
- মানচিত্র বাদ দেওয়া হয় → ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
- বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম আঁকেন → মেজর জেমস রেনেল
- জাতীয় পতাকা গৃহীত হয় → ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২
- জাতীয় পতাকা বিধি জারি করা হয় → ১৯৭২ সালে
- সংবিধানের ৪(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।
- রং → সবুজ ক্ষেত্রের ওপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।
- প্রথম উত্তোলন করা হয় → ২ মার্চ ১৯৭১
- জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম পতাকা উত্তোলন → ৩ মার্চ, ১৯৭১ (পল্টন ময়দান)
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্থানে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন → ঢাকার ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে
- সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় → ২৩ মার্চ ১৯৭১
- বাংলাদেশের বাইরে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় → কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনে
- দেশের বাইরে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও উত্তোলনকারী → ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১, এম হোসেন আলী
- জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে → ২১ ফেব্রুয়ারি/১৫ আগস্ট (জাতীয় শোক দিবসে)
- দৈর্ঘ্য ঃ প্রস্থ- ১০ ঃ ৬ (৫ ঃ ৩)
- মিল রয়েছে → জাপান ও পালাউ, লাওস এবং গ্রিনল্যান্ডের জাতীয় পতাকার সাথে
- আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক সম্মেলনের জন্য টেবিল পতাকার আকার → ১০" × ৬"
- জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেওয়ার পর বর্তমান জাতীয় পতাকা গৃহীত হয় → ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২

জাতীয় সংগীত

- 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা হয় → ৩ মার্চ ১৯৭১
- জাতীয় সংগীতের রচয়িতা ও সুরকার → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- জাতীয় সংগীতের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক → সৈয়দ আলী আহসান
- কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের বাজানো হয় → প্রথম ৪টি চরণ
- আমার সোনার বাংলা কবিতাটির মোট চরণ রয়েছে → ২৫টি
- প্রথম ১০ লাইন → কণ্ঠসংগীত এবং প্রথম ৪ লাইন যন্ত্রসংগীত হিসেবে পরিবেশনের বিধান রয়েছে
- জাতীয় সংগীত সর্বপ্রথম যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় → বঙ্গদর্শন
- জাতীয় সংগীত সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় → ১৯০৫ সালে (বাংলা ১৩১২)
- ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার সোনার বাংলা' কবিতাটি রচনা করেন → বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে
- বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর বিতান কাব্য থেকে (গীতবিতান কাব্যগ্রন্থ) স্বদেশ নামক পর্যায়ের ১টি গানের অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে
- বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় → ৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে যে বিষয়টি প্রধানভাবে স্থান পেয়েছে → বাংলার প্রকৃতির কথা। [১৬তম বিসিএস]
- যে দেশের জাতীয় সংগীত গাওয়ার সাথে কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় না → স্পেনের
- যে বাউল গানটির সুরের অনুকরণে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচিত হয়েছে → গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে'
- যিনি সর্বপ্রথম সংগীতটির চলচ্চিত্রায়ন করেন → জহির রায়হান (জীবন থেকে নেওয়া) কাহিনি চিত্রে
- বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন দেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত করেছে → ভারত

রণ সংগীত

- 'চল্ চল্ চল্' গানটির প্রথম ২১ লাইন
- সুরকার ও রচয়িতা → জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
- 'চল্ চল্ চল্/ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে গৃহীত হয় → ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২
- প্রথম প্রকাশিত হয় → ১৯২৮ সালে (বাংলা ১৩৩৫)
- উৎসব/রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বাজানো হয় → ২১ চরণ
- রণসংগীত সর্বপ্রথম যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় → শিখা পত্রিকায় (দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায়)
- রণসংগীত প্রথম প্রকাশিত হয় → নতুনের গান শিরোনামে
- সংকলিত হয়েছে → 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থ থেকে

ক্রীড়া সংগীত

- রচয়িতা/গীতিকার → সেলিমা রহমান
- সুরকার → খন্দকার নুরুল আলম
- বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগীত ১০ চরণবিশিষ্ট
- শেষ চরণ : 'বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের নাম হবে গৌরবময়'

জাতীয় খেলা

- কাবাডি খেলাকে জাতীয় খেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয় → ১৯৭২ সালে

জাতীয় মসজিদ

- বায়তুল মোকাররম মসজিদ
- অবস্থান → পুরানা পল্টন
- স্থপতি → আবুল হুসাইন মুহাম্মদ থারিয়ানি (পাকিস্তান)
- মসজিদ কমপ্লেক্সটির জমির পরিমাণ → ৮.৩০ একর
- ভবন → আটতলা

জাতীয় বিমানবন্দর

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- অবস্থান → কুর্মিটোলা, ঢাকা
- উদ্বোধন → ১৯৮০

জাতীয় মন্দির

- বাংলাদেশের জাতীয় মন্দির → ঢাকেশ্বরী মন্দির
- জনশ্রুতি অনুযায়ী বিখ্যাত 'ঢাকেশ্বরী মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা একজন রাজা তাঁর নাম → বল্লাল সেন
- অবস্থান → লালবাগ, ঢাকা
- ঢাকা শহরের সবচেয়ে বড় মন্দির → ঢাকেশ্বরী মন্দির

জাতীয় কবি

- জাতীয় কবি → কাজী নজরুল ইসলাম
- জন্মগ্রহণ → ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে
- ডাক নাম → দুখু মিঞা
- জাতীয় কবির মর্যাদা দান → ২৪ মে ১৯৭২
- জাতীয় কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান → ১৯৭৬ সালে
- ইন্তেকাল → ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)
- নজরুল চত্বর → বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে
- নজরুল সমাধি/মাজার → ঢা.বি. কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন

জাতীয় চিড়িয়াখানা

- নাম → ঢাকা চিড়িয়াখানা
- প্রতিষ্ঠা → ১৯৬৪
- অবস্থান → মিরপুর, ঢাকা
- ঢাকা চিড়িয়াখানা মিরপুরে স্থানান্তর করা হয় → ১৯৭৪ সালে (পূর্বে ছিল হাইকোর্ট চত্বরে)
- পরিচালনা → মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় জাদুঘর

- পূর্বনাম → ঢাকা জাদুঘর
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ২০ মার্চ ১৯১৩
- জাতীয় জাদুঘরভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা → জাদুঘর সমাচার
- স্থপতি → মোস্তফা কামাল
- ইতিহাসখ্যাত 'মসলিন' এর একটি ছোট টুকরো এখন জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান → সাভারের নবীনগরে
- অন্যনাম → সম্মিলিত প্রয়াস
- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় → ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
- স্থপতি → সৈয়দ মাইনুল হোসেন [১৪তম বিসিএস]
- উচ্চতা → ১৫০ ফুট বা ৪৬.৫ মিটার
- ফলক সংখ্যা → ৭টি (১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১ সালকে প্রকাশ করেছে)
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে গণসমাধি রয়েছে → ১০টি
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি বা রেপ্লিকার ভাস্কর → হামিদুজ্জামান খান
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয় → ১০৮.৭ একর জমির উপর
- 'ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান' প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৮২ সালে

জাতীয় উদ্যান

- ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান) স্থাপিত হয় → ১৯৬১ সালে
- অবস্থান → মিরপুর, ঢাকা
- বলধা গার্ডেনের অবস্থান → ওয়ারী, ঢাকা
- বলধা গার্ডেন স্থাপিত হয় → ১৯০৯ সালে
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় উদ্যান অবস্থিত → টাঙ্গাইল

জাতীয় বন

- বাংলাদেশের জাতীয় বন → সুন্দরবন
- সুন্দরবনের অবস্থান → বঙ্গোপসাগরের সাথে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপে (বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায়)
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন → সুন্দরবন
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টাইডাল (প্রোতজ) বন → সুন্দরবন
- সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ → সুন্দরী গাছ
- সুন্দরবনের অপর নাম → গরান বনভূমি
- সুন্দরবনকে বন্যপ্রাণীর জন্য অভয়ারণ্য ঘোষণা → ৬ এপ্রিল ১৯৯৬
- সুন্দরবন ৭৯৮তম বিশ্ব ঐতিহ্য
- ইউনেস্কোর World heritage ঘোষণা → ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর
- সুন্দরবনের দর্শনীয় স্থান → হিরন পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট, দুবলার চর, কাটকা, পুটনী দ্বীপ, নীল কমল ইত্যাদি

জাতীয় গ্রন্থাগার

- অবস্থান → আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা, নিজস্ব ভবনে
- পরিচালনা → সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়
- আইএসবিএন (ISBN) যে উপকরণটি চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহৃত হয় → বই
- ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নম্বর (ISBN) প্রদান করা জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজ।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

- অবস্থান → বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ (গুলিস্তান)
- পরিচালনা → সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়
- বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস → আগারগাঁও
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর → শাহবাগ
- সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার → শাহবাগ

জাতীয় সংবাদ সংস্থা

- নাম → বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (BSS বা বাসস)
- বাসসকে জাতীয় সংবাদ সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় → ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে
- বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদ সংস্থা (বাসস)।
- তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র

- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ → ১০ বছর
- NIRW-এর পূর্ণ রূপ → National Identity Registration Wing
- বাংলাদেশে স্মার্টকার্ড সরবরাহ করছে যে প্রতিষ্ঠান → ফ্রান্সের অবার্থর টেকনোলজি

জাতীয় সংসদ এবং সংসদ ভবন

- জাতীয় সংসদের প্রতীক → শাপলা
- মোট আসন → ৩৫০টি (নির্বাচিত ৩০০টি + সংরক্ষিত ৫০টি)
- সংবিধান সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ → ৬৫

- ১নং আসন → পঞ্চগড়
- ৩০০নং আসন → বান্দরবান
- জাতীয় সংসদ ভবনের অবস্থান → শেরে বাংলানগর
- স্থপতি → লুই আই কান
- আয়তন → ২১৫ একর

অন্যান্য

- জাতীয় ফুল → সাদা শাপলা
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মুখস্থ শাপলা চত্বরের স্থপতি → আজিজুল জলিল পাশা
- জাতীয় ফল → কাঁঠাল
- জাতীয় মাছ → ইলিশ
- জাতীয় পাখি → দোয়েল
- জাতীয় পশু → রয়েল বেঙ্গল টাইগার
- জাতীয় বৃক্ষ → আমগাছ
- আমগাছকে জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে ঘোষণা → ১৫ নভেম্বর ২০১০
- জাতীয় উদ্যান → সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (রেসকোর্স ময়দান)
- জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড → শেরেবাংলা নগর প্যারেড গ্রাউন্ড
- বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব → বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসব
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৭ সালে
- জাতীয় নাট্যশালা অবস্থিত → সেগুনবাগিচায়
- জাতীয় চার নেতার মিউজিয়াম → ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত
- জাতীয় ৪ নেতা হলেন–

১. তাজউদ্দীন আহমদ
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
৩. এম মনসুর আলী
৪. আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

- দেশের বাইরে জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি রয়েছে → জাপানে
- জাতীয় কৃষি দিবস → ১ অগ্রহায়ণ
- পর্যটন বর্ষ → ২০১১ ও ২০১৬
- জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত → গাজীপুর
- দেশের প্রথম জাতীয় বাঁশ উদ্যান অবস্থিত → সিলেট (উদ্বোধন-৬ জুন ২০১৩)
- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত → আজিমপুর, ঢাকা
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE) → ময়মনসিংহে অবস্থিত (প্রতিষ্ঠা-১৯৭৭)
- বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সামাজিক সমস্যা → জনসংখ্যা বৃদ্ধি
- জাতীয় কন্যাশিশু দিবস → ৩০ সেপ্টেম্বর

জাতীয় দিবস

- ১ জানুয়ারি → জাতীয় গ্রন্থ দিবস
- ১০ জানুয়ারি → বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস
- ১৯ জানুয়ারি → জাতীয় শিক্ষক দিবস
- ২০ জানুয়ারি → শহিদ আসাদ দিবস
- ২৪ জানুয়ারি → গণঅভ্যুত্থান দিবস
- ১ ফেব্রুয়ারি → জাতীয় কবিতা দিবস
- ২ ফেব্রুয়ারি → জাতীয় জনসংখ্যা দিবস
- ১৪ ফেব্রুয়ারি → সুন্দরবন দিবস
- ২১ ফেব্রুয়ারি → আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- ২৫ ফেব্রুয়ারি → পিলখানা হত্যা দিবস
- ২৮ ফেব্রুয়ারি → জাতীয় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস
- ১ মার্চ → জাতীয় ভোটার দিবস
- ২ মার্চ → জাতীয় পতাকা দিবস
- ৬ মার্চ → জাতীয় পাট দিবস
- ৭ মার্চ → বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিবস
- ১১ মার্চ → প্রথম ভাষা দিবস বা জাতীয় দিবস
- ১৭ মার্চ → জাতীয় শিশু দিবস/বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিন
- ১৯ মার্চ → স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস
- ২৫ মার্চ → কাল রাত/গণহত্যা দিবস
- ২৬ মার্চ → স্বাধীনতা দিবস বা জাতীয় দিবস
- ২৬ মার্চকে 'জাতীয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবস' ঘোষণা করা হয় → ১৯৮০ সালে
- ৩১ মার্চ → জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা দিবস
- ১৭ এপ্রিল → মুজিবনগর দিবস
- ২৮ মে → নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস
- ৭ জুন → ৬-দফা দিবস
- ২৩ জুন → পলাশি দিবস, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা দিবস
- ১ জুলাই → ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস
- ৩ জুলাই → জাতীয় জন্মনিবন্ধন দিবস
- ১০ জুলাই → মূসক দিবস
- ১৫ আগস্ট → জাতীয় শোক দিবস
- ১ সেপ্টেম্বর → বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস দিবস
- ১৫ সেপ্টেম্বর → জাতীয় আয়কর দিবস
- ১৭ সেপ্টেম্বর → জাতীয় শিক্ষা দিবস
- ২৪ সেপ্টেম্বর → মীনা দিবস
- ২২ অক্টোবর → জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস
- ২ নভেম্বর → জাতীয় মরণোত্তর ও স্বেচ্ছায় রক্ত দান দিবস
- ৩ নভেম্বর → জাতীয় জেলহত্যা দিবস
- ৪ নভেম্বর → সংবিধান দিবস
- ১২ নভেম্বর → জাতীয় দুর্যোগ দিবস
- ১৫ নভেম্বর → জাতীয় কৃষি দিবস (১ অগ্রহায়ণ)
- ২১ নভেম্বর → সশস্ত্র বাহিনী দিবস
- ১ ডিসেম্বর → মুক্তিযোদ্ধা দিবস
- ৩ ডিসেম্বর → বাংলা একাডেমি দিবস
- ৬ ডিসেম্বর → স্বৈরাচার পতন দিবস
- ৯ ডিসেম্বর → বেগম রোকেয়া দিবস
- ১৪ ডিসেম্বর → শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস [১৯তম বিসিএস]
- ১৬ ডিসেম্বর → বিজয় দিবস

লেকচার-১ : প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

- বাংলার প্রাচীন জনগোষ্ঠীকে ১. প্রাক আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী ও ২. আর্য জনগোষ্ঠী → এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
- প্রাচীন বাংলায় আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদের বসতি ছিল; তাই প্রাক আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠীই বাঙালি জাতির আদি পুরুষ।
- অনার্য জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয় নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে।
- নেগ্রিটোরা এ দেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠী। সাঁওতাল, হাড়ি, চণ্ডাল, ডোমদেরকে এদের উত্তরসূরি ধরে নেওয়া হয়। সুন্দরবন অঞ্চল, যশোর ও ময়মনসিংহ জেলায় নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ করা যায়।
- নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে। এরা প্রায় ৬০০০ বছর আগে অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে এদেশে এসেছে। আগমনের সময় ইন্দোচীন (ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস এই তিনটি দেশকে একত্রে ইন্দোচীন বলা হয়) হয়ে আসে। এরাই সর্বপ্রথম এদেশে কৃষিকাজ শুরু করেছে। কুড়ি, ঠোঁট, করাত, দা, বেগুন, লাউ, লেবু, কলা, লাঙল প্রভৃতি বাংলা ভাষার অসংখ্য শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে।
- সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী মূলত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০০০ বছর আগে এদেশে আগমন করে। এরা ভারতের সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তোলে। সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় ১৯২১ সালে এবং আবিষ্কারক হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সিলেট জেলায় অধিকাংশ দ্রাবিড় বাস করে।
- মঙ্গোলীয়রা ইন্দোচীন বা তিব্বত অঞ্চল হতে এদেশে আগমন করে। বাংলাদেশের উপজাতিদের মধ্যে গারো, চাকমা, মনিপুরি, খাসিয়া, হাজং প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত।
- 'আর্য' শব্দের অর্থ সদ্‌বংশজাত ব্যক্তি। আর্যরা প্রায় ২০০০ বছর আগে ইরান ও রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালা ও ককেশাস পর্বতমালার দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চল থেকে এদেশে আগমন করে। এরা এদেশে আগমনের সময় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত খাইবার গিরিপথ ব্যবহার করে। আর্যরা সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিল। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল বেদ। বেদ থেকে ঋগ্বেদের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার জনপদ

প্রাচীন যুগে বাংলা (বর্তমানের বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ) এখনকার বাংলাদেশের মতো কোনো একক ও অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন অনেক ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর প্রতিটি অঞ্চলের শাসক যার যার মতো শাসন করতেন। বাংলার এ অঞ্চলগুলোকে তখন সমষ্টিগতভাবে নাম দেয়া হয় 'জনপদ'।

- জনপদ সংখ্যা → ১৬টি [বাংলায় ছিল ১০টি]
- জনপদের ভাষা → অস্ট্রিক
- সর্ব প্রাচীন জনপদ → পুণ্ড্র
- বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় → ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে
- বাংলার পূর্বাংশে অবস্থিত → হরিকেল জনপদ
- ঢাকা অবস্থিত ছিল → বঙ্গ জনপদে
- বাংলা শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন → আবুল ফজল
- বাংলা শব্দটি এসেছে → (বঙ্গ + আইল/ আল/ আইল) শব্দ হতে
- বঙ্গদেশের সীমানা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় → বাঙ্গালির ইতিহাস গ্রন্থে
- বরেন্দ্র বলতে বোঝায় → উত্তর বঙ্গকে (বগুড়া + রাজশাহী)
- 'গঙ্গারিডই' অবস্থিত ছিল → গঙ্গা নদীর তীরে
- হিউয়েন সাংয়ের মতে কামরুপ ছিল → সমতট জনপদ
- 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা → ড. নীহাররঞ্জন রায়
- 'শীলাদেবীর ঘাট' অবস্থিত → বগুড়ায়

ক্র.নং	প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অঞ্চল
১	গৌড়	উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২	বঙ্গ	ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি, বৃহত্তর বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ
৩	পুণ্ড্র	বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা
৪	হরিকেল	সিলেট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রামের অংশবিশেষ
৫	সমতট	কুমিল্লা ও নোয়াখালী
৬	বরেন্দ্র	বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং পাবনা জেলাজুড়ে
৭	তাম্রলিপি	পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা
৮	চন্দ্রদ্বীপ	বরিশাল
৯	উত্তর রাঢ়	মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ, সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা
১০	দক্ষিণ রাঢ়	বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলির বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা
১১	বাংলা বা বাঙলা	সাধারণ খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি]

বিভিন্ন শাসক ও শাসনামলে বাংলার রাজধানী

শাসনামল	রাজধানী	শাসনামল	রাজধানী
সুলতানি আমল	গৌড়	মৌর্যযুগ	পুণ্ড্রনগর
মৌর্য ও গুপ্ত বংশ	গৌড়	লক্ষ্মণসেন	নদীয়া
রাজা শশাঙ্কের রাজধানী	কর্ণসুবর্ণ	গুপ্ত রাজবংশ	পুণ্ড্রনগর
হর্ষবর্ধন	কনৌজ	ঈসা খাঁ	সোনারগাঁ

- প্রাচীন বাংলার রাজধানী মহাস্থানগড় যে নামে পরিচিত ছিল বা মহাস্থানগড় এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল, তখন তার নাম ছিল → পুণ্ড্রনগর
- ঢাকায় সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় → ১৬১০ সালে
- যে সময়ে সোনারগাঁ বাংলাদেশের রাজধানী ছিল → সুলতানী ও মুঘল উভয় আমলেই
- বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁয়ের পত্তন করেছিলেন → ঈসা খান
- মৌর্য ও গুপ্তবংশের রাজধানী ছিল → গৌড়
- বাংলায় মুঘল প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করেন → ইসলাম খান
- নবদ্বীপ বা নদীয়া বাংলার রাজধানী ছিল → সেন শাসনামলে
- দেবগিরিতে বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন → মুহম্মদ বিন তুঘলক

প্রাচীনকাল (প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

আলেকজান্ডারের শাসন : জন্ম → খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দে। মৃত্যু → খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন → ৩২৭-২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় সমাহিত করা হয়। 'আলেকজান্দ্রিয়া' বাতিঘরের জন্য বিখ্যাত। আলেকজান্ডারের সেনাপতি হলেন → সেলুকাস। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে যে নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন → সিন্ধু। গ্রিক লেখকদের কথায় বাংলাদেশে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল গঙ্গারিডই নামে।

মৌর্য শাসন : ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্যের নাম → মৌর্য সাম্রাজ্য। প্রাচীন ভারতে স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত → মৌর্য যুগ। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় → সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন → কলিঙ্গের যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করে। বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয় → অশোককে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় গ্রিক দূত হলেন → মেগাস্থিনিস।

গুপ্ত শাসন : গুপ্তদের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। ভারতের নেপোলিয়ন হিসেবে অভিহিত → সমুদ্রগুপ্ত। সমগ্র বাংলা জয় করা হয় সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমতট ছিল করদ রাজ্য। গুপ্ত আমলের সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম ছিল 'ভুক্তি'। গুপ্তযুগে প্রচলিত 'চতুরঙ্গ' খেলার বর্তমান নাম → দাবা। পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যার শাসনামলে বাংলায় আসেন → দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। প্রাচীন ভারতের যে শাসকের অপর নাম বিক্রমাদিত্য → দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (গুপ্ত বংশের তৃতীয় শাসক)।

গৌড় শাসন : বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা → শশাঙ্ক। 'মহাসামন্ত' উপাধি → শশাঙ্কের। শশাঙ্কের রাজধানীর নাম ছিল → কর্ণসুবর্ণ।

মাৎস্যন্যায় : পুকুরের বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলা হয় → মাৎস্যন্যায়। ব্যাপ্তি : সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় একশ বছর।

পাল শাসন : ধর্ম → বৌদ্ধ। প্রতিষ্ঠাতা : গোপাল। শেষ রাজা : মদনপাল। বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের নাম → পাল বংশ। প্রায় চারশ বছরের মতো শাসন করেছে → পাল বংশ। সোমপুর বিহার (নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত) → এর প্রতিষ্ঠাতা → রাজা ধর্মপাল। গোপাল শাসন করেছিলেন ২৭ বছর (৭৫৬-৭৮১)। গোপালের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন ধর্মপাল। পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপাল। ত্রিশক্তির সংঘর্ষ শুরু হয় আট শতকের শেষ দিকে। ত্রিশক্তির প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয় ধর্মপাল। ধর্মপাল রাজত্ব করেন ৪০ বছর। ধর্মপালের শাসনকাল ৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দে। ধর্মপাল অনুসারী ছিলেন বৌদ্ধধর্মের। ধর্মপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন দেবপাল। নালন্দায় এক বিশাল বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ করেন মহীপাল। মহীপালের জনপ্রিয়তা অর্জনের যথার্থ কারণ জনহিতকর কাজ। মহীপালের রাজত্বকাল ৫০ বছর। মহীপাল মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র ন্যায়পাল। কৈবর্ত বিদ্রোহ হয় দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে। কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা দিব্য। দিব্য বরেন্দ্র দখল করেন দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে। পাল বংশের সর্বশেষ সফল শাসক রামপাল। 'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী। রানিকে রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হয় পাল আমলে।

সেন শাসন : পাল বংশের পতনের পর বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের সূচনা হয়। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই সেন বংশের শাসন শক্তিশালী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনিই সম্ভবত সামন্তরাজা হতে নিজেকে স্বাধীন রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় তিনি রামপালকে সাহায্য করেন। হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত বিজয়পুর ছিল বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী। দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা হয় বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। বিজয় সেন পরম মাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ, অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। সেন বংশের অধীনেই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলা দীর্ঘকালব্যাপী একক রাজার অধীনে ছিল। ধর্মের দিক হতে বিজয় সেন ছিলেন শৈব।

বিজয় সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)। বল্লাল সেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন। বল্লাল সেন তন্ত্র হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে **'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তন** করেছিলেন।

বল্লাল সেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮-১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণ সেন পিতা ও পিতামহের শৈব ধর্মের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। পিতা ও পিতামহের 'পরম মহেশ্বর' উপাধির পরিবর্তে তিনি 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন। তেরো শতকের প্রথম দিকে মুসলিম সেনাপতি বখতিয়ার খলজি নদিয়া আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন কোনো প্রতিরোধ না করে নদীপথে পূর্ববঙ্গের রাজধানী বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার খলজি সহজেই অধিকার করে নেন। লক্ষ্মণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে লক্ষ্মণ সেন আরও ২/৩ বৎসর রাজত্ব করেন। খুব সম্ভব ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল (১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) পূর্ব বাংলা শাসন করেন। তবু বলা চলে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে।

- প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার জন্য স্মরণীয় পাল যুগ। সোমপুর মহাবিহার নির্মিত হয়েছিল পাল যুগে। সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন ধর্মপাল। সোমপুর বিহারে বাস করতেন বোধিভদ্র। ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন স্তূপ।
- বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে এক অমর সৃষ্টি পাহাড়পুরের মন্দির। উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া গেছে প্রায় ২৫০০ বছরের পুরোনো এক নগরকেন্দ্রিক ধ্বংসাবশেষ।
- শালবন বিহার অবস্থিত কুমিল্লার ময়নামতিতে। শালবন বিহার নির্মাণ করেন শ্রীভবদেব। দেবপর্বত অবস্থিত কুমিল্লায়। রাজা দেব খড়্গের একটি স্তূপ পাওয়া গেছে ঢাকা জেলার আশরাফপুর গ্রামে। কান্তিদেবের রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমানপুর।
- আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা। প্রাচীন বাংলার মানুষের ভাষার নাম ছিল 'অস্ট্রিক'। বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয় অপভ্রংশ ভাষা থেকে।
- প্রাচীনকালে বাংলায় বর্ণ ছিল চার প্রকার। প্রাচীন সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করত ক্ষত্রিয়রা। ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করা।
- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ চন্দ্রবংশ। চন্দ্রবংশের রাজারা শাসন করেন দেড়শ বছর। চন্দ্র রাজাদের মূল কেন্দ্র হিসেবে অধিক উপযোগী লালমাই পাহাড়। রোহিতগিরি নামটির

সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ লালমাই পাহাড়। শ্রীচন্দ্র রাজধানী গড়ে তোলেন বিক্রমপুরে। শ্রীচন্দ্র রাজত্ব করেন প্রায় ৪৫ বছর। শেষ চন্দ্র রাজা হিসেবে গ্রহণযোগ্য গোবিন্দচন্দ্র।

- মহারাজাধিরাজ উপাধিটি হলো ত্রৈলোক্যচন্দ্রের। ত্রৈলোক্যচন্দ্র রাজত্ব করেন ৩০ বছর।
- বর্মদের রাজধানী বিক্রমপুর। বর্ম রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন ভোজবর্মা।
- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙয়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন শিলভদ্র। ফা-হিয়েন ছিলেন চীনের পর্যটক।
- মহাস্থবীর শিলভদ্র যে মহাবিহারের আচার্য ছিলেন → নালন্দা বিহার। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে।

মধ্যযুগ (বাংলায় মুসলিম ও স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা)

- বাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় → এয়োদশ শতাব্দীতে
- বাংলার প্রথম মুসলিম বিজেতা → বখতিয়ার খলজি
- বাংলায় মুসলিম শাসনামলে 'আবওয়াব' শব্দটি ব্যবহৃত হতো → খাজনার ক্ষেত্রে
- বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন → ১২০৪ সালে
- প্রথম সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি হলেন → মুহাম্মদ বিন কাসিম
- বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁ ভ্রমণ করেন → ১৩৪৬ সালে
- মুহাম্মদ ঘুরী এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় → ১১৯২ সালে
- বাংলাদেশকে 'ধনসম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেন → ইবনে বতুতা
- বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন → ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
- ইলিয়াস শাহের রাজধানী ছিল → পাণ্ডুয়া
- ইবনে বতুতা যে দেশের অধিবাসী → মরক্কো
- মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন → গিয়াস উদ্দিন তুঘলক
- ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে → খ্রি. এয়োদশ শতকে
- যে শাসনামলে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হয় → মুসলিম
- বাংলায় প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক → ফা হিয়েন

দিল্লির সালতানাত বা সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা (১২০৬-১৫২৬)

কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০)

- 'কুতুব মিনার' নির্মাণ করেন।
- 'কুতুব মিনার' দিল্লিতে অবস্থিত।
- দানশীলতার জন্য লাখবক্স/ লক্ষ দাতা হিসেবে পরিচিত।

সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুতমিশ (১২১১-১২৩৬)

- দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
- মুসলমান শাসকদের মাঝে প্রথম মুদ্রা প্রচলক।

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০)

- দিল্লির সিংহাসনে আরোহনকারী প্রথম মুসলমান/একমাত্র নারী।

ময়েজ উদ্দিন বাহরাম (১২৪০-১২৪২)

- উল্লেখযোগ্য/প্রসিদ্ধ কোনো কাজের কথা জানা যায়নি।

আলাউদ্দিন মাসুদ (১২৪২-১২৪৬)

- উল্লেখযোগ্য/প্রসিদ্ধ কোনো কাজের কথা জানা যায়নি।

সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬)

- বাংলার প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা।
- কোরআনে অনুলিপি ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।
- 'ফকির বাদশাহ' নামে পরিচিত।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

- 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' তাঁর শাসনের বৈশিষ্ট্য।
- 'ভারতের তোতা পাখি' নামে পরিচিত → আমির খসরু তার দরবার অলংকৃত করেন।

আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬)

- দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান।
- 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচিত হয় → আলাউদ্দিনের সময়ে
- দ্রব্যমূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)

- দিল্লি হতে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন।
- ১৩৩৯ সালে 'তাম্র মুদ্রা' প্রচলন করেন।
- ইবনে বতুতার সফর সংক্রান্ত গ্রন্থের নাম → কিতাবুল রেহলা বা সফরনামা

বাংলায় ইলিয়াস শাহী শাসন

- সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন → ইলিয়াস শাহ
- প্রাচীন বাংলার সবগুলো জনপদই একত্রে বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে → সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে
- 'বাঙ্গালাহ্' নামের প্রচলন করেন → ইলিয়াস শাহ

হুসেন শাহী যুগ

- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমতিদ্বার নির্মিত হয় → হুসেন শাহীর আমলে
- বাগেরহাটের 'মিঠা পুকুর' এর নির্মাতা → নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ
- বাগেরহাট জেলার ষাটগম্বুজ মসজিদের নির্মাতা → খান জাহান আলী
- ষাটগম্বুজ মসজিদের মিনার সংখ্যা → ৪টি
- ষাটগম্বুজ মসজিদের পিলার সংখ্যা → ৬০টি
- ষাটগম্বুজ মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা → ৮১টি
- ১৯৮৩ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য (৩২১তম) হিসেবে ঘোষণা করে → UNESCO
- বাংলা গজল ও সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হয় → হুসেন শাহীর আমলে
- বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত শাসক → আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

মুঘল শাসনামল

- মুঘলদের আদি বাসভূমি → মঙ্গোলিয়া

বাবর (১৫২৬-১৫৩০)

- বাবর শব্দের অর্থ বাঘ।
- ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।
- ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত প্রতিষ্ঠা করেন।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কামানের ব্যবহার করেন।

হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬)

- বাংলার নামকরণ করেন জান্নাতাবাদ।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

- বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।
- পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ১৫৫৬ সালে হিমুকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করেন।
- জিজিয়া কর ও তীর্থকর রহিত করেন।
- মনসবদারী প্রথার প্রচলন, ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ করেন।
- বাংলা সাল, বাংলা নববর্ষের প্রচলন করেন।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)

- আবওয়াব হলো নিয়মিত করের অতিরিক্ত কর, অর্থ সম্মানি, খাজনা ও দরজা।
- বাংলা অধিকারের জন্য সুবেদার হিসেবে ইসলাম খানকে প্রেরণ করেন।
- তাঁর আমলেই ইসলাম খান কর্তৃক বারোভূঁইয়াদের দমন করা হয়।
- ইসলাম খান কর্তৃক বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর (১৬১০) করা হয় এবং ঢাকার নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর।
- ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মুঘলদের শাসনে আনয়ন করেন।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আগমন করেন।

শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮)

- শাহজাহানের আমলেই ভারতবর্ষে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে।
- আগ্রার তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, দিল্লি জামে মসজিদ, দিল্লির লালকেল্লা, সালিমার উদ্যান, খাশমহল, শীষমহল প্রভৃতি তাঁরই স্থাপত্য নিদর্শন।
- এ সময়েই সম্রাটের অনুমতিক্রমে ইংরেজরা বাংলার 'পিপিলাই' নামক স্থানে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন।
- নির্মাণের যুবরাজ 'Prince of Builders' নামে খ্যাত।

আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭)

- 'জিন্দাপীর'/বাদশা আলমগীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
- শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব শাহ সুজাকে দমন করার জন্য সেনাপতি মীর জুমলাকে বাংলায় পাঠান।
- আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান ১৬৬৪ সালে (দ্বিতীয়বার ১৬৭৯ সালে)।
- তিনি 'জিজিয়াকর' পুনরায় চালু করেন।

শাহজাদা সুজা

- সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র।
- ১৬৩৮ সালে বাংলার রাজধানী ঢাকা হতে রাজমহলে স্থানান্তর করেন।
- ১৬১৫ সালে বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্য করার সুযোগ দেন।
- চকবাজারের বড় কাটরা এবং ধানমন্ডি ইদগাহ মাঠ নির্মাণ করেন।

পানিপথের তিনটি যুদ্ধ

পানিপথ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। দিল্লি হতে এর দূরত্ব ৯০ কি.মি.। এখানে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম যুদ্ধ	১৫২৬	বাবর* - লোদী	ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন।
২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খান* - হিমু	বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন।
৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	আবদালী* - মারাঠা	ভারতবর্ষের মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার।

- তারকা চিহ্ন (*) দ্বারা বিজয়ীকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলায় আগমনকারী প্রাচীন মধ্যযুগীয় পর্যটক

পর্যটক	দেশ	আগমন সন	যার সময় আগমন
মেগাস্থিনিস	গ্রিস	খ্রিষ্টপূর্ব ৩০২ অব্দে	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
ফা-হিয়েন	চীন	৩৮০-৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
হিউয়েন সাং	চীন	৬৩০-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে	হর্ষবর্ধনের শাসনামলে
মা-হুয়ান	চীন	১৪০৫-১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে	সুলতানী আমলে
ইবনে বতুতা	মরক্কো	১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে	তখন বাংলার শাসক ছিলেন ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ এবং দিল্লিতে মোহাম্মদ বিন তুঘলক

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

- বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন? → অস্ট্রিক
- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ কোন মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? → অস্ট্রিক
- আর্যজাতি কোন দেশ থেকে এসেছিল? → ইরান
- আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? → ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে
- নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত কোন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? → আদি-অস্ট্রেলীয়
- বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি কোনটি? → দ্রাবিড়

বাংলার প্রাচীন জনপদ

- বরেন্দ্র অঞ্চল বলতে বর্তমানে কোন অঞ্চল বোঝায়? → রাজশাহী
- বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? → পুণ্ড্র

- বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র কোনটি? → মহাস্থানগড়
- সমতল জনপদ কোথায় অবস্থিত? → কুমিল্লা অঞ্চলে
- প্রাচীনকালে 'সমতট' বলতে বাংলাদেশের কোন অংশকে বোঝানো হতো? → কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল
- নোয়াখালী ও কুমিল্লা প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? → সমতট
- প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন কোথায় অবস্থিত? → মহাস্থানগড়
- মহাস্থানগড়ের পুরাতন নাম কী? → পুণ্ড্রবর্ধন
- কোন আমলে সোনারগাঁ বাংলাদেশের রাজধানী ছিল? → সুলতানী আমলে
- বাংলাদেশের কোন বিভাগে 'বরেন্দ্রভূমি' অবস্থিত? → রাজশাহী
- বরেন্দ্র বলতে কোন এলাকাকে বোঝায়? → উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ
- প্রাচীন বাংলায় কতটি রাজ্য ছিল? → ২টি

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলার রাজধানী

- ঢাকায় সর্বপ্রথম কবে রাজধানী স্থাপিত হয়? → ১৬১০ খ্রি.
- কোন সময়ে সোনারগাঁ বাংলাদেশের রাজধানী ছিল? → সুলতানী আমলে ও মুঘল আমলে
- বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁয়ের পত্তন করেছিলেন কে? → ঈসা খাঁ
- মৌর্য ও গুপ্ত বংশের রাজধানী কোথায় ছিল? → গৌড়
- বাংলায় মুঘল প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করেন → ইসলাম খান

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

- সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল ছিল → খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ
- কোন সম্রাটের আমলে এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে? → সম্রাট অশোক
- মহামতী অশোক কোন যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? → কলিঙ্গ যুদ্ধের
- বাংলার প্রথম রাজা কে ছিলেন? → শশাঙ্ক
- কোন বংশটি প্রায় চারশ বছরের মতো শাসন করেছে? → পাল বংশ
- বঙ্গে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? → গোপাল

বাংলায় মুসলিম ও স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা

- ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কোন শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন? → ত্রয়োদশ
- বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন কোন সালে? → ১২০৪
- বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা কোন দেশের নাগরিক? → মরক্কোর
- প্রথম সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন? → মুহাম্মদ বিন কাসিম
- বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা কত সালে সোনারগাঁ ভ্রমণ করেন? → ১৩৪৬
- মুহাম্মদ ঘুরী এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? → ১১৯২
- বাংলায় মুসলিম শাসন কোন শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়? → ত্রয়োদশ শতাব্দী
- বাংলার প্রথম মুসলিম বিজেতা কে? → বখতিয়ার খলজি
- বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে? → ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
- বাংলার মুসলিম শাসনামলে 'আবওয়াব' শব্দটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো? → খাজনা

দিল্লি সালতানাত

- দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন কোন শাসক? → মুহাম্মদ বিন তুঘলক
- দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী সুলতানা রাজিয়া কার কন্যা ছিলেন? → শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ

বাংলায় ইলিয়াস শাহী শাসন

- প্রাচীন বাংলার সব জনপদই একত্রে বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে কার আমল থেকে? → সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান কে ছিলেন? → ইলিয়াস শাহ
- শাহ-ই-বাঙ্গালাহ অথবা শাহ-ই-বাঙালিয়ান বাংলার কোন মুসলিম সুলতানের উপাধি ছিল? [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৯৯] → শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ

হুসেন শাহী যুগ

- কোন আমলে গজল ও সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হয়? → হুসেন শাহী
- বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত শাসক → আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

মুঘল শাসনামল

- কোন আমলে প্রাচীন বাংলার গৌরব 'মসলিন কাপড়' ঢাকায় তৈরি হতো? → মুঘল আমলে
- লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরের সমাধিতে সমাহিত শায়েস্তা খানের এক কন্যার আসল নাম → ইরান দুখত
- দিল্লির কোন সম্রাট বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন? → শের শাহ
- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোন বছর? → ১৭৬১
- সম্রাট শাহজাহানের কোন পুত্র বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন? → শাহ সুজা
- মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? → সম্রাট বাবর
- 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের' নির্মাতা → শের শাহ
- ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয় → মুঘল আমলে
- মুঘল আমলে ঢাকার নাম কী ছিল? → জাহাঙ্গীরনগর

জাতীয় বিষয়াবলি

- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রূপকার কে? → কামরুল হাসান
- 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' → গানটির রচয়িতা কে? → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা কে? → কাজী নজরুল ইসলাম
- বাংলাদেশের জাতীয় পশু কোনটি? → বাঘ
- বাংলাদেশের জাতীয় ফল কোনটি? → কাঁঠাল
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের ডিজাইনার কে? → এএন সাহা
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কোন চেতনায়? → দেশাত্মবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মনোগ্রামে কতটি তারকা চিহ্নিত থাকে? → ৪টি
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফলক কয়টি? → ৭টি
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে? → কামরুল হাসান
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা কত? → ১৫০ ফুট
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার মাপের অনুপাত কত? → ৫:৩
- বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম অংকন করেন কে? → জেমস রেনেল

- কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থপতি → হামিদুর রহমান
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় কোন কোন রং রয়েছে? → লাল ও সবুজ
- কোনটি বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ? → আম বৃক্ষ
- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি → আমি কি ভুলিতে পারি' → গানটির গীতিকার কে? → আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
- বাংলাদেশের জাতীয় পাখির বৈজ্ঞানিক নাম কী? → *Capsychus saularis*
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোগ্রামটির নকশা কার আঁকা? → কামরুল হাসান
- বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে যে তারকাগুলো রয়েছে তা দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? → বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ
- বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত → আগারগাঁও
- 'আমার সোনার বাংলা' গানের কটি লাইন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে নেওয়া হয়েছে? → প্রথম দশটি
- জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্টকার্ড) → এর মাধ্যমে কত ধরনের সেবা পাওয়া যাবে? → ২২
- মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে? → শিব নারায়ণ দাস
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার কে? → এএন সাহা
- উৎসব অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের কত চরণ বাজানো হয়? → প্রথম চার চরণ
- Who did shetch the map of Bangladesh first? → মেজর জেমস রেনেল
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক → সৈয়দ আলী আহসান
- বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা দিবস পালিত হয় → ১ ডিসেম্বর
- কোন তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস পালন করা হয়? → ২৬ মার্চ
- জাতীয় শোক দিবস কোনটি? → ১৫ আগস্ট
- গণহত্যা দিবস হিসেবে সরকার অনুমোদন করে? → ২৫ মার্চ
- মুজিবনগর দিবস কোনটি? → ১৭ এপ্রিল
- বাংলাদেশে 'কৃষি দিবস' পালিত হয় কোন তারিখে? → ১ অগ্রহায়ণ
- কোন দিবসটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত? → জাতীয় শিশু দিবস

সেল্ফ টেস্ট-১ (প্রাচীন জনপদ থেকে মুঘল শাসনামল পর্যন্ত)

১. বাঙালি জাতির প্রধান অংশ কোন মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
ক দ্রাবিড় খ নেগ্রিটো গ ভোটচীন ঘ অস্ট্রিক

২. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী?
ক পুণ্ড্র খ তাম্রলিপ্ত গ গৌড় ঘ হরিকেল

৩. 'তাম্রলিপ্ত' কী?
ক প্রাচীন জনপদ খ তামার পাতে শাসনাদেশ
গ প্রাচীন গ্রন্থ ঘ প্রাচীন ভাষা

৪. বরেন্দ্র বলতে বোঝায় কোনটি?
ক পূর্ববঙ্গ খ পশ্চিমবঙ্গ গ উত্তরবঙ্গ ঘ দক্ষিণবঙ্গ

৫. প্রাচীনকালে 'সমতট' বলতে বাংলাদেশের কোন অংশকে বোঝানো হতো?
ক বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চল খ কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল
গ ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল ঘ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল

৬. কোন আমলে সোনারগাঁ বাংলাদেশের রাজধানী ছিল?
ক সুলতানী আমলে খ মুঘল আমলে
গ ব্রিটিশ আমলে ঘ পাকিস্তান আমলে

৭. ঢাকায় সর্বপ্রথম কবে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়?
ক ১২০৬ খ্রি. খ ১৩১০ খ্রি. গ ১৫২৬ খ্রি. ঘ ১৬১০ খ্রি.

৮. সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল ছিল →
ক খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৮-৩০০ অব্দ খ খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ
গ খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৬-২৩০ অব্দ ঘ ৩২০-৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ

৯. বাংলার প্রথম রাজা কে ছিলেন?
ক শশাঙ্ক খ গোপাল গ লক্ষ্মণ সেন ঘ ধর্মপাল

১০. বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন কোন সালে?
ক ১২১২ খ ১২০০ গ ১২০৪ ঘ ১২১১

১১. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে?
ক নবাব সিরাজুদ্দৌলা খ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
গ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ঘ নবাব আব্দুল লতিফ

১২. প্রাচীন বাংলার সব জনপদই একত্রে 'বাংলা' নামে পরিচিতি লাভ করে কার আমল থেকে?
ক সুলতান সিকান্দার শাহ খ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘ নবাব আলীবর্দী খাঁ

১৩. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ কখন বৃহত্তর বাংলা শাসন করেন?
ক ১৪৯৮-১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ খ ১৪৯৮-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ
গ ১৪৯৮-১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দ ঘ ১৪৯৮-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ

১৪. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোন বছর?
ক ১৭৫৭ খ ১৭৬১ গ ১৭৫৮ ঘ ১৭৭৫

১৫. ঢাকার 'ধোলাই খাল' কে খনন করেন?
ক পরিবিবি খ ইসলাম খান গ শায়েস্তা খান ঘ ঈশা খান

উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-১ (প্রাচীন জনপদ থেকে মুঘল শাসনামল পর্যন্ত)

১.	খ	২.	ক	৩.	ক	৪.	গ	৫.	খ
৬.	ক	৭.	ঘ	৮.	খ	৯.	ক	১০.	গ
১১.	খ	১২.	খ	১৩.	ঘ	১৪.	খ	১৫.	খ

লেকচার-২ : বাংলায় নবাবি শাসন

সুবেদার/নবাবদের অবদান/কৃতিত্ব

ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩)

- বাংলায় নিযুক্ত প্রথম সুবেদার।
- ঢাকাকে সর্বপ্রথম রাজধানীর মর্যাদা দেন।
- বারোভুঁইয়াদের দমন করেন।
- দোলাই খাল খনন করেন। [৩৬তম বিসিএস]
- নৌকাবাইচের প্রচলন করেন।

মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩)

- ১৬৬০ সালে বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।
- ঢাকা গেইট (ঢা.বি. দোয়েল চত্বর সংলগ্ন) নির্মাণ করেন।
- ১৬৬৩ সালে আসাম যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ওসমানী উদ্যানের সামনে রক্ষিত কামানটি ব্যবহার করেন।

শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৭৮) (১৬৭৯-১৬৮৮)

- তাঁর সময়ে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে।
- চট্টগ্রাম থেকে মগ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন এবং চট্টগ্রামের নামকরণ করে ইসলামাবাদ।
- সাতগম্বুজ মসজিদ, ছোট কাটরা, লালবাগের কেল্লা নির্মাণ করেন।
- এরই উৎসাহে মীর মুরাদ 'হোসেনী দালান' নির্মাণ করেন।
- তারই সময়ে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রি হতো।

মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭)

- বাংলার প্রথম নবাব।
- ১৭১৭ সালে বাংলার স্থায়ী সুবেদার নিযুক্ত হন এবং রাজধানী ঢাকা হতে মকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) এ স্থানান্তর করেন।

আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬)

- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব।
- মারাঠাদের হাত থেকে বাংলার জনগণকে রক্ষা করেন।

সিরাজউদদৌলা

- ১৭৫৬ সালে ইংরেজদের কাশিম বাজার দুর্গ দখল করেন।
- ১৭৫৬ সালে কলকাতা জয় করে নামকরণ করেন আলীনগর।
- ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের সাথে আলীনগরের সন্ধি করেন।
- ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে বাংলায় মধ্যযুগের শাসনের অবসান ঘটে।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন চিত্র

ক্রম.	দেশ	জাতি	বাংলায় যে নামে পরিচিত	আগমন সাল
প্রথম	পর্তুগাল	পর্তুগিজ	ফিরিঙ্গি	১৫১৬
দ্বিতীয়	নেদারল্যান্ডস	ডাচ	ওলন্দাজ	১৬০২
তৃতীয়	ইংল্যান্ড	ইংরেজ	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	১৬০৮
চতুর্থ	ডেনমার্ক	ডেনিশ	দিনেমার	১৬১৬
পঞ্চম	ফ্রান্স	ফরাসি	ফরাসি	১৬৬৪

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৮৫৮)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের সংস্কার কার্যক্রম

সংস্কারক/ ইংরেজ শাসক	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৫-১৭৬৭)	বাংলার প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর। দ্বৈতশাসন কায়েম। ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।
ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৪)	দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন (১৭৭২)। পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত (১৭৭৩)। সাম্রাজ্যবাদী স্বত্ব বিলোপ নীতি (১৭৭৪)।
লর্ড কর্নওয়ালিশ (১৭৮৬-১৭৯৩)	জমিদারী প্রথার সূত্রপাত। দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)। সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন (১৭৯৩)। সতীদাহ প্রথা প্রবর্তন (১৭৯৩)
লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫)	অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন। ব্রিটিশের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট।
লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-১৮২৩)	মারাঠা শক্তি ধ্বংস ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি। এই সময়েই রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক (১৮২৮-১৮৩৫)	কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫)। লর্ড ম্যাকলে কর্তৃক শিক্ষানীতি প্রণয়ন (১৮৩৫)। ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫)। সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন (১৮২৯)।
লর্ড হেনরী হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-১৮৪৮)	ভারতবর্ষের রেল যোগাযোগ স্থাপন। গোলাপ সিংয়ের নিকট জম্মু ও কাশ্মীর বিক্রয়। শিশু হত্যা, নরবলি প্রথার বিলোপ।
লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬)	স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তন। রেল লাইনের প্রচলন (১৮৫৩)। বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৪, পাস-১৮৫৬)
লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২)	কাগজী মুদ্রার প্রচলন (১৮৫৭)। সিপাহি বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল/ভাইসরয়।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার আন্দোলন

ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন : ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের পর সর্বপ্রথম বিদ্রোহ হলো ফকির বিদ্রোহ। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল; তাই ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন। বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম ছিল মজনু শাহ। আর সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাচারি ও নায়েব-গোমস্তার বাড়ি।

চাকমা বিদ্রোহ : পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা সম্প্রদায় ১৭৭৭ থেকে ১৭৮৭ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তা-ই চাকমা বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন চাকমা রাজা জোয়ান বকশ্ খান।

বারাসাত বিদ্রোহ : ১৮২৫ সালে ভারতের বারাসাত নগরীতে তিতুমীরের নেতৃত্বে ৮৩ হাজার কৃষকের অংশ গ্রহণে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তা-ই বারাসাত বিদ্রোহ। তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিছার আলী। ১৮৩১ সালে তিতুমীর কলকাতার অদূরে নারকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ১৮৭১ সালে কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করা হয়।

তিতুমীরসহ তার ৪০ সহচর এ আক্রমণে শহীদ হন। তিতুমীর প্রথম বাঙালি হিসেবে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শহিদ হন।

নীল বিদ্রোহ : ১৮৫৯ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত নীল চাষকে কেন্দ্র করে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে নীলকরদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তাকে নীল বিদ্রোহ বলে। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের 'ইচ্ছাধীন' বলে ঘোষণা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তীকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে এদেশে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

ফরায়েজি আন্দোলন : হাজি শরীয়ত উল্লাহ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হাজি শরীয়ত উল্লাহর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে ফরায়েজি আন্দোলন বলে। ফরায়েজি শব্দটি আরবি 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যারা ফরজ পালন করে তারাই ফরায়েজি। হাজি শরীয়ত উল্লার মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার যোগ্যপুত্র মুহসিন উদ্দিন আহমেদ ওরফে দুদু মিয়া। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর। দুদু মিয়ার বিখ্যাত উক্তি → **'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থি'।**

সিপাহি বিদ্রোহ : পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর পর ১৮৫৭ সালে ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সিপাহিদের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকে সিপাহি বিদ্রোহ (ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম) বলে। মঙ্গল পান্ডে সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম শহিদ। তিনি ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন। এই যুদ্ধে নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোদ্ধার বেগম হজরত মহল, মৌলবি আহমাদ উল্লাসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং। সিপাহি বিদ্রোহের ফলে কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

বঙ্গভঙ্গ : ভারতের বড়লাট, লড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন, যা ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। এর ফলে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ। এ প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয় ঢাকায় এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন ব্যামফিল্ড ফুলার। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কলকাতা এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন এন্ড্রু ফ্রেজার।

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজকীয় ঘোষণা বলে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের সময় ব্রিটিশ ভাইসরয় ছিল লর্ড হাডিঞ্জ। বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'রাখিবন্ধন' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং আমার সোনার বাংলা গান রচনা করেন। বঙ্গবঙ্গ রদ ঘোষণার প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার প্রতিবাদমুখর মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শান্ত করার জন্য ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি বড় লাট হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করেন। এই ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলন : লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ৫ জুলাই সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৭ জুলাই খুলনার বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় প্রধানত বিলিতি পণ্যসামগ্রী বর্জন এবং ইংরেজদের সাথে সকল প্রকার অসহযোগিতা করার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে দুটি কর্মপন্থা ও ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিলিতি পণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে স্বদেশিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং বয়কট ছিল সামগ্রিকভাবে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজদের সংস্পর্শ বর্জন। একদিকে বয়কট ছিল নেতিবাচক ও অপরদিকে স্বদেশিকতা ছিল ইতিবাচক। আর এ দুটি কর্মপন্থা অবলম্বনে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিন থেকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি : ব্রিটিশদের নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় একমত হলে লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯১৬ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তা-ই লক্ষ্ণৌ চুক্তি।

অসহযোগ আন্দোলন : ব্রিটিশ সরকার কুখ্যাত 'রাউলাট আইন' পাস করলে ভারতীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই আইনে যে কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল এ আইনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের শান্তিপূর্ণ সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ব্রিটিশ সরকার গুলি চালালে অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ পাঞ্জাবের রাজধানী অমৃতসরের একটি উদ্যানের নাম। এর প্রতিবাদে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজী হিংসাত্মক পথ বর্জন এবং সত্যাগ্রহ নীতিকে সামনে রেখে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সকল খেতাব ও সম্মানজনক পদবি প্রত্যাহার, বিদেশি পণ্য বয়কট, স্কুল-কলেজ, আদালত ইত্যাদি বর্জন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালে এ আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে ব্রিটিশ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা যেমন প্রথমবারের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তেমনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামে।

খিলাফত আন্দোলন : ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যে আন্দোলন করে তাকে খিলাফত আন্দোলন বলে। এই অন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। খিলাফত আন্দোলন চলাকালীন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' শুরু হয়। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের প্রতিও তার সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এর ফলে খিলাফত আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর তুরস্কের বিপ্লবী নেতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা এবং 'খিলাফত' তথা 'তুরস্ক সালতানাতকে' বাতিল ঘোষণা করেন। এর ফলে ভারতে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা : ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেন তার দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ১৯৩২ সালের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পাহাড়তলীর রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহিদ। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি সূর্য সেনকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং তাঁর মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

দ্বিজাতিতত্ত্ব : ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ মুসলমান ও হিন্দুদের জাতিসত্তা সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক ভাবধারা বিশ্লেষণ করেন তা-ই দ্বিজাতিতত্ত্ব নামে পরিচিত। ভাষণে জিন্নাহ বলেন → 'যে-কোনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে

মুসলমানরা একটা জাতি। তাই তাদের একটি পৃথক আবাসভূমি প্রয়োজন, প্রয়োজন একটা ভূখণ্ডের এবং একটি রাষ্ট্রের।' জিন্নাহ তার দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি পেশ করেন →

ক. ভারত একটি দেশ নয়; বরং একটি উপমহাদেশ।

খ. যে ভিত্তিতে এ উপমহাদেশে হিন্দুরা একটি জাতি, সে ভিত্তিতে মুসলমানরাও একটি জাতি।

গ. মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, নৈতিক বিধান, আচার-ব্যবহার, ইতিহাস-ঐতিহ্য হিন্দুদের থেকে ভিন্ন।

ঘ. হিন্দু-মুসলিম জনগণ অনুপ্রেরণা লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে। অতএব আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞায় আমরা একটি জাতি।

তেভাগা আন্দোলন : ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য যে আন্দোলন সংঘটিত হয়, তা-ই তেভাগা আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলন বাংলার ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনটি তীব্র আকার ধারণ করেছিল দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর এবং চব্বিশ পরগনা জেলায়। ভূমি মালিকরা ভাগচাষিদের এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করে। তারা পুলিশ দিয়ে আন্দোলনকারীদের অনেককে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। কিন্তু জমিদারদের দমন-পীড়ন আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। অপ্রতিরোধ্য ভাগচাষিরা পরবর্তীকালে তাদের লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে জমিদারি প্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে একটি নতুন স্লোগান যোগ করে। বর্গাচাষিদের সমর্থনে পরিচালিত তেভাগা আন্দোলনে এ স্লোগানের সূত্রে খাজনার হার কমে আসার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। "মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে কৃষক এবং এক ভাগ পাবে জমির মালিক" → এটিই ছিল এ অন্দোলনের মূল দাবি। ইলা মিত্র তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ছিল। তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস নাঢ়াই।

লাহোর প্রস্তাব : ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হয় বলে এটি ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন এ অধিবেশনের সভাপতি। একে ফজলুল হক ২৩ মার্চের অধিবেশনে তার রচিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর হবে না, যদি এটি লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।

হাজী মুহাম্মদ মুহসীন (১৭৩০-১৮৩২)

- বিশিষ্ট দানবীর, বাংলার হাতেম তাই বলে খ্যাত।
- ১৮০৬ সালে মুহসিন ট্রাস্ট গঠন, হুগলী কলেজ ও হুগলী মাদ্রাসা এবং ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৬)

- ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত।
- ভারতবর্ষে প্রথম আধুনিক পুরুষ।
- ১৮১৫ সালে হিন্দু কলেজ/প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা।
- ১৮২২ সালে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা।
- ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ।
- ১৮২৯ সালে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা।
- ১৮৩০ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক রাজা উপাধি গ্রহণ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

১৮৪৯ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা রোধকল্পে আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন ১৮৫৬ সালে।

নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

- মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
- ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

- সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান

- ১৮৭৭ সালে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা।
- মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন।
- আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা।

ব্রিটিশ সরকারের শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭)

- বঙ্গভঙ্গ আইন পাস করা হয় → ১৯০৫ সালে
- ১৯০৫ সালের বঙ্গবঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় ছিলেন → লর্ড কার্জন
- বঙ্গবঙ্গ ব্যবস্থা রহিত করেন → লর্ড হার্ডিঞ্জ
- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন → হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' হয়েছিল → ১৯৪৩ সালে
- লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ এর মূল বিষয় ছিল → মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠন বা প্রতিষ্ঠা করার কথা
- ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন যে নামে পরিচিত → র‍্যাডক্লিফ কমিশন

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

- বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'তিন কন্যা' এর চিত্রকর → কামরুল হাসান
- শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালাটি → ময়মনসিংহে
- গম্ভীরা যে অঞ্চলের লোকসংগীত → চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- 'কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাই তো জাত ভিন্ন বলায়' এ পঙ্ক্তিটির লেখক → লালন শাহ
- বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর অবস্থিত → সোনারগাঁ
- 'একাত্তরের চিঠি' গ্রন্থটির প্রকাশক → প্রথমা প্রকাশন
- বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর → বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার যে এলাকায় অবস্থিত → সেগুনবাগিচা [বর্তমানে আগারগাঁও]
- বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ যে অঞ্চলের → সিলেট
- সংস্কৃতি বলতে বোঝায় → প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের সমষ্টি
- সম্রাট আকবর বাংলা সন প্রবর্তন করেন → ১০/১১ মার্চ ১৫৮৪
- সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা সাল → ১৯৬১
- ছায়ানট কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম → বাংলাদেশের হৃদয় হতে

- 'উদীচী' শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা লাভ করে → ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর
- 'উদীচী' শব্দের অর্থ → উত্তর দিক
- ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী'-এর রচয়িতা → আবুল ফজল
- বাংলাদেশের বিশিষ্ট লালন গীতি গবেষক → ড. আশরাফ সিদ্দিকী
- ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকনাট্য → গীতিকা
- 'দেওয়ানা মদীনা' যার অসামান্য সৃষ্টি → মনসুর বয়াতি
- 'ঠাকুরমার ঝুলি'-এর লেখক → দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
- বাংলাদেশের সুরসম্রাট বলা হয় → ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে
- 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য' গানটি গেয়েছেন → ভূপেন হাজারিকা
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ (বৃহত্তর রাজশাহী) অঞ্চলের গান → গম্ভীরা
- রংপুর অঞ্চলের গান → ভাঁওয়াইয়া
- ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান → ভাটিয়ালী
- চট্টগ্রাম অঞ্চলের গান → ভাণ্ডারী
- নৌকাবাইচের সময় পরিবেশিত গান → সারি
- বাংলাদেশের যে সংগীতজ্ঞ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন → ওস্তাদ আয়াত আলী খান
- বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক → নিধু বাবু (প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত)
- ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম → জারি
- রংপুর রাজশাহী অঞ্চলের নৃত্য → ঝুমুর
- খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলের বিখ্যাত নৃত্য → ধুপ নৃত্য
- 'বল নৃত্য' বাংলাদেশের যে অঞ্চলের → যশোর অঞ্চলের
- দেশের প্রথম আদিবাসী মেলা অনুষ্ঠিত হয় → কক্সবাজারে
- উপজাতীয় বর্ষবরণ উৎসবকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় → বৈসাবি (বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিঝুর সংক্ষিপ্ত রূপ)
- জলকেলি যাদের উৎসব → রাখাইন
- লোকশিল্প জাদুঘরের বর্তমান নাম → জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর
- রাজশাহী 'বরেন্দ্র জাদুঘর' স্থাপিত হয় → ১৯১০ সালে
- ময়নামতির নিদর্শন → বৌদ্ধ ধর্মের (৭ম শতক)
- দুর্ভিক্ষের উপর 'ম্যাডোনা-৪৩' ছবিটি এঁকেছেন → শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
- মিনি বাংলাদেশ অবস্থিত → সোনারগাঁয়ে
- নড়াইলে অবস্থিত শিল্পী এসএম সুলতানের প্রতিষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিষ্ঠানের নাম → শিশুস্বর্গ
- 'ধনধান্যে পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি রচনা করা হয় → ১৯০৫ সালে
- বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৮ সালে
- বিশ্ববরেণ্য সংগীতজ্ঞ আলি আকবর খাঁর পিতা → আলাউদ্দিন খাঁ

বোর্ড বই থেকে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন

প্রাচীন বাংলার জনপদ

- সপ্তম শতকের পর বাংলায় কতটি জনপদ ছিল? → ৩টি
- মহাস্থানগড় অবস্থিত ছিল → বর্তমান বগুড়া শহর থেকে সাত মাইল দূরে
- হরিকেলের দক্ষিণে কোন জনপদ অবস্থিত ছিল? → তাম্রলিপ্ত জনপদ
- গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কী ছিল? → কর্ণসুবর্ণ
- স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে? → শশাঙ্ক
- 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটির লেখক কে? → কৌটিল্য
- কার গ্রন্থে তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে গৌড়ের নাগরিকদের বিলাস ব্যাসনের পরিচয় পাওয়া যায়? → ব্যাৎসায়নের গ্রন্থে
- কাদের আমলে গৌড়ের নাম-ডাক ছিল সবচেয়ে বেশি? → পাল রাজাদের আমলে
- প্রাচীন শিলালিপিতে কী নামে বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়? → 'বিক্রমপুর' ও 'নাব্য' নামে
- কোথায় পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে? → বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতে
- কার রাজত্বকালে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্য স্বাধীন সত্তা হারায়? → মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে
- শ্রীহট্ট কোন জেলার পূর্ব নাম? → সিলেট জেলার
- বরেন্দ্র কোন জনপদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল? → পুণ্ড্রবর্ধন
- কোন জনপদকে জনপদ বলা যায় না? → বরেন্দ্র জনপদকে
- উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্যগ্রন্থ হতে মোট কতটি জনপদের কথা জানা যায়? → ১৬টি
- গৌড়ের উল্লেখ দেখা যায় সর্বপ্রথম কার গ্রন্থে? → পাণিনির
- গৌড়দেশের অনেক শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে? → অর্থশাস্ত্রে
- কার শিলালিপি হতে প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্র উপকূল হতে গৌড়দেশ খুব বেশি দূরে অবস্থিত ছিল না? → হর্ষবর্ধনের
- সর্বশেষ গৌড় বলতে কাকে বোঝাত? → সমগ্র বাংলাকে
- অতি প্রাচীন পুঁথি বঙ্গকে কোন জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে? → মগধ ও কলিঙ্গ
- পুণ্ড্রদের রাজ্যের রাজধানীর নাম কী? → পুণ্ড্রনগর
- পুণ্ড্রনগরের পরবর্তীকালে কী নাম হয়? → মহাস্থানগড়
- কার শাসনামলে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্য স্বাধীন সত্তা হারায়? → সম্রাট অশোকের
- আধুনিক সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদের নাম কী? → হরিকেল
- চীনা ভ্রমণকারী ইৎসিংয়ের মতে হরিকেল ছিল কোথায়? → পূর্ব ভারতের শেষ সীমানায়
- চন্দ্রদ্বীপ কে অধিকার করেন? → ত্রৈলোক্যচন্দ্র
- কোন অঞ্চল নিয়ে সমতট গঠিত হয়েছিল? → কুমিল্লা-নোয়াখালী
- শালবন বিহারের অবস্থান প্রাচীন কোন জনপদে ছিল? → সমতট
- কুমিল্লা শহর থেকে বড় কামতার দূরত্ব কত? → ১২ মাইল
- সমতটের রাজধানী ছিল কোথায়? → বড় কামতা
- বড় কামতা নামক স্থানটি কত শতকে সমতটের রাজধানী ছিল? → সপ্তম
- বরেন্দ্র কোন বঙ্গের জনপদ ছিল? → উত্তর
- বরেন্দ্র কোন জনপদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল? → পুণ্ড্রবর্ধনের
- চন্দ্রদ্বীপ কোন জেলার পূর্বনাম? → বরিশাল

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

- গ্রিক লেখকদের কথায় কী নামে বাংলাদেশে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল? → গঙ্গারিডই
- গ্রিক গ্রন্থকারগণ গঙ্গারিডই ছাড়া অপর কোন জাতির কথা উল্লেখ করেছেন? → প্রাসিঅয়
- কর্ণসুবর্ণের বর্তমান নাম কী? → মুর্শিদাবাদ
- পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় রাজার নাম কী? → মগধাদি

- উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কার রাজত্বকালে? → সম্রাট অশোকের
- কোন সাম্রাজ্যের পতনের পর শুঙ্গ ও কন্ব বংশের আবির্ভাব ঘটে? → মৌর্য সাম্রাজ্যের
- সমগ্র বাংলা জয় করা হয় কার রাজত্বকালে? → সমুদ্রগুপ্তের
- গুপ্তদের রাজধানী ছিল কোথায়? → পুণ্ড্রনগর
- সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমতট কোন ধরনের রাজ্য ছিল? → করদ
- ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভবের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে → গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন
- গুপ্তদের পর সমগ্র উত্তর ভারতে কী দেখা দেয়? → রাজনৈতিক অস্থিরতা
- গুপ্তদের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কয়টি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়? → দুটি
- শত শতকের প্রথমার্ধে গুপ্ত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে? → ষষ্ঠ
- গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসককে কী বলা হতো? → মহাসামন্ত
- প্রবীণ নেতাগণ কাকে রাজপদে নির্বাচিত করলেন? → গোপালকে
- তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারনাথ কার সিংহাসন আরোহণ নিয়ে রূপকথার অবতারণা করেন? → গোপালের
- কার পূর্বজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি? → গোপালের
- গোপালের পিতার নাম কী? → বপ্যট
- গোপালের পিতামহের নাম কী? → দয়িতবিষ্ণু
- দয়িতবিষ্ণু কেমন ছিলেন? → সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ
- গোপাল কত বছর শাসন করেছিলেন? → ২৭ বছর
- গোপালের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন কে? → ধর্মপাল
- ৭৫৬ থেকে ৭৮১ পর্যন্ত বাংলা শাসনের ক্ষেত্রে কোন নামটি সমর্থনযোগ্য? → গোপাল
- পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে কোন নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত? → ধর্মপাল
- ত্রিশক্তির সংঘর্ষ শুরু হয় কখন? → আট শতকের শেষদিকে
- ত্রিশক্তির প্রথম যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? → ধর্মপাল
- ধর্মপাল কত বছর রাজত্ব করেন? → ৪০ বছর
- ধর্মপালের শাসনকাল হিসেবে কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? → ৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দে
- ধর্মপাল কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? → বৌদ্ধ
- ধর্মপাল কোথায় বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন? → ভাগলপুরে
- ধর্মের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ছিল না কোন রাজার? → নারায়ণের
- ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? → গর্গ
- প্রাচীন বাংলার খ্যাতিমান সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? → ধর্মপাল
- ধর্মপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন কে? → দেবপাল
- কে পিতার ন্যায় যোগ্য উত্তরসূরি ছিল? → দেবপাল
- বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কোন নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত? → দেবপাল
- মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর সংস্কার সাধন করেন কে? → দেবপাল
- দেবপাল কোথায় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন? → মুঙ্গেরে
- দেবপাল কীসের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন? → বিদ্বানের
- পাল সাম্রাজ্যের পতনের যথার্থ কারণ কোনটি? → দেবপালের মৃত্যু
- দেবপালের প্রথম পুত্রের নাম কী? → বিগ্রহপাল
- বিগ্রহপালের রাজত্বকাল কোনটি → ৮৬১-৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে
- প্রথম বিগ্রহপালের পুত্রের নাম কী? → নারায়ণপাল
- দুর্বল উদ্যমহীন শাসক হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য → নারায়ণপাল
- দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সুযোগ্য পুত্রের নাম কী? → প্রথম মহীপাল
- প্রথম মহীপালের কৃতিত্ব হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য? → কম্বোজ জাতির বিতাড়ন
- মহীপাল কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন? → বৌদ্ধ
- মহীপাল কী রক্ষায় যত্নবান ছিলেন? → পুরাণকীর্তি
- নালন্দায় এক বিশাল বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন কে? → মহীপাল
- বাংলার অনেক দিঘি ও নগরীর সাথে কার নামটির সাদৃশ্য আছে? → মহীপালের
- মহীপালের জনপ্রিয়তা অর্জনের যথার্থ কারণ কোনটি? → জনহিতকর কাজ
- মহীপালের রাজত্বকাল কত বছর? → ৫০ বছর
- মহীপাল মৃত্যুর পর কে সিংহাসনে বসেন? → তাঁর পুত্র ন্যায় পাল
- মহীপাল ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন কেন? → অসাধারণ কীর্তির জন্য
- মহীপালের মৃত্যুর সাথে সাথে সাম্রাজ্য হারাতে শুরু করেন কেন? → সুযোগ্য উত্তরসূরি না থাকার কারণে
- কার রাজত্বকালে বাংলার পাল সাম্রাজ্য বহু স্বাধীন খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়ে যায়? → তৃতীয় বিগ্রহপালের
- কৈবর্ত বিদ্রোহ হয় কার রাজত্বকালে? → দ্বিতীয় মহীপালের
- কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা হিসেবে কার নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত? → দিব্য
- দিব্য কীভাবে বরেন্দ্র দখল করেন? → দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে
- পাল বংশের সর্বশেষ সফল শাসক → রামপাল
- 'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা কে? → সন্ধ্যাকর নন্দী
- রামপাল রাজ্যভার গ্রহণ করে কী করতে সচেষ্ট হন? → পুণ্ড্র উদ্ধার
- রামপালের পরবর্তী শাসকগণ কেমন ছিলেন? → দুর্বল
- বাংলায় সেন শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন নামটি অধিক উপযোগী? → বিজয় সেন
- পাল যুগের বেশিরভাগ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা কেমন ছিল? → স্বাধীন
- খড়্গ বংশের রাজাদের রাজধানীর নাম কী ছিল? → কর্মান্ত বাসক
- দেবপর্বত কোথায় অবস্থিত? → কুমিল্লায়
- দেবদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল কোন অঞ্চলে? → সমতট
- দেব রাজাদের শাসনকাল হিসেবে কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? → ৭৪০-৮০০ খ্রিষ্টাব্দে
- হরিকেল জনপদে কত শতকে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে? → নবম
- কান্তিদেবের পিতার নাম কী? → ধনদত্ত
- কান্তিদেবের রাজধানীর নাম ছিল কী? → বর্ধমানপুর
- কান্তিদেবের গড়া রাজ্যের পতন হয় কার হাতে? → চন্দ্রবংশের
- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য? → চন্দ্রবংশ
- চন্দ্রবংশের রাজারা কত বছর শাসন করেন? → দেড় শ বছর
- চন্দ্র রাজাদের মূল কেন্দ্র হিসেবে কোনটি অধিক উপযোগী? → লালমাই পাহাড়
- রোহিতগিরি নামটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ → লালমাই পাহাড়
- মহারাজাধিরাজ উপাধিটি কার ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী? → ত্রৈলোক্যচন্দ্র
- ত্রৈলোক্যচন্দ্র কত বছর রাজত্ব করেন? → ৩০ বছর
- শ্রীচন্দ্র কোথায় রাজধানী গড়ে তোলেন? → বিক্রমপুরে
- শ্রীচন্দ্র কত বছর রাজত্ব করেন? → প্রায় ৪৫ বছর
- শেষ চন্দ্র রাজা হিসেবে কার নাম গ্রহণযোগ্য? → গোবিন্দচন্দ্র
- বজ্রবর্মার পুত্রের নাম কী? → জাতবর্মা

- বর্মদের রাজধানী হিসেবে কোনটি অধিক উপযোগী? → বিক্রমপুর
- বর্ম রাজবংশের শেষ রাজা কে ছিলেন? → ভোজবর্মা
- বাংলাদেশে সেন রাজবংশের সূচনা হয় কখন? → বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে
- 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' কোনটিকে সমর্থন করেছে? → পেশা পরিবর্তন
- বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? → সামন্ত সেন
- বিজয় সেনের সিংহাসনে আরোহণের যথার্থ কারণ কোনটি? → হেমন্ত সেনের মৃত্যু
- কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় কে রামপালকে সাহায্য করেন? → বিজয় সেন
- বিজয় সেন কীভাবে স্বাধীনতার স্বীকৃতি পান? → রামপালকে সাহায্য করার বিনিময়ে
- একাদশ শতকে দক্ষিণ রাঢ় কোন বংশের অধিকারে ছিল? → শূর বংশের
- বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী ছিল কোথায়? → বিজয়পুর
- ধর্মের দিক হতে বিজয় সেন ছিলেন → শৈব
- বিজয় সেনের পর কে সিংহাসনে আরোহণ করেন? → বল্লাল সেন
- বল্লাল সেন কাকে বিয়ে করেন? → রমা দেবীকে
- দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ দুটির রচয়িতা → বল্লাল সেন
- বল্লাল সেন কোথায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন? → রামপালে
- বল্লাল সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন কে? → লক্ষ্মণ সেন
- লক্ষ্মণ সেন কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন? → ৬০ বছর
- কত খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে ডোম্মন পাল একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন? → ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে
- তেরো শতকের প্রথমদিকে মুসলিম সেনাপতি বখতিয়ার খলজি কোথায় আক্রমণ করেন? → নদীয়া
- বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে কীভাবে? → লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ে মধ্য দিয়ে
- এদেশে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোন সমাজ ছিল সর্বেসর্বা? → কৌম সমাজ
- বাংলায় মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল কোনটি? → পুন্ড্রনগর
- বাংলায় মৌর্য শাসন কীভাবে পরিচালিত হতো? → মহামাত্র প্রতিনিধির মাধ্যমে
- সামন্ত রাজারা কার কর্তৃত্ব মেনে চলতেন? → গুপ্ত সম্রাটের
- গুপ্ত আমলের সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম → 'ভুক্তি'
- পাল যুগের শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল? → রাজতন্ত্র
- অমাত্যগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কে? → মহাসন্ধি বিগ্রহিক
- কোন সময়ে রানিকে রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হয়? → পাল আমলে

প্রাচীন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

- কার রাজত্বকালে 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা' পুঁথি রচিত হয়? → রাজা রামপালের
- সোমপুর বিহার কে নির্মাণ করেন? → ধর্মপাল
- বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন? → গৌতম বুদ্ধ
- ফা-হিয়েন কোন দেশের পর্যটক? → চীনের
- ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন কী? → স্তূপ
- আর্যদের ভাষার নাম কী? → প্রাচীন বৈদিক ভাষা
- প্রাচীন বাংলার মানুষের ভাষার নাম কী ছিল? → 'অস্ট্রিক'
- জাতি হিসেবে কাদের নিষাদ বলা হতো? → আর্যদের আগমনের পূর্বের বাংলার প্রাচীন মানুষদের নিষাদ বলা হতো
- প্রাচীনকালে বাংলায় কত প্রকার বর্ণ ছিল? → চার প্রকার
- কাদের কাজ ছিল ব্যবসায় বাণিজ্য করা? → বৈশ্যদের
- শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত? → কুমিল্লার ময়নামতীতে
- কোথায় রাজা দেব খড়গের একটি স্তূপ পাওয়া গেছে? → ঢাকা জেলার আশরাফপুর গ্রামে
- কোথায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহার প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন? → রাজশাহীর পাহাড়পুরে
- বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে কী এক অমর সৃষ্টি? → পাহাড়পুরের মন্দির
- উয়ারী-বটেশ্বরে কত বছরের পুরাতন এক নগরকেন্দ্রিক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে? → প্রায় ২৫০০ বছরের পুরাতন এক নগরকেন্দ্রিক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে
- প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার জন্য কোন যুগ স্মরণীয়? → পাল যুগ
- কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়? → অপভ্রংশ
- কাকে প্রাচীনতম বাংলা ভাষা বলা যায়? → মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়-বঙ্গীয় রূপকে
- কার দ্বারা নেপাল থেকে চারটি প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি সংগৃহীত হয়? → হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- কোন পূজা কৌমের লোকদের নিকট ঐক্যের প্রতীক ছিল? → ঋজ পূজা
- কারা 'নিগ্রহন্ত' নামে পরিচিত হতো? → জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা
- মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র কোথায় বাস করতেন? → সোমপুর বিহারে
- প্রাচীন সমাজে কারা সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করত? → ক্ষত্রিয়রা
- ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল কী? → যুদ্ধ করা
- কত গজ মসলিন একটি নস্যের কৌটায় ভরা যেত? → ২০ গজ
- সোমপুর মহাবিহার কোন যুগে নির্মিত হয়েছিল? → পাল যুগে
- নরসিংদী জেলার কতটি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে? → ৫০টি স্থানে
- অতীশ দীপংকর কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? → শিব ধর্ম
- বিক্রমপুরের প্রাচীন বজ্রযোগিনী গ্রামে সম্প্রতি একটি বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি কোন শতকে নির্মিত? → বারো শতকে
- বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষার নাম কী ছিল? → সংস্কৃত
- আর্যদের ভাষার নাম কী? → প্রাচীন বৈদিক
- বাংলায় শৈবধর্ম বিস্তারের ক্ষেত্রে অধিক যুক্তিযুক্ত? → বৈন্যগুপ্তের সহায়তা
- পাল আমলে কোন সম্প্রদায় খুব শক্তিশালী ছিল? → পাশুপত
- প্রাচীন যুগের কোনটি রোগের আরোগ্য পূজা হিসেবে সমর্থনযোগ্য? → সূর্য দেবতা
- জৈন ধর্মের প্রবর্তক কে? → মহাবীর
- সোমপুর বিহারে বাস করতেন কে? → বোধিভদ্র
- শালবন বিহার কে নির্মাণ করেন? → শ্রীভবদেব
- 'উমা' শব্দের অর্থ কী? → দুর্গার অর্চনা
- শেরশাহ কাকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন? → গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহকে
- বাংলায় শেষ আফগান শাসক কে ছিলেন? → দাউদ খান কররানী
- বার শব্দটি কেন ব্যবহার করা হতো? → অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদারদের বোঝাতেই 'বার' শব্দটি ব্যবহার করা হতো
- কোন মুসলমান শাসক বাংলায় নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন? → সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি
- ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন? → আফগানিস্তানের
- কোন শাসনের সূচনাকালকে বাংলায় মধ্যযুগের শুরু বলা হয়? → মুসলমান শাসনের
- তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে → মুসলমান শাসনের সূচনা করেন

- বর্তমানে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ বখতিয়ার খলজির নদিয়া জয়ের তারিখ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- তিব্বত অভিযান ছিল বখতিয়ার খলজির জীবনের শেষ সময় অভিযান।
- ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম দিয়েছিলেন → 'বুলগাকপুর'
- সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি বসনকোট নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন।
- শাসনকর্তা তুঘরিল মামলুক তুর্কিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।
- ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের হাতে বাংলা প্রথম স্থিতিশীলতা লাভ করে।
- একজন স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরুদ্দিন নিজ নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন।
- ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন।
- ইলিয়াস শাহ 'শাহ-ই-বাঙালা' ও 'শাহ-ই-বাঙালি' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।
- রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের ন্যায় বিচারের কাহিনি বর্ণিত আছে।
- 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন।
- 'গীতগোবিন্দ টীকা' গ্রন্থের লেখক ছিলেন → বৃহস্পতি মিশ্র
- 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামক বাংলা কাব্যের লেখক → মালাধর বসু
- বাংলা রামায়ণের রচয়িতা → কৃত্তিবাস
- বাংলার হাবসি শাসন মাত্র ছয় বছর স্থায়ী ছিল।
- হাবসি শাসন উচ্ছেদ করে সৈয়দ হোসেন বাংলার সিংহাসনে বসেন।
- হুসেন শাহী যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।
- 'পুরন্দর খান' হুসেন শাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসুর উপাধি ছিল।
- বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য ছিলেন।
- 'ছোট সোনা মসজিদ' হুসেন শাহের আমলে নির্মিত হয়।
- হুসেন শাহের শাসনকালকে বঙ্গের মুসলমান শাসনের ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।
- বাগেরহাটের 'মিঠা পুকুর' সুলতান নুসরত শাহের আমলে খনন করা হয়।
- মুঘল সম্রাট হুমায়ুন গৌড়ের 'জান্নাতাবাদ' নামকরণ করেন।
- ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়।
- তাজ খান বাংলায় কররানী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
- প্রথম দিকে ঈসা খান বারোভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন।
- প্রথম ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বাংলার রাজধানী হয়।
- মুঘল প্রদেশগুলো 'সুবা' নামে পরিচিত ছিল।
- হুসেন শাহী যুগ হতে বাংলায় পর্তুগিজরা বাণিজ্য করত।
- শায়েস্তা খান মগদের উৎপাত হতে বাংলার জনগণের জানমাল রক্ষা করেন।
- শায়েস্তা খানের সময়ে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যেত।
- রাজস্ব সংস্কার মুর্শিদকুলী খানের সর্বাধিক স্মরণীয় কীর্তি।
- আলীবর্দী খান বর্গীদের দেশ ছাড়া করতে সক্ষম হন।
- ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ জুন পলাশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর প্রণয়নমূলক কাব্য ইউসুফ-জোলেখা রচনা করেন।
- সুলতান হুসেন শাহ ও নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন।
- চৌদ্দ শতকে মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে ভ্রমণে আসেন।
- কৌলিন্য প্রথার ফলে সমাজে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়।
- মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে চারটি বর্ণ ছিল। যেমন → ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।
- বড় সোনা মসজিদের অপর নাম 'বারদুয়ারী মসজিদ'।
- আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন সুলতান সিকান্দার শাহ।
- সোনারগাঁয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের কবর আছে।
- একলাখী মসজিদ সুলতান জালালউদ্দীনের শাসনকালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি।
- ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে খানজাহান আলীর মৃত্যু হয়।
- কদম রসুল গৌড়ে অবস্থিত।
- কদম রসুল নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ নির্মাণ করেছিলেন।
- বাবা আদমের মসজিদ মালিক কাফুর ফতেহ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত।
- দাখিল দরওয়াজা রুকনউদ্দীন বরবক শাহ নির্মাণ করেন।
- মুঘল যুগে 'কাটরা' নামে বেশ কয়েকটি দালান তৈরি করা হয়েছিল।
- ঢাকার বড় কাটরা শাহ সুজা নির্মাণ করেন।
- সুবাদার শাহজাদা আজমের আমলে লালবাগের → শাহী মসজিদ তৈরি হয়
- লালবাগ দুর্গের ভেতর শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির → সমাধিসৌধ রয়েছে
- ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান → হোসেনী দালান নির্মাণ করেন
- বেগম বাজার মসজিদ → মুর্শিদ কুলী খানের আমলে নির্মিত হয়
- 'চেহেল সেতুন' ছিল → একটি প্রকাণ্ড দরবার ভবন
- মাঘী সপ্তমী স্নানকে → হিন্দুরা পবিত্র বলে মনে করত
- শৈব ধর্মের মূল উৎস → শিব
- 'ইউসুফ-জোলেখা' → প্রণয়মূলক কাব্য
- ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের শাসনকালে → 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য রচনা করা হয়
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পদাবলি কাব্যের স্রষ্টা ছিলেন চাঁদ কাজী।
- বাংলা সাহিত্যে সংগীতবিদ্যার ওপর রচিত প্রথম গ্রন্থ → 'রাগমালা'
- 'শূন্য পুরাণ' কাব্যের রচয়িতা ছিলেন → কানাহরি দত্ত
- 'পদ্মাবতী' কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা → আলাওল
- দৌলত কাজী আরাকান রাজসভার → অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন
- একলাখী মসজিদের শিল্পকলায় কোন স্থাপত্য রীতির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়? → হিন্দু স্থাপত্য রীতি
- 'ইস্ট ইন্ডিয়া' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন হেনরি লুই ডিরোজিও। 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে কোন নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত? → হেনরি লুই ডিরোজিও

বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব

- ভাস্কো-দা-গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন? → পর্তুগালের নাবিক ছিলেন
- কোন নদীর তীরে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? → ভাগীরথী নদীর তীরে
- বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে? → ১৭৬৪
- 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' কোন দেশের? → হল্যান্ডের
- পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কখন? → ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন
- কত খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়? → ১৬৬৪
- ভাস্কো-দা-গামা কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন? → ১৪৯৮
- কত খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়? → ১৬৬৪
- স্যার টমাস রো কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন? → ১৬১৯

- সুরাটে ইংরেজরা কত খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে? → ১৬১২
- শওকত জঙ্গ পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন।
- ইউরোপিয়ান সংঘটিত সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা ফরাসিদের 'চন্দননগর' দখল করেন।
- রানির সুপারিশ নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট আকবরের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন → লর্ড কর্নওয়ালিস
- ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অটোমান তুর্কিয়া দখল করে নেয়।
- পর্তুগিজদের মধ্যে ভাস্কো-দা-গামা প্রথম সমুদ্রপথে উপমহাদেশে আসেন।
- ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে শুল্কঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে।
- ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজরা হুগলি নামক স্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলে।
- বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজরা ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় -১৭৫৯ সালে।
- দিনেমার বা ডেনমার্কের অধিবাসী একদল বণিক 'ডেনিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে।
- দিনেমাররা ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনু করে।
- দিনেমাররা ইংরেজদের কাছে বাণিজ্য কুঠি বিক্রি করে।
- ক্যাপ্টেন হকিন্স ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
- ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস বিয়ের যৌতুক হিসেবে বোম্বাই শহর লাভ করেন।
- চার্লস পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বোম্বাই শহর বিক্রি করে দেয়।
- ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে ফরাসি উপনিবেশ গড়ে ওঠে।
- ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নামকরণ ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে হয়।
- ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চন্দননগর শক্তিশালী দুর্গ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।
- সিরাজউদ্দৌলার মায়ের নাম আমেনা বেগম।
- ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে নেন।
- হলওয়েলের মিথ্যা কাহিনি 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের সন্ধি আলীনগর সন্ধি নামে খ্যাত।
- ইংরেজ গভর্নর ভান্সিটার্ট মীর জাফরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসান।
- ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ এলিস পাটনা দখল করে।
- ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
- বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয় অযোধ্যার নবাব রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে যান।
- ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মীল কাশিমের মৃত্যু হয়।
- বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলায় ইংরেজ শাসনের পথ সুগম হয়।
- অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়।
- ছিয়াত্তরের সন্বন্তর বাংলা ১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।
- ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসনব্যবস্থায়র অবসান ঘটান।
- ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন।
- ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে পিটের ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পার্লামেন্টে গৃহীত হয়।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।
- ভাস্কো-দা-গামা কখন ভারতে আসেন? → ১৪৯৮ সালের ২৭ মে
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, কত সালে প্রাচ্যে বাণিজ্য করার জন্য রাজকীয় সনদ লাভ করে? → ১৬০০
- ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় কখন? → ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে
- সিরাজউদ্দৌলা কত বছর বয়সে নবাবের ক্ষমতা গ্রহণ করেন? → ২২
- কোন সালটির ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? → ১৭৭০
- কত সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়? → ১৭৯৩
- কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন? → কর্নওয়ালিস
- ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালুর যথার্থ কারণ কোনটি? → রাজস্ব আদায়
- কোন বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়? → দশসালা

ইংরেজ শাসনামলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

- পুলিন বিহারি দাস ছিলেন ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক।
- বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর।
- ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হওয়া বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়।
- হিন্দু-মুসলমান উভয় সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড রাইফেলের' প্রচলন করা হয়।
- সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গলপাণ্ডে নামক এক সিপাহি।
- মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।
- বড় লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করেন।
- ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।
- বয়কট আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতী পণ্য বর্জন।
- ১৯১৯ সালে সরকার রাওলাট আইন পাস করে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।
- চৌরিচৌরা থানায় আগুন দিলে ২১ জন পুলিশ পুড়ে মারা যায়।
- ক্ষুদিরাম ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালান।
- বিপ্লবী রাসবিহারি বসুর পলিকল্পনায় লর্ড হার্ডিংকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালানো হয়।
- ১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে।
- মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোরন শুরু করেন।
- প্রীতিলতাওয়াদ্দেদারকে 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়া হয়।
- চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়।
- চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
- ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড সমস্যা সমাধানের জন্য 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন।
- দ্বিজাতি তত্ত্বের ঘোষক ছিলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।
- ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।
- ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষাধিক লোক মৃত্যুবরণ করে বলে ধারণা করা হয়।
- শরৎচন্দ্র বসু বাংলাকে 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
- হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ যুক্তবাংলার চরম বিরোধী ছিলেন।
- গান্ধীজির ডাকে → 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে

- নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু → 'India National Army'র নেতৃত্বে ছিলেন
- ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট → পাকিস্তান নামে এক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম হয়
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে → শ্রমিক দল জয়লাভ করে
- ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন → সুস্পষ্টভাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

বাংলায় নবাবি শাসন

- পলাশী যুদ্ধ ১৭৫৭ সালের কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? → ২৩ জুন
- বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোন যুদ্ধে পরাজিত হন? → পলাশী যুদ্ধে
- কোনটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে? → পলাশীর যুদ্ধ
- পলাশীর যুদ্ধ কখন হয়েছিল? → ২৩ জুন ১৭৫৭
- ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কোন নদীর তীরে? → ভাগীরথী নদী

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগম

- কোন সম্রাট ইংরেজদের বঙ্গদেশে কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেয়? → সম্রাট জাহাঙ্গীর
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রথম ইংরেজ দূত → ক্যাপ্টেন হকিন্স
- ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কৃত হয় কোন সালে? → ১৪৮৭
- কত সালে ইউরোপ হতে আফ্রিকার উওমাশা অন্তরীপ হয়ে সমুদ্রপথে পূর্বদিকে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় → ১৪৯৮
- ওলন্দাজরা কোন দেশের নাগরিক? → হল্যান্ড

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

- বাংলার 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর সময়কাল → ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ
- লর্ড ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন → ১৭৭৪ সালে
- 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত সনে ঘটে? → বাংলা ১১৭৬
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১৮০০
- বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা করা হয় কোন সালে? → ১৭৯৩
- বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোন যুদ্ধে পরাজিত হন? → পলাশী যুদ্ধে
- সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ আইন পাস করেন কে? → লর্ড বেন্টিংক
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয় → ১৭৯৩
- 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলা কোন সালে সংঘটিত হয়? → ১১৭৬
- ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে কোন সালে? → ১৮৫৮
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় কত সালে? → ১৬০০
- ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেন → কার্ল মার্কস

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার আন্দোলন

- সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন কে এবং কত সালে? → লর্ড বেন্টিংক, ১৮২৯ সালে
- তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী কে ছিলেন? → ইলা মিত্র
- 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়? → জ্ঞানান্বেষণ
- ফকির আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? → মজনু শাহ
- বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন সালে প্রবর্তিত হয়? → ১৭৯৩
- লর্ড রিপন কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনের নাম কী? → হান্টার কমিশন
- 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা কে ছিলেন? → ডিরোজিও
- কোন মনীষী সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেন? → ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- ভারতবর্ষে কোন সনে সিপাহি বিদ্রোহ হয়? → ১৮৫৭
- কোন আন্দোলনটি ব্রিটিশবিরোধী ছিল না? → আলীগড়
- কত সালে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা আইন চালু হয়? → ১৮৫৬

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি

- কত তারিখে বঙ্গবিভাগ রদ ঘোষণা করা হয়? → ১২ ডিসেম্বর ১৯১১
- কার সময়ে বঙ্গভঙ্গ হয়? → লর্ড কার্জন
- কোন বাঙালি নেতার নামের আগে নেতাজী বলা হয়? → সুভাসচন্দ্র বসু
- বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে? → ১৯১১
- বঙ্গভঙ্গের সুপারিশ করেন → লর্ড কার্জন
- বঙ্গভঙ্গ আইন পাস করা হয় কত সালে? → ১৯০৫
- কত সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১৯০৬
- ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গর সময় ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন? → লর্ড কার্জন
- বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রহিত করেন → লর্ড হার্ডিঞ্জ
- কে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন? → গান্ধীজি
- কখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়? → ১৯০৫
- কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম মহাযুদ্ধে সেনাবাহিনীর কোন রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করেন? → ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- কার সময়ে বঙ্গভঙ্গ হয়? → লর্ড কার্জন

বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি

- 'লাহোর প্রস্তাব' কোন সালে গৃহীত হয়? → ১৯৪০
- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? → হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হয় কবে? → ১৮ জুলাই ১৯৪৭ সালে
- একে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন কবে? → ১৯৫৬ সালে
- ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন কোন নামে পরিচিত? → র‍্যাডক্লিফ কমিশন
- 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' হয়েছিল ইংরেজি কত সালে? → ১৯৪৩
- লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? → শেরে বাংলা একে ফজলুল হক
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? → একে ফজলুল হক
- ক্রিপস মিশন কোন উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করে? → রাজনৈতিক

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

- আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন শেখ মুজিবুর রহমান কী ছিলেন? → সম্পাদক
- 'পাকিস্তান' শব্দটি সর্বপ্রথম কে তৈরি করেন? → চৌধুরী রহমত আলী

সেল্ফ টেস্ট-২ (নবাবী আমল, ইংরেজ শাসন ও ১৯৪৭ পর্যন্ত)

১. পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল?
ⓚ ২২ জুন ১৭৫৭ ⓚ ২৪ জুন ১৭৫৭
ⓖ ২৩ জুন ১৭৫৭ ⓖ ২৫ জুন ১৭৫৭

(ক) ২২ জুন ১৭৫৭ (খ) ২৪ জুন ১৭৫৭ (গ) ২৩ জুন ১৭৫৭ (ঘ) ২৫ জুন ১৭৫৭

২. বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন নবাব কে?
(ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা (খ) মুর্শিদকুলী খান (গ) ইলিয়াস শাহ (ঘ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

৩. বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোন যুদ্ধে পরাজিত হন?
(ক) পলাশী যুদ্ধে (খ) সিপাহি বিদ্রোহে (গ) বক্সারের যুদ্ধে (ঘ) কর্ণাটকের যুদ্ধে

৪. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন →
(ক) হাজি ইলিয়াস শাহ (খ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (গ) হুসাইন শাহ (ঘ) মোহাম্মদ ঘোরি

৫. ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কোন নদীর তীরে?
(ক) হুগলি নদী (খ) গঙ্গা নদী (গ) ভাগীরথী নদী (ঘ) দামোদর নদী

৬. বাংলায় স্বাধীন নবাবি আমলের সূচনা করেন →
(ক) ইসলাম খান (খ) মুর্শিদকুলী খান (গ) সরফরাজ খান (ঘ) আলীবর্দী খান

৭. ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কৃত হয় কোন সালে?
(ক) ১৪৯৮ (খ) ১৩৮৭ (গ) ১৫৮৭ (ঘ) ১৬৮৭

৮. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত সালে ঘটে?
(ক) বাংলা ১৭০৬ সালে (খ) বাংলা ১১৭৬ সালে (গ) বাংলা ১৩৭৬ সালে (ঘ) ইংরেজি ১৮৭৬ সালে

৯. বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় কোন সনে?
(ক) ১৭০০ সনে (খ) ১৭৬২ সনে (গ) ১৯৬৫ সনে (ঘ) ১৭৯৩ সনে

১০. সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ আইন পাস করেন কে? অথবা সতীদাহ প্রথা কে বিলোপ করেন?
(ক) লর্ড বেন্টিংক (খ) বিদ্যাসাগর (গ) রামমোহন রায় (ঘ) হান্টার

১১. সিপাহি বিদ্রোহ হয় কত সালে?
(ক) ১৮৫৭ (খ) ১৮৮৫ (গ) ১৯১১ (ঘ) ১৮০০

১২. কে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন?
(ক) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (গ) নেতাজী সুভাস বোস (ঘ) শেরেবাংলা একে ফজলুক হক

১৩. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে?
(ক) ১৯১১ (খ) ১৯১২ (গ) ১৯০৮ (ঘ) ১৯০৯

১৪. অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (খ) একে ফজলুক হক (গ) খাজা নাজিমউদ্দীন (ঘ) আবুল হাশেম

১৫. 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' হয়েছিল ইংরেজি কত সালে?
(ক) ১৯৪৩ (খ) ১৮৫০ (গ) ১৯২১ (ঘ) ১৯৫০

উত্তরপত্র সেল্ফ টেস্ট-২ (নবাবী আমল, ইংরেজ শাসন ও ১৯৪৭ পর্যন্ত)

১.	গ	২.	খ	৩.	ক	৪.	খ	৫.	গ
৬.	খ	৭.	ক	৮.	খ	৯.	ঘ	১০.	ক
১১.	ক	১২.	ঘ	১৩.	ক	১৪.	ক	১৫.	ক

লেকচার-৩ : বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, পর্ব-১

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পর স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালি পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন অন্যতম। এছাড়া ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এসব আন্দোলন ও ঘটনার মধ্য দিয়েই পাকিস্তান বিরোধী চেতনা বেগবান হয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছে মানুষ। ফলে ১৯৭১ সালে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা কর্তৃক মহান স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত চলে স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় বাঙালির মুক্তির জন্য যুদ্ধ, যার সমাপ্তি ঘটে ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকেই আমরা স্বাধীন, এরপর দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ অর্জিত হয় মহান বিজয়।

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি সংস্কৃতির স্বাধিকার আন্দোলন। পরবর্তীকালে এ আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ এই আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দেয়। যার প্রেরণায় দীর্ঘ সংগ্রামের পর জন্ম নেয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি → বাংলাদেশ।

- **তমদ্দুন মজলিস :** ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে '*তমদ্দুন মজলিস*' নামে একটি ইসলামি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর অন্য দুইজন সদস্য হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক শামছুল আলম। তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর '***পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু***' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। **১ অক্টোবর, ১৯৪৭ তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে অধ্যাপক নুরুল হকের নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।**
- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ গণপরিষদের ১ম অধিবেশনে গণপরিষদের সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন।
- **২ মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে শামসুল আলমকে আহ্বায়ক করে দ্বিতীয়বারের মতো '*রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ*' গঠিত হয়।**
- ১১ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকা শহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠন '**রাষ্ট্রভাষা**' দিবস পালন করে। এই দিন শেখ মুজিবুর রহমান, শামছুল আলমসহ ৬৯ জন গ্রেপ্তার হয়। ১৫ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানসহ সবাই মুক্তি পায়।
- ১১ মার্চ হরতাল পালনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দেন।

- ১৫ মার্চ ১৯৪৮ আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করে খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
- ১৯ মার্চ, ১৯৪৮ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আগমন করেন।
- ২১ মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি ঘোষণা করেন **'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়'**। তার এই ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানানো হয়।
- ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ আবার ঘোষণা করেন ***"Urdu and only urdu shall be the state language of Pakistan..."*** উপস্থিত ছাত্ররা না না বলে এর প্রতিবাদ করেন।

  বি.দ্র. : *১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন খাজা নাজিমুদ্দিন।*
- ১৯৪৮-১৯৫১ সাল পর্যন্ত ১১ মার্চ **"প্রতিবাদ দিবস"** পালিত হতো।
- ১১ মার্চ, ১৯৫০ আব্দুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট ***"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ"*** গঠন করা হয়।
- ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২ খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে ঘোষণা করেন "উর্দুই" হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।
- **৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ মওলানা আবদুল হামিদ খানের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের ৪০ জন সদস্য নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শক্রমে *"সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ"* গঠন করা হয়। কাজী গোলাম মাহবুবকে এই সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক করা হয়।**
- ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পতাকা দিবস পালিত হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ "রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বন্দির মুক্তির" দাবিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমেদ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।
- ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ আন্দোলনের তীব্রতায় ভয় পেয়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ঢাকা শহরে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন।

  বি.দ্র. : *আবুল হাশিম, কামরুদ্দীন আহমেদ, খয়রাত হোসেন, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহ, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুস সালাম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে ছিল। অপরদিকে অলি আহাদ, আবদুল মতিন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে ছিল।*
- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ভাষাসৈনিক গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।
- আব্দুস সামাদের মধ্যস্থতায় ১০ জনের একটি করে দল বেরিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত করা হয়।
- প্রথম দলের নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের মেধাবী ছাত্র হাবিবুর রহমান।
- পুলিশের সাথে ছাত্রছাত্রীদের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার ঘটনাস্থলে নিহত হন। আবদুস সালাম ঐ দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ এপ্রিল শহিদ হন।

  [নোট : ২১ ফেব্রুয়ারি ১ম শহিদ হলেন রফিক উদ্দিন আহমদ। তিনি মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে আই.কম. দ্বিতীয় বর্ষে পড়তেন। শহিদ রফিককে দাফন করা হয়েছিল আজিমপুর গোরস্থানের অসংরক্ষিত এলাকায়।
- ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শোভাযাত্রা চলাকালে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান।
- ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আইনসভার সদস্য মাওলানা তর্কবাগীশ, আনোয়ারা বেগম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, খয়রাত হোসেন মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন।

শহিদ মিনার

- প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয় → একুশের রাতেই রাজশাহী কলেজ চত্বরে।
- **ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার :** ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের সামনে।
- মিনার তৈরির তদারকিতে ছিলেন জিএস শরফুদ্দিন, ডিজাইনার ছিল ডা. বদরুল আলম। তাঁদের সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউরের পিতা মৌলভী মাহবুবুর রহমান।
- পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলার পর দ্বিতীয়বার এটি উদ্বোধন করেন আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
- বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার পরে ১৯৫৭ সালে সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের কাজ শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে ১৯৬৩ সালে শহিদ মিনারের নির্মাণকাজ শেষ হয় এবং ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ বরকতের মা হাসিনা বিবি ওই মিনারটি উদ্বোধন করেন।
- বর্তমান শহিদ মিনারের ডিজাইনার হামিদুর রহমান।
- ১৯৯৭ সালে ব্রিটেনে ওল্ডহ্যাম শহরে বিদেশে প্রথম শহিদ মিনার গড়ে তোলা হয়।
- ভাষা আন্দোলনের জাদুঘর → ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের ২য় তলায় উদ্বোধন করে।

ভাষা আন্দোলনে নারী

- ভাষা আন্দোলনে পোস্টার লেখার দায়িত্ব পালন করেন → নূরুন্নাহার কবির, শরিফা খাতুন ও ভাষাকন্যা নাদেরা বেগম
- ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের নেতৃত্বে ছিলেন → ড. শাফিয়া খাতুন, ড. সুফিয়া আহমেদ, অধ্যাপক শামসুন নাহার, রওশন আরা বাচ্চু, ড. হালিমা প্রমুখ ছাত্রী নেতারা
- একমাত্র নারী ভাষাসৈনিক, যার ভাষা সংগ্রামের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে → মমতাজ বেগম
- ভাষা আন্দোলনের প্রথম নারী কারাবন্দি ছিলেন → নারায়ণগঞ্জ মর্গান হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী সালেহা বেগম
- ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সংসদ থেকে ওয়াকআউটকারী একমাত্র নারী সংসদ সদস্য ছিলেন → আনোয়ারা বেগম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট

- **উদ্যোক্তা :** কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম।
- **সংগঠন :** The Mother Language Lovers of the World.
- **স্বীকৃতি :** ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ১৮৮টি দেশের সমর্থনে ইউনেস্কোর ৩১তম সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারি "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।

- ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে সিয়েরা লিওন।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ছবি-সংবলিত ডাকটিকিট প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র।
- ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্র ও জাতীয় ভাষা ঘোষণা করেন। আদেশে বলা হয় সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা সরকারি অফিসে বাংলায় নথি এবং চিঠিপত্র লিখতে হবে।
- বাংলা ভাষাকে জীবনের সর্বস্তরের ব্যবহারের জন্য জাতীয় সংসদে আইন পাস হয় ১৯৮৭ সালে।

ভাষা-আন্দোলন ভিত্তিক সাহিত্য

- **একুশের প্রথম কবিতা :** কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি → মাহবুবুল আলম চৌধুরী
- **একুশের প্রথম উপন্যাস :** আরেক ফাল্গুন → জহির রায়হান
- **একুশের প্রথম নাটক :** কবর → মুনীর চৌধুরী
- **একুশের প্রথম গল্প :** একুশের গল্প → জহির রায়হান
- **একুশের প্রথম সংকলন :** ওরা প্রাণ দিল → প্রমথ চৌধুরী
- **একুশের প্রথম গান :** ভুলব না ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না → ভাষাসৈনিক আ ন ম গাজীউল হক
- **ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান :** ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরীর 'শুনুন হুজুর বাঘের জাত'।
- **প্রথম প্রভাত ফেরিতে গাওয়া হয়** → ১৯৫৩ সালে বরিশালের মোশারফ উদ্দিন আহমদের → 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল/ভাষা বাঁচাবার তরে/আজিকে স্মরিও তারে।'
- **আবদুল গাফফার চৌধুরীর** → ***"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।"*** এ গানটিতে প্রথমে সুরারোপ করেন আব্দুল লতিফ। পরে ১৯৫৪ সালে আলতাফ মাহমুদ আবার নতুন করে সুরারোপ করেন। সেই থেকে ওটা হয়ে গেল একুশের প্রভাত ফেরির গান। ১৯৫৪ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে সংকলনে প্রকাশিত হয় গানটি। তৎকালীন সরকার সংকলনটি বাজেয়াপ্ত করে। জহির রায়হান তাঁর 'জীবন থেকে নেওয়া' ছবিতে এ গানটি ব্যবহার করার পর এর জনপ্রিয়তা ব্যাপকতা লাভ করে। **বিবিসি শ্রোতা জরিপে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গানের তালিকায় এটি তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।**

কবিতা

- কৃষ্ণচূড়ার মেঘ → মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
- বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা → শামসুর রাহমান
- স্মৃতিস্তম্ভ → আলাউদ্দিন আল আজাদ
- একুশে ফেব্রুয়ারি → আহসান হাবীব
- একুশের কবিতা → আল মাহমুদ

গল্প

- একুশের গল্প → জহির রায়হান
- মৌন নয় → শওকত ওসমান
- হাসি → সাইয়িদ আতীকুল্লাহ
- দৃষ্টি → আনিসুজ্জামান
- পলিমাটি → সিরাজুল ইসলাম
- অগ্নিবাক → আতোয়ার রহমান

নাটক

- কবর → মুনীর চৌধুরী
- কাল মহাকাল → আলাউদ্দিন আল-আজাদ
- বিবাহ → মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ
- যাত্রী → আসকার ইবনে শাইখ
- বোবা মিনার → আলী আনোয়ার
- হরমুজ আলীর একুশ → রেজ্জাকুল হায়দার

উপন্যাস

- আরেক ফাল্গুন → জহির রায়হান
- ঘর মন জানালা → দিলারা হাশেম
- মন না মতি → আনিস সিদ্দিকী
- পিপাসা → আতহার আহমেদ
- লঘুমেঘ → আবদার রশীদ
- আর্তনাদ → শওকত ওসমান

প্রবন্ধ

- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস → বশীর আল হেলাল
- শহীদ মিনার → রফিকুল ইসলাম
- অমর একুশে → হায়াৎ মামুদ
- একুশে ফেব্রুয়ারি → আবু জাফর শামসুদ্দীন

চলচ্চিত্র

- জীবন থেকে নেওয়া (১৯৭০) → জহির রায়হান
- বায়ান্ন'র মিছিলে (২০০৯) → রোকেয়া প্রাচী

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট → ঢাকার সেগুনবাগিচায়। এটি ২০১০ সালে উদ্বোধন করা হয়।
- ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন → ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
- ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি হিসেবে পালিত হচ্ছে → ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ সাল থেকে। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন।
- বাংলাদেশের বাইরে ভাষা আন্দোলন হয়েছে → ১৯ মে, ১৯৬১ আসামের কাছার জেলায় বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বাঙালিরা আন্দোলন করেন। পুলিশ গুলি চালালে ১১ জন নিহত হয়। প্রতিবছর ১৯ মে আসামে ভাষা দিবস পালন করা হয়।
- ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র → ***'সাপ্তাহিক সৈনিক'***, **অধ্যাপক শাহেদ আলীর** সম্পাদনায় ১৪ নভেম্বর, ১৯৪৮ এর প্রকাশ শুরু হয়।
- প্রথম রাষ্ট্রভাষা দিবস কোন তারিখে পালন করা হয় এবং কেন? →১১ মার্চ। ১৯৪৯-১৯৫১ পর্যন্ত এই ৩ বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হয়। ১১ মার্চ শেখ মুজিবসহ নেতাদের বন্দি করা হয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের ইতিহাসে এটিই প্রথম রাজবন্দি। তাই ১১ মার্চকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ভাষা দিবস পালিত হয়।
- সংবিধানে বাংলা ভাষাকে কখন স্থান দেওয়া হয়? → ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গ্রহণ করা হয়। এই সংবিধানের ২১৪নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।
- পূর্ব বাংলার ভাষা কমিটি কখন গঠন করা হয় → ৯ মার্চ, ১৯৪৯ সালে এটি গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ।
- পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ বাঙালি ছিল? → ৫৬%
- উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন কোন উপাচার্য? → ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ
- বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন কোন বাঙালি পণ্ডিত? → ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

- ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? → নুরুল আমিন
- খাজা নাজিমউদ্দীনের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়দফা চুক্তি হয়? → ৮ দফা
- পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের সরকারি বাসভবনের নাম কী ছিল? → বর্ধমান হাউস
- *'বর্ধমান হাউস'* বর্তমানে কী নামে পরিচিত? → বাংলা একাডেমি
- কত তারিখে ছাত্রসমাজ ঢাকায় *'রাষ্ট্রভাষা দিবস'* পালন করে? → ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ
- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সমর্থন করায় কোন পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়? → পাকিস্তান অবজারভার, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি
- ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ কে ছিলেন? → শহিদ রফিক উদ্দিন আহমদ
- একুশের চেতনা থেকে কোন চেতনার জন্ম লাভ করে? → বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক চেতনা; তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার
- ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন → জব্বার, বরকত, রফিক প্রমুখ।
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি কী ছিল? → ভাষা-সংস্কৃতির ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি
- বাংলা ভাষায় আরবি প্রবর্তনের পরিকল্পনাকারী কে ছিলেন? → কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান
- ভাষা আন্দোলনের সময়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? → ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন
- বর্তমানে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি কী দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়? → আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও ভাষা শহিদ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়
- ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তান হতে কতজন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মনোনীত হয়েছিলেন এবং তাদের নাম কী? → একজন, খাজা নাজিম উদ্দিন। তিনিও উর্দুভাষী এবং পাকিস্তানপন্থি ছিলেন।
- খাজা নাজিম উদ্দিনকে কীভাবে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়? → তিনি গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী। আবার তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পর ক্ষমতা ভোগ করেন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ।
- ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদদের মধ্যে কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন? → বরকত

আওয়ামী মুসলিম লীগের গঠন

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কেএম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে (জেলে বন্দি অবস্থায়) অন্যতম যুগ্মসম্পাদক করে সরকারি মুসলিম লীগের বিপরীতে আওয়ামী (অর্থাৎ জনগণের) লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবশ্য দলের আনুষ্ঠানিক নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ।

- **আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে *'মুসলিম'* শব্দটি কেন বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়?** → আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটিকে বর্জন করে এটিকে একটি অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত করার জন্য।
- **যুবলীগ ও ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠার সন উল্লেখ করুন** → ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায় যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অন্যতম নেতা হলেন শেখ ফজলুল হক মণি।
  →১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- **কখন আওয়ামী লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়?** → ২১-২৩ অক্টোবর, ১৯৫৫ আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সদর ঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে। এই সম্মেলনে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।
- **কখন ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ছেড়েছেন?** → ১৮ মার্চ, ১৯৫৭ সালে
- **ভাসানী কেন পদত্যাগ করেন?** → পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে সোহরাওয়ার্দীর সাথে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় তিনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন।
- **ভাসানীর পর কে আওয়ামী লীগের সভাপতি হন?** → মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ
- **শেখ মুজিব কখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন?** → জুলাই, ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- **শেখ মুজিব কখন আওয়ামী লীগের সভাপতি হন?** → ১৮-২০ মার্চ, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে শেখ মুজিবকে সভাপতি ও তাজউদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।
- **১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিব কোন কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন?** → বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম ও দুর্নীতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়গুলোতে

যুক্তফ্রন্ট গঠন

- **১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর চারটি দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দল চারটি যথাক্রমে →**

দলের নাম	সভাপতি
আওয়ামী মুসলিম লীগ	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
কৃষক শ্রমিক পার্টি	একে ফজলুল হক
নেজাম-ই-ইসলাম	মাওলানা আতাহার আলী
গণতন্ত্রী দল	হাজী মোহাম্মদ দানেশ

- **যুক্তফ্রন্টের মূল লক্ষ্য :** প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন' মোতাবেক ১৯৩৭ সালে প্রথম এবং ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয়বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে যে ভাগে যারা পড়েন সেই অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ঐ অংশের আইন পরিষদের সদস্য হন। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর শেষ হয়। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এমনকি এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্মপরিষদ ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষ নেয়। তাদের ধারণা ছিল ১৪৪ ধারা ভাঙতে গেলে নির্বাচন পিছিয়ে দেবে। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি নিশ্চিত হয়ে যায় যে, শীঘ্রই পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এমনই বাস্তবতায় ১৯৫৩ সালে ১৪-১৫ নভেম্বর ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল সভা বসে। এমনই এক বাস্তবতায় ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ যুক্তফ্রন্ট গঠন হয়।

- নির্বাচনের তারিখ : ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ।
- যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল : নৌকা।
- মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল : হারিকেন।
- নির্বাচনের ইশতেহার : ২১ দফা।
- ১৯৫৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ২১ দফা প্রকাশিত হয়।
- ১নং দফা : বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
- ১৫নং দফা : বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা।

- ১৭নং দফা : ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ।
- ১৮নং দফা : ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।
- ১৯নং দফা : ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান।
- নির্বাচনে মোট আসন ছিল : ৩০৯টি।
- মুসলিম আসন ছিল : ২৩৭টি।
- অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল : ৭২টি।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে।

নির্বাচনের ফলাফল

আসনের প্রকৃতি ও সংখ্যা	রাজনৈতিক দল বা জোটের নাম	প্রাপ্ত আসন	প্রদত্ত ভোটের হার
মুসলিম আসন সংখ্যা ২৩৭টি	১. যুক্তফ্রন্ট	২২৩	৬৪%
	২. মুসলিম লীগ	৯	২৭%
	৩. খেলাফতে রব্বানী	১	০৩%
	৪. স্বতন্ত্র সদস্য	৪	০৬%
অমুসলিম আসন সংখ্যা ৭২টি	জাতীয় কংগ্রেস	২৪	
	তফসিল ফেডারেশন	২৭	
	যুক্তফ্রন্ট	১৩	
	কমিউনিস্ট পার্টি	৪	
	বৌদ্ধ সম্প্রদায়	২	
	খ্রিষ্টান সম্প্রদায়	১	
	স্বতন্ত্র	১	
	মোট=	৩০৯	

- যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসন :

দল বা জোটের নাম	প্রাপ্ত আসন
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ	১৪৩
কৃষক শ্রমিক পার্টি	৪৮
নেজাম-ই-ইসলাম	১৯
গণতন্ত্রী দল	১৩
মোট =	২২৩

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠন

- যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ৩ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে (চার সদস্যবিশিষ্ট)।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা

নাম	পদবি
শেরে বাংলা একে ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
আবু হোসেন সরকার	বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।
আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী	বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ মন্ত্রী।
সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া)	শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রী।

নোট : যুক্তফ্রন্টের মূল দল আওয়ামী লীগের সাতজন এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির আরো তিনজন সদস্য নিয়ে ১৫ মে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। উক্ত মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

- ১৯৫৪ সালের ২৯ মে, পূর্ববঙ্গে '৯২ক' ধারা জারি করে গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠা করে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে।
- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা মাত্র ৫৬ দিন স্থায়ী ছিল।
- শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউসকে 'বাংলা একাডেমি' করার প্রস্তাব গ্রহণ ও অনুমোদন করে।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ঘোষণার তাৎপর্য কী ছিল? → যুক্তফ্রন্টের নেতাগণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য শ্রদ্ধাভরে তাদের কর্মসূচিকে ২১টি দফায় লিপিবদ্ধ করেন।
- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন লাভ করেন? → ১৪৩টি
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ইশতিহার কে প্রণয়ন করেন? → আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবুল মনসুর আহমেদ
- একুশ দফার মধ্যে ভাষা সংক্রান্ত দফা ছিল কয়টি? → ৫টি। যথা : ১, ১০, ১৬, ১৭, ১৮নং দফা।
- শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় প্রার্থী হয়েছিলেন? → গোপালগঞ্জ। মুসলিম লীগ প্রার্থী ওয়াহীদুজ্জামানকে ১০,০০০ ভোটে পরাজিত করেন।
- **যুক্তফ্রন্টের প্রধান অফিস কোথায় স্থাপিত হয়?** → যুক্তফ্রন্টের প্রধান অফিস ঢাকার সদরঘাটে সিমসন রোডে স্থাপিত হয়।
- **যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা কে নির্বাচিত হন?** → যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা শেরেবাংলা একে ফজলুল হক নির্বাচিত হন।
- **শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের পার্টির নাম কী ছিল?** → ব্রিটিশ আমলে কৃষক প্রজা পার্টি, আর পাকিস্তান আমলে এর নাম হয় কৃষক শ্রমিক পার্টি।

১৯৫৬'র সংবিধান

- ২৩ মার্চ, ১৯৫৬ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয়।
- পাকিস্তান হয় 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র'।
- পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।
- গভর্নরের শাসনের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।
- পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন ইস্কান্দার মির্জা।
- এই সংবিধানের ২১৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী → ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ পাকিস্তান গণপরিষদ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।
- এই সংবিধান মাত্র দুই বছর আট মাস চালু ছিল।
- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা এই সংবিধান বাতিল করেন।
- পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে সময় লেগেছিল → নয় বছর
- শেরে বাংলা কখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন → ২৪ মার্চ, ১৯৫৬ সালে
- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় → ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে
- পাকিস্তানের মোট ২৩ বছরের শাসনামলে কতজন বাঙালি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন → তিনজন
- পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনামলে তিনজন বাঙালি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে কে → খাজা নাজিমুদ্দীন, মোহাম্মদ আলী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

কাগমারি সম্মেলন

- ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষের কাগমারিতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাকে কাগমারি সম্মেলন বলে।
- এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- এ সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল ***"পূর্ব পাকিস্তনের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি"***।
- ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ন্যাপ গঠন করেন।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন

- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূনের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন।
- ৮ অক্টোবর, ১৯৫৮ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান আইয়ুব খানকে 'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক' হিসেবে নিযুক্ত করেন।
- ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ মাত্র ২০ দিনের মাথায় আইয়ুব খান, ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।
- ২৮ অক্টোবর, ১৯৫৮ আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ

- ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৯ প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান ***"মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ"*** জারি করেন।
- ***"মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশে"*** চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।
- মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার।

শরীফ শিক্ষা কমিশন

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ আইয়ুব খান পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এসএম শরীফকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট যে কমিশন গঠন করে তাকে শরীফ শিক্ষা কমিশন বলে।

- ১৯৬২ সালে এই কমিশন রিপোর্ট দেয়। এই রিপোর্টে বলা হয় **"শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয়, যা বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে।"**
- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ এর প্রতিবাদে East Pakistan হরতালের ডাক দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল সচিবালয়ে যাওয়ার পথে পুলিশ গুলি চালালে বাবুল মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহ নিহত হয় এবং প্রায় ২৫০ জন আহত হয়।
- ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট স্থগিত করা হয়।
- ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ২৮ এপ্রিল তাকে ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন

১৯৬৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর 'হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। এর চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি হামুদুর রহমান। এছাড়াও আরো তিনজন সদস্য ছিলেন এ কমিশনে। এরা সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট দেয় ১৯৬৬ সালে। তবে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে এ রিপোর্টের দিকে সরকার, ছাত্রদের এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ খুব একটা ছিল না।

পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫)

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। এ যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ছিল ১৭ দিন। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনির মধ্যস্থতায় 'তাসখন্দ চুক্তি' স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান হয়। ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের পক্ষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৬

- ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক **"ছয় দফা কর্মসূচি"** পেশ করেন।
- ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধুর নামে **আমাদের বাঁচার দাবি → 'ছয় দফা'** কর্মসূচি শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।
- ১৩ মার্চ, ১৯৬৬ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ***'ছয় দফা'*** অনুমোদিত হয়।
- ১৫ মার্চ, ১৯৬৬ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৬ দফা প্রণয়নকারীদের পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
- ১৮ মার্চ, ১৯৬৬ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে **আমাদের বাঁচার দাবি-"ছয়-দফা"** গৃহীত হয়।
- ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা ঘোষণা করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ৮ মে, ১৯৬৬ ছয়-দফার কারণে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের পূর্বে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৫০ দিনে তিনি ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন। এই সময় সীমার মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ৬ দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন।
- ছয় দফা দাবির প্রথম দফা ছিল → দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি
- দ্বিতীয় দফা ছিল → কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা/দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি
- তৃতীয় দফা ছিল → মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
- চতুর্থ দফা ছিল → রাজস্ব কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
- পঞ্চম দফা ছিল → বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা
- ষষ্ঠ দফা ছিল → আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন সংক্রান্ত ক্ষমতা
- ছয়-দফা দিবস → ৭ জুন
- ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল → লাহোরে
- ৬ দফার অন্য নাম → ম্যাগনাকার্টা বা পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি
- ৬ দফা দাবি আন্দোলনের প্রথম তিন মাসে শেখ মুজিবুর রহমান কতবার গ্রেপ্তার হন? → আটবার

আগরতলা মামলা (১৯৬৮)

- অভিযোগ → ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীরা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার চক্রান্ত করছে।

- মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা নামে পরিচিত। এই মামলাটির আনুষ্ঠানিক নাম ছিল'*রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য*' [State Vs Sheikh Mujibur Rahman & others]।
- ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় এ মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার তথ্য ফাঁস করে দেন পাকিস্তান ইন্টার ইন্টেলিজেন্সের সদস্য আমির হোসেন।
- ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এসএ রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া প্রহরায় মামলার বিচার শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করে ফাঁসি দেওয়াই ছিল এ মামলার লক্ষ্য।
- এই মামলার সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন। রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন। প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌসুলি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টিএইচ খান। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এসএ রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এমআর খান ও মুকসুমুল হাকিম। ২৯ জুলাই ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মামলার শুনানি পুনরায় শুরু হয়। স্যার টমাস উইলিয়াম ৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন।
- ১৯ জুন বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও টেলিভিশন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে মামলার শুনানি শুরু হয় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২-ক এবং ১৩১ ধারা অনুসারে।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে ১নং আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে মূল উদ্যোক্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ২নং আসামি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনকে। আসামিদের মধ্যে সিএসপি (CSP) অফিসার ছিলেন ৩ জন। অন্যরা হলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য রাজনীতিবিদ।
- যারা এই মামলায় বন্দি হয়েছিলেন তাদের ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী আইনে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া আরও ১১ জন অভিযুক্ত ছিলেন, রাজসাক্ষী হতে সম্মত হওয়ায় তাদের ক্ষমা করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, মামলার ১৭নং আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।
- শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলাকে অভিহিত করেন → 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র' মামলা নামে
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামালার শেষ আসামি ছিলেন → লে. আব্দুর রউফ (নৌ বাহিনী)
- সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন → ১৭ নম্বর আসামি ছিলেন
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান ফরিয়াদী হিসেবে ছিলেন → পাঞ্জাবি আইনজীবী মঞ্জুর কাদের
- আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল → ১৬টি

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কে ছিলেন? → ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির গীতিকার কে? →আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রচিত 'বায়ান্নর দিনগুলো'তে কারাগারে অনশনরত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী কে ছিলেন? → মহিউদ্দিন আহমদ
- বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট কখন হয়? → ১১ মার্চ ১৯৪৮
- সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কবে? → ৩০ জানুয়ারি ১৯৫২
- কোন সংস্থা ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে? → UNESCO
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোন তারিখে পালিত হয়? → ২১ ফেব্রুয়ারি
- কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থপতি কে? → হামিদুর রহমান
- ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান পরিষদে কে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন? → ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় কত সালের কত তারিখে? → ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯
- রাষ্ট্রভাষা বাংলাভাষার বিষয়ে সংসদে প্রথম দাবি উত্থাপন করেন → ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাল কত ছিল? → ১৩৫৮
- তমদ্দুন মজলিস সংগঠনটি কীসের সাথে জড়িত? → ভাষা আন্দোলন
- ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত উপন্যাস কোনটি? → আরেক ফাল্গুন
- ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিস কার নেতৃত্বে গঠিত হয়? → অধ্যাপক আবুল কাশেম
- ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থের সম্পাদক কে ছিলেন? → হাসান হাফিজুর রহমান
- বাংলাকে কোন দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে? → সিয়েরা লিওন
- ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? → হাজার বছর ধরে
- ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কয় দফা ছিল? → ২১টি
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ১ম দফাটি → বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
- তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষা আন্দোলন হয় কত সালে? → ১৯৬২
- পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট কত সালে গঠন করা হয়? → ১৯৫৩
- পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? → ১৯৫৪
- পাক-ভারত দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে শুরু হয়? → ১৯৬৫
- আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ছয় দফার প্রথম দফা → প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
- ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি প্রণয়ন হয়েছিল → ১৯৬৬ সালে
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে ও কোথায় ছয় দফা ঘোষণা করেন? → ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালে লাহোরে
- ছয় দফা আনুষ্ঠানিকভাবে কত তারিখে ঘোষণা করা হয়? → ২৩ মার্চ ১৯৬৬
- ছয় দফা কর্মসূচি কে ঘোষণা করেন? → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কতজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়? → ৩৫ জন

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে ছয় দফা ঘোষণা করেন? → ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
- ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ছয় দফা দাবি সংক্রান্ত পুস্তিকাটির নাম কী? → ছয় দফা : আমাদের বাঁচার দাবি
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি কত সালে কোথায় পেশ করেন? → ১৯৬৬ সালে লাহোরে
- কোনটি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ? → ছয় দফা
- আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় → ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কখন? → জানুয়ারি ১৯৬৮
- 'ছয় দফা কর্মসূচি' কী? → পাকিস্তান শাসনামলে বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ছয়টি দাবি

সেল্ফ টেস্ট-৩ (বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-১)

১. পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবি কে উত্থাপন করেন?
(ক) আবদুল মতিন (খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(গ) শেরেবাংলা একে ফজলুক (ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি' গানের রচয়িতা কে?
(ক) আবদুল গাফফার চৌধুরী (খ) আলতাফ মাহমুদ
(গ) আবদুল লতিফ (ঘ) আবদুল আলীম

৩. একুশের কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' এর রচয়িতা কে?
(ক) জহির রায়হান (খ) গাফ্ফার চৌধুরী
(গ) শামসুর রাহমান (ঘ) মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী

৪. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট কখন হয়?
(ক) ৭ মার্চ ১৯৫৭ (খ) ১১ মার্চ ১৯৪৭
(গ) ১১ মার্চ ১৯৪৮ (ঘ) ১৭ মার্চ ১৯৪৯

৫. সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কবে?
(ক) ৩০ জানুয়ারি ১৯৫২ (খ) ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
(গ) ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (ঘ) ২০ জানুয়ারি ১৯৫২

৬. ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় কত সালের কত তারিখে?
(ক) ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ (খ) ১৮ নভেম্বর ১৯৯৯
(গ) ১৯ নভেম্বর ১৯৯৯ (ঘ) ২০ নভেম্বর ১৯৯৯

৭. ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত উপন্যাস কোনটি?
(ক) আরেক ফাল্গুন (খ) রাইফেল রোটি আওরাত
(গ) কবর (ঘ) আমি বিজয় দেখেছি

৮. ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থের সম্পাদক কে ছিলেন?
(ক) শামসুর রাহমান (খ) সৈয়দ শামসুল হক
(গ) হাসান হাফিজুর রহমান (ঘ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

৯. 'অমর একুশে' শীর্ষক কবিতার কবির নাম কী?
(ক) আবু জাফর শামসুদ্দীন (খ) শামসুর রাহমান
(গ) আলা উদ্দিন আল-আজাদ (ঘ) হাসান হাফিজুর রহমান

১০. শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হন কত বছর বয়সে?
(ক) ৩৪ (খ) ৩৬ (গ) ৪১ (ঘ) ৫০

১১. বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ঘটনাটি আগে ঘটেছিল?
(ক) যুক্তফ্রন্ট গঠন
(খ) ভাষা আন্দোলন
(গ) আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা
(ঘ) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১২. ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের–
(ক) ফেব্রুয়ারিতে (খ) মে মাসে
(গ) জুলাই মাসে (ঘ) আগস্টে

১৩. ছয় দফা দাবি পেশ করা হয় :
(ক) ১৯৭০ সালে (খ) ১৯৬৬ সালে
(গ) ১৯৬৫ সালে (ঘ) ১৯৬৯ সালে

১৪. ছয় দফা আনুষ্ঠানিকভাবে কত তারিখে ঘোষণা করা হয়?
(ক) ২৩ মার্চ ১৯৬৬ (খ) ২১ মে ১৯৬৬
(গ) ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ (ঘ) ২৩ অক্টোবর ১৯৬৬

১৫. ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন কে?
(ক) মওলানা ভাসানী (খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(গ) কমরেড মুজাফফর আহমেদ (ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-৩
(বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-১)

১.	(খ)	২.	(ক)	৩.	(ঘ)	৪.	(গ)	৫.	(ক)
৬.	(ক)	৭.	(ক)	৮.	(গ)	৯.	(ঘ)	১০.	(ক)
১১.	(গ)	১২.	(ক)	১৩.	(খ)	১৪.	(ক)	১৫.	(খ)

লেকচার-৪ : বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস (পর্ব-২) ও মুক্তিযুদ্ধ (পর্ব-১)

গণ-অভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯

- ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে এবং '৬৯ সালের শুরু থেকে আইয়ুব খানের পদত্যাগ পর্যন্ত গণ-আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়।
- আইয়ুব খানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদকে সভাপতি করে একটি সর্বদলীয় *'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'* SAC (Student Action Committee) গঠন করে। **'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের'** পক্ষ থেকে ১১-দফা দাবি ঘোষণা করা হয়। মূলত ৬-দফার বিস্তারিত রূপই ১১ দফা।
- ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' DAC (Democratic Action Committee) নামক মোর্চা গঠন করে এবং ৮-দফা দাবি উত্থাপন করে, যাতে ৬-দফা ও ১১-দফার সমর্থন পাওয়া যায়।
- পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে DAC ও SAC ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করে। ওইদিন সর্বাত্মক হরতাল পালনকালে একজন পুলিশ অফিসারের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন।
- ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ ঢাকার বকশীবাজারে অবস্থিত নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭নং আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়।
- ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়।
- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ ব্যাপক গণ-আন্দোলনের চাপের মুখে আইয়ুব খান মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ অন্য বন্দিদের মুক্তি প্রদান করতে বাধ্য হয়।।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ জনতার সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করে।
- ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের নাম রাখেন বাংলাদেশ।

  বি.দ্র. : * ২০ জানুয়ারি 'আসাদ দিবস' পালন করা হয়।

  ২৪ জানুয়ারি 'গণ-অভ্যুত্থান' দিবস পালন করা হয়।
- আসাদ গেটের পূর্ব নাম ছিল → আইয়ুব গেট
- আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করেন → সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট
- গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক বলা হয় → তোফায়েল আহমদকে
- কখন গভর্নর মোনায়েম খান অপসারিত হন → ২০ মার্চ ১৯৬৯
- আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন → ২৫ মার্চ, ১৯৬৯
- SAC-এর ১১ দফা কবে ঘোষিত হয়েছিল → ৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯
- ১১ দফার মধ্যে কোন দফায় ৬ দফা দাবি সন্নিবেশিত ছিল → ৩ নম্বর দফায়
- ১১ দফা আন্দোলনের সময় সরকারি ছাত্র-সংগঠন ছিল → এনএসএফ
- ১১ দফা আন্দোলনের সময় ডাকসুর ভিপি ছিলেন → তোফায়েল আহমেদ
- ১১ দফা আন্দোলনে প্রথম শহিদ → আসাদুজ্জামান
- ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন → ২৫ মার্চ, ১৯৬৯
- গণ-আন্দোলনকে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত করেন → মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
- মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন → ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮
- ১৯৬৯ সালে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন → তোফায়েল আহমদ
- ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় → আওয়ামী লীগের ৬ দফা, সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফার ওপর ভিত্তি করে

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

- ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক ছিল নৌকা এবং নির্বাচনি কর্মসূচি ছিল ৬ দফা। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদের ১১১নং আসন (ঢাকা-৮) থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জয় লাভ করেন।

  বি.দ্র. : ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় ওইসব অঞ্চলে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ২৮ মার্চ, ১৯৭০ Legal Framework Order (LFO) ঘোষণা করেন।

নির্বাচনের ফলাফল

- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি আসনে ১৬২নং আসনে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (স্বতন্ত্র) এবং ময়মনসিংহ-৮ আসন নুরুল আমিন (PDP) লাভ করেন। সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১০টিসহ মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অপরপক্ষে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপিপি জাতীয় পরিষদের পশ্চিম পাকিস্তান অংশের ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি (সংরক্ষিত ৫টি মহিলা আসনসহ) আসন লাভ করে।
- জাতীয় পরিষদের সদস্যদের এমএনএ (MNA) এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এমপিএ (MPA) বলা হতো।
- মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়।
- জাতীয় পরিষদের মোট আসন ছিল → ৩১৩টি (১৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ)

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কোন পোস্টার জনপ্রিয়তা পায় → "পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন?"
- শেখ মুজিব কখন নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পড়ান → ৩ জানুয়ারি, ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের MNA এবং MPA দের ছয় দফার ভিত্তিতে শপথ পড়ান। এই দিন শেখ মুজিব ১৭টি পায়রা উড়িয়েছেন, যা ছাত্রদের এগারো দফা ও ছয় দফাকে নির্দেশ করে।
- পাকিস্তানে গণতান্ত্রিকভাবে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় → ১৯৭০ সালে
- পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল → ১৯৭০ সালের নির্বাচন
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পিপিপির নেতৃত্ব দেন → জুলফিকার আলী ভুট্টো
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেন → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতীক ছিল → নৌকা
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে নির্দলীয় প্রার্থীরা জয়ী হন → ৭টি আসনে
- **পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রথম নির্বাচন কোনটি?** → ১৯৭০ সালের নির্বাচন
- বাঙালি জাতির ইতিহাসে প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন → ১৯৭০ সালের নির্বাচন
- ১৯৭০ সালের কত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? → ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- **১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়গ্রস্ত এলাকায় কখন ভোট অনুষ্ঠিত হয়** → ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি

অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্ব। ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের অনীহা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কারণ।

১ মার্চ, ১৯৭১ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকা শহর এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন।

২ মার্চ, ১৯৭১ : আ স ম আবদুর রব বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন।

৩ মার্চ, ১৯৭১ :

- ছাত্রলীগের সেক্রেটারি শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন, যা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।
- ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব শেখ মুজিবকে জাতির পিতা উপাধি দেন।
- ইকবাল হলের নাম হয় সার্জেন্ট জহুরুল হক হল।

৪ মার্চ, ১৯৭১ : পাকিস্তান রেডিওর নাম বাংলাদেশ বেতার এবং পাকিস্তান টিভির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ টিভি।

৬ মার্চ, ১৯৭১ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। (প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী টিক্কা খানকে শপথ পড়াতে অস্বীকার করেন)।

৭ মার্চ, ১৯৭১ : ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেন।

১৫ মার্চ, ১৯৭১ : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৩৫টি বিধি প্রণয়ন করেন এবং তা বঙ্গবন্ধু ১৫ মার্চ ঘোষণা করেন।

১৬ মার্চ, ১৯৭১ : ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ মার্চ, ১৯৭১ : লে. জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন।

১৯ মার্চ, ১৯৭১ : পূর্ব পাকিস্তান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রথম গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে শুরু হয়। পাক বাহিনী জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে ২০ জনকে হত্যা করে এবং ১৫ জনকে আহত করে।

২০ মার্চ, ১৯৭১ : ইয়াহিয়া খানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ণ আলোচনা হয়। জেনারেল হামিদ এবং লে. জেনারেল টিক্কা খান অপারেশন সার্চলাইট অনুমোদন করেন।

২২ মার্চ, ১৯৭১ : ধারাবাহিক বৈঠকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আবারো ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন।

২৩ মার্চ, ১৯৭১ :

- আওয়ামী লীগ ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে।
- সারাদেশে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয়।
- আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।
- ঐতিহাসিক **"লাহোর প্রস্তাব দিবস"** পালনকালে শেখ মুজিবুর রহমান এদিনকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানান।

২৫ মার্চ, ১৯৭১ :

- আওয়ামী লীগ ২৭ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে।
- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন।
- রাত ১১টা ৩০ মিনিটে অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয়।
- ২৫ মার্চে ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় → মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে
- ২৫ মার্চে ঢাকার বাইরে গণহত্যার নেতৃত্ব দেন → মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা
- ২৫ মার্চের গণহত্যার সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন → গভর্নর লে. জে. টিক্কা খান
- পাক-বাহিনী প্রথমে কোথায় আঘাত করে → রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে। পরে পিলখানার ইপিআর বাহিনী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করে।
- দৈনিক দি পিপলস, ইত্তেফাক ও সংবাদ পত্রিকার অফিসে আগুন দেওয়া হয়।
- ইকবাল হলের ২০০ ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় শিক্ষক ও তাদের পরিবারের ১২ জন নিহত হয়। পুরান ঢাকায় পুড়িয়ে হত্যা করা হয় ৭০০ লোককে। এছাড়া শুধু ঢাকায় ৭ হাজার বাঙালি নিহত হয়।

[তথ্য সূত্র : ৩১ মার্চ, ১৯৭১, ডেইলি টেলিগ্রাফ]

- মধ্যরাতের পর শেখ মুজিবুর রহমান সবাইকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।
- জেনারেল মিঠার নির্দেশে কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জেডএ খান ও কোম্পানি কমান্ডার মেজর বেলালের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়।
- শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয় → ২৫ মার্চ রাত ১.৩০ মিনিটে

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সংবিধানের → পঞ্চম তফসিল [১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]
- **৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয় ছিল → ৪টি**
- **বাঙালির মুক্তির নির্দেশনা হিসেবে পরিচিত** → ৭ মার্চের ভাষণ
- ৭ মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র 'বজ্রকণ্ঠ'নামে প্রচার করে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করত।
- ৭ মার্চের ভাষণে মোট শব্দ ছিল → ১১০৫টি
- **ভাষণটির সময়সীমা :** ২৩ মিনিট; তবে ভাষণটি রেকর্ড করা হয়েছিল সেটি ১৮-১৯ মিনিটের → মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (১০ মার্চ, ২০১৭ইং তারিখ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে)
- ৭ মার্চের ভাষণটি রেকর্ড করেছিলেন → মোহাম্মদ আবুল খায়ের, যিনি ২০১৪ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন।
- ৭ মার্চের ভাষণকে কীসের সাথে তুলনা করা হয় → আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গের ভাষণের সাথে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় → নিউজউইক ম্যাগাজিন (৫ এপ্রিল, ১৯৭১)।
- বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কোন বইতে স্থান পেয়েছে → ইংরেজিতে অনূদিত ভাষণের বইটির নাম WE SHALL FIGTH ON THE BEACHES: THE SPEECHES THAT INSPIRED HISTORY বইটিতে 'দ্য স্ট্রাগল দিস টাইম ইজ ট্য স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স' শিরোনামে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।
- জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো প্যারিসে অনুষ্ঠিত এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে **'বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল'** হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা সংস্থাটির **'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'**-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

স্বাধীনতা ঘোষণা

SIXTH SCHEDULE
[Article 150(2)]
DECLARATION OF INDEPENDENCE BY
THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SHORTLY AFTER MIDNIGHT OF 25TH MARCH, i.e. EARLY HOURS OF 26TH MARCH, 1971

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

Sheikh Mujibur Rahman
26 March 1971"

- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন** → ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালের রাতের প্রথম প্রহরে, গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুক্ষণ আগে।
- 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক' সুপ্রিম কোর্ট এই রায় প্রদান করেন → ২১ জুন, ২০০৯
- সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে শোনান → আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান
- শেখ মুজিব ২৫ মার্চ, ১৯৭১ গ্রেপ্তারে পূর্বে রেকর্ডকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ওয়্যারলেস যোগে কার নিকট পাঠান? → চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে
- ইংরেজিতে রেকর্ডকৃত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলায় অনুবাদ এবং তার সাইক্লোস্টাইল কপি জনগণের নিকট বিলি করেন → জহুর আহমেদ চৌধুরী এবং এমএ হান্নান
- এমএ হান্নান প্রথমবার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন → চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ বেতারকেন্দ্র হতে
- পাকবাহিনী আক্রমণ করার পর বেতার কেন্দ্রটি স্থানান্তর করে → বেতার কর্মী বেলাল মুহাম্মদ এবং আবুল কাসেম সন্দীপ
- আগ্রাবাদ বেতারকেন্দ্র ট্রান্সমিট করা হয় → চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় → ২৬ মার্চ, ১৯৭১, সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে
- চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র কী নামে পরিচিত → স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র
- স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণার বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেন → আবুল কাশেম সন্দীপ
- স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণার মূল ইংরেজি ভাষণ পাঠ করেন → ওয়াপদার প্রকৌশলী আতিকুল ইসলাম
- এমএ হান্নান দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন → স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হতে (২৬ মার্চ, ২১৯৭১)
- **২৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন** → মেজর জিয়াউর রহমান

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে 'প্রবাসী সরকার' (Government-in-Exile) গঠনের চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ।' 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ' অনুযায়ী সেদিনই স্বাধীন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠন করা হয়। এ সরকারের গঠন ছিল নিম্নরূপ :

নাম	দায়িত্ব ও পদমর্যাদা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি (পাকিস্তানের কারাগারে আটক)
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকারবলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক)
তাজউদ্দীন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, তথ্য ও বেতার, শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ, শ্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।
ক্যাপ্টেন (অব.) এম মনসুর আলী	অর্থ, জাতীয় রাজস্ব, বাণিজ্য, শিল্প ও পরিবহণ মন্ত্রণালয়।
এএইচএম কামারুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।
কর্নেল (অব.) এমএজি ওসমানী	সেনাবাহিনী প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)।
কর্নেল (অব.) এ রব	চিফ অব স্টাফ।

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর ছিল তখন পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। **মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বহু দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা এবং আইনসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল স্বাধীন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' (মুজিবনগর সরকার) শপথ গ্রহণ করে।** স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আইনসভার সদস্য ও প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা **অধ্যাপক মো. ইউসুফ আলী। মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক মো. ইউসুফ আলী ও আব্দুল মান্নান।** গার্ড অব অনার প্রদানকারী দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এআর আজম চৌধুরী, মুস্তাফিজুর রহমান ও হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, আব্দুস সামাদ আজাদ, ডা. আসাবুল হক, নুরুল কাদের খান (CSP) ও তৌফিক ইলাহী চৌধুরী (CSP)।

মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ

মুজিবনগর সরকারকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয় (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

জনপ্রিয় কিছু অনুষ্ঠান ও তাদের নেপথ্যের কুশীলরা

অনুষ্ঠানের নাম	অনুষ্ঠানের বিষয় বস্তু	নেপথ্যের কুশীলবৃন্দ
চরমপত্র	রম্যকথিকা	পরিকল্পনা : আবদুল মান্নান; কথক : এমআর আখতার মুকুল
জল্লাদের দরবার	জীবন্তিকা (নাটিকা)	লেখক : কল্যাণ মিত্র; ভয়েস : রাজু আহমেদ এবং নারায়ণ ঘোষ
বজ্রকণ্ঠ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের অংশবিশেষ	
পিণ্ডির প্রলাপ	রম্যকথিকা	কথক : আবু তোয়াব খান

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাড়াজাগানো গানসমূহ

গান	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী
জয় বাংলা, বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ	শাহনাজ বেগম (রহমতুল্লাহ)
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কোরাস (সমবেত)
কারার ঐ লৌহ কপাট	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	কোরাস
শোন একটি মুজিবরের থেকে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অংশুমান রায়	অংশুমান রায়
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
মাগো ভাবনা কেন	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	কোরাস
পূর্ব দিগন্তে, সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস	কোরাস
জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান	কোরাস
নোঙ্গর তোল তোল	নঈম গহর	সমর দাস	কোরাস

- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। চৌধুরী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের পরামর্শে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন → ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল, জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউছুফ আলী। তবে এটি কার্যকর করা হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের মুখপত্র ছিল → 'বাংলার বাণী'। এর সম্পাদক ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি। এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল।
- 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার' পাঠ করেন → এমআর আখতার মুকুল
- স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল → বিশেষ ব্যঙ্গ রচনা 'চরমপত্র'
- চরমপত্রের লেখক → এমআর আখতার মুকুল
- মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি → স্থপতি তানভির করিম
- মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের ২৩টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল কী অর্থ বহন করে → ২৩ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস
- পৃথিবীর কয়টি দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে স্বাধীন হয় → ২টি। যথা– ক. যুক্তরাষ্ট্র ও খ. বাংলাদেশ
- বাংলাদেশের প্রতি প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তানের হাইকমিশন প্রধান → হোসেন আলী
- মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় → ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতায়
- বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে → কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে। পরে এর নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন → ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম
- মুজিবনগর দিবস → ১৭ এপ্রিল
- মুজিবনগর সরকারকে শপথ পাঠ করান → অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- মুজিবনগর সরকার ঢাকায় স্থানান্তর হয় → ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে
- আমাদের স্বাধীনতা দিবস/জাতীয় দিবস → ২৬ মার্চ

- মুক্তিযুদ্ধের সময় সরকারের মন্ত্রণালয় ছিল → ১২টি
- বাংলাদেশ সরকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে → ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় → ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় → ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন → আওয়ামী লীগের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- শেখ মুজিব প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন দেওয়া হয় → স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সরকারের নামকরণ করা হয় → গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
- কোন বিদেশি মিশনে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয় → কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনে (১৮ এপ্রিল, ১৯৭১)
- প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ক্যাম্প বা অফিস ছিল → কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

- **স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল কবে গঠিত হয়** → ২৪ জুলাই, ১৯৭১
- ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন জাকারিয়া পিন্টু, সহ-অধিনায়ক ছিলেন প্রতাপ শঙ্কর হাজরা।
- ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর প্রকাশিত সরকারি গেজেটে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- ***'মুক্তির জন্য ফুটবল'*** স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে নিয়ে তৈরি ১৯ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

গণ-অভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯

- আগরতলা মামলা কোন সালে হয়? → ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮
- বঙ্গবন্ধুকে মামলায় অভিযুক্ত করা হয় → ১৮ জানুয়ারি ,১৯৬৮
- আগরতলা মামলার বিচারকার্য শুরু হয় → ১৯ জুন, ১৯৬৮
- আসাদ কবে শহিদ হন? → ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি
- গণ-অভ্যুত্থান দিবস কবে পালিত হয়? → ২৪ জানুয়ারি
- বঙ্গবন্ধুকে মামলায় মুক্তি দেয়া হয় → ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
- মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করেছিলেন? → ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
- শহিদ আসাদ দিবস কবে? → ২০ জানুয়ারি
- আসাদ গেটের পটভূমির সাথে জড়িত সন → ১৯৬৯
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন কতজন? → ৩৫
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে মোট কয়টি আসন লাভ করে? → ১৬৭

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

- ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ ছিল → বৃহস্পতিবার
- কে প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন? → তৎকালীন ছাত্রনেতা ডাকসু ভিপি আসম আব্দুর রব
- স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয় → ২ মার্চ ১৯৭১

৭ মার্চের ভাষণ

- ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কয় দফা দাবি উত্থাপন করেন? → ৪ দফা
- ৭ মার্চ ১৯৭১ এর বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মূল বক্তব্য কী ছিল? → স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? → রেসকোর্স ময়দানে
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কোন তারিখে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন? → ৩০ অক্টোবর
- সম্প্রতি ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণকে কী নামে লিপিবদ্ধ করেছে? → Worlds Documentary Heritage

স্বাধীনতা ঘোষণা

- বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ নেয় → ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হয় ১৯৭১ সালের কত তারিখ? → ১০ এপ্রিল
- কোথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয়? → মুজিবনগর
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তাটি কোন সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল স্থানে প্রচারিত হয়েছিল? → ইপিআর
- মুজিবনগরে কোন তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল? → ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
- আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কোন সালের কত তারিখে জারি হয়? → ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে গৃহীত হয়? → ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা কবে, কখন বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ি আক্রমণ করে? → ২৫ মার্চ ১৯৭১
- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল → বৃহস্পতিবার

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

- মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? → মেহেরপুর
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন? → মওলানা ভাসানী
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিগেড আকারে কয়টি ফোর্স গঠিত হয়েছিল? → ৩টি
- ১৯৭১ সালের কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়? → ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
- বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠিত হয়? → মুজিবনগর
- প্রথম বাংলাদেশ সরকার কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১০ এপ্রিল ১৯৭১
- ১৭ এপ্রিল তারিখ পালিত হয় কোন দিবস? → মুজিবনগর দিবস
- মুজিবনগরের পূর্ব নাম → বৈদ্যনাথতলা
- মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে? → ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? → তাজউদ্দীন আহমদ
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত প্রবাসী সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? → ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
- স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ কে ছিলেন? → লে. কর্নেল (অব.) আব্দুর রব
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর ছিল → ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

- মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় পরিচালিত হতো কোন স্থান হতে? → থিয়েটার রোড, কলকাতা
- মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে? → তানভির কবির
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে? → তাজউদ্দীন আহমদ
- মুক্তিযুদ্ধের উপ-সর্বাধিনায়ক ছিলেন → একে খন্দকার
- মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন → সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- বাংলাদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্র' এর ঘোষণা হয়েছিল → ১০ এপ্রিল ১৯৭১
- মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? → ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অস্থায়ী সরকারের কে পাঠ করেন? → অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে? → ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম স্থাপন করা হয় → কালুরঘাট, চট্টগ্রাম
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রথম ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কে? → ইউসুফ আলী
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১ম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? → তাজউদ্দীন আহমদ

সেল্ফ টেস্ট-৪ (বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, পর্ব-২ ও মুক্তিযুদ্ধ, পর্ব-১)

১. বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট আসামি সংখ্যা ছিল কত জন?
ক) ৩৪ জন খ) ৩৫ জন
গ) ৩৬ জন ঘ) ৩২ জন

২. মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করেছিলেন?
ক) ১৯৭০ খ) ১৯৬৯ গ) ১৯৬৮ ঘ) ১৯৬৬

৩. গণ-অভ্যুত্থান দিবস কবে পালিত হয়?
ক) ২৪ জানুয়ারি খ) ৭ নভেম্বর
গ) ৭ মার্চ ঘ) ৯ ডিসেম্বর

৪. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে মোট কয়টি আসন লাভ করে?
ক) ১৪৭ খ) ১৬৭
গ) ১৬০ ঘ) ৩১৩

৫. স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম কখন উত্তোলিত হয়?
ক) ২ মার্চ ১৯৭১ খ) ৭ মার্চ ১৯৭১
গ) ১০ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১

৬. ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কয় দফা দাবি উত্থাপন করেন?
ক) ৪ দফা খ) ৫ দফা
গ) ৬ দফা ঘ) ৭ দফা

৭. বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের কত তারিখে ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'?
ক) ১ মার্চ খ) ৩ মার্চ
গ) ৫ মার্চ ঘ) ৭ মার্চ

৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কোন তারিখে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন?
ক) ৩০ জুলাই খ) ৩০ আগস্ট
গ) ৩০ সেপ্টেম্বর ঘ) ৩০ অক্টোবর

৯. ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর স্বাধীনতা ঘোষণা বঙ্গবন্ধু জারি করেন কীসের মাধ্যমে?
ক) বেতার/রেডিওর মাধ্যমে খ) ওয়্যারলেসের মাধ্যমে
গ) টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘ) টেলিভিশনের মাধ্যমে

১০. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হয় ১৯৭১ সালের কত তারিখ?
ক) ২৬ মার্চ খ) ০৭ মার্চ
গ) ১০ এপ্রিল ঘ) ১৭ এপ্রিল

১১. কোথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয়?
ক) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান খ) মুজিবনগর
গ) পল্টন ময়দান ঘ) প্রেসক্লাব

১২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তাটি কোন সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল স্থানে প্রচারিত হয়েছিল?
ক) পুলিশ বাহিনী খ) ইপিআর
গ) সেনাবাহিনী ঘ) বিডিআর

১৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে গৃহীত হয়?
ক) ৭ মার্চ ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

১৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্র কী ছিল?
ক) উদারনৈতিক পুঁজিবাদ, সবার জন্য শিক্ষা
খ) জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা
গ) বাঙালি জাতীয়বাদ, সর্বশক্তিমানের প্রতি আস্থা
ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র

১৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত প্রবাসী সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ) তাজউদ্দীন আহমদ
গ) মো. কামারুজ্জামান ঘ) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-৪ (বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, পর্ব-২ ও মুক্তিযুদ্ধ, পর্ব-১)

১.	খ	২.	খ	৩.	ক	৪.	খ	৫.	ক
৬.	ক	৭.	ঘ	৮.	ঘ	৯.	খ	১০.	গ
১১.	গ	১২.	খ	১৩.	ঘ	১৪.	খ	১৫.	ঘ

লেকচার-৫ : মুক্তিযুদ্ধ (পর্ব-২)

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর

- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বিভক্ত ছিল → ১১টি সেক্টরে
- মুক্তিযুদ্ধের সাব-সেক্টর ছিল → ৬৪টি

সেক্টর → এক
- এলাকা : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা।
- সদর দপ্তর : হরিনা
- সেক্টর কমান্ডার : মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম

সেক্টর → দুই
- এলাকা : নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ (বর্তমানে জেলা), ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ।
- সদর দপ্তর : মেলাঘর
- সেক্টর কমান্ডার : মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন এটিএম হায়দার

সেক্টর → তিন
- এলাকা : আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেট, ঢাকা জেলার অংশবিশেষ ও কিশোরগঞ্জ।
- সদর দপ্তর : হেজামারা
- সেক্টর কমান্ডার : মেজর কেএম শফিউল্লাহ ও মেজর এএনএম নূরুজ্জামান

সেক্টর → চার
- এলাকা : সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাউকি সড়ক পর্যন্ত অঞ্চল।
- সদর দপ্তর : খোয়াই
- সেক্টর কমান্ডার : মেজর সি আর দত্ত

সেক্টর → পাঁচ
- এলাকা : সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা।
- সদর দপ্তর : শিলং
- সেক্টর কমান্ডার : মেজর মীর শওকত আলী

সেক্টর → ছয়
- এলাকা : রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা (বর্তমানে জেলা)।
- সদর দপ্তর : পাটগ্রাম (রংপুর)
- সেক্টর কমান্ডার : উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার

সেক্টর → সাত
- এলাকা : দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা।
- সদর দপ্তর : তরঙ্গপুর
- সেক্টর কমান্ডার : মেজর নাজমুল হক
- মেজর কাজী নূরুজ্জামান

সেক্টর → আট
- এলাকা : কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা।
- সদর দপ্তর : কল্যাণী
- সেক্টর কমান্ডার : মেজর আবু ওসমান চৌধুরীও মেজর এমএ মঞ্জুর

সেক্টর → নয়
- এলাকা : দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।
- সদর দপ্তর : হাসনাবাদ
- সেক্টর কমান্ডার : মেজর এমএ জলিল

সেক্টর → দশ
- এলাকা : দশ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ-কমান্ডো, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ।
- সেক্টর কমান্ডার : প্রধান সেনাপতির বিশেষ বাহিনী

সেক্টর → এগারো
- এলাকা : কিশোরগঞ্জ ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।
- সদর দপ্তর : মহেন্দ্রগঞ্জ
- সেক্টর কমান্ডার : মেজর আবু তাহের ও স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ খান
- ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় → ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের নির্দেশে ওসমানী বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেন।
- কোন সেক্টর কমান্ডারকে টাইগার লিডার বলা হতো → মেজর মীর শওকত আলী (৪নং সেক্টর)
- কোন সেক্টর কমান্ডার কোন খেতাব পাননি এবং কেন? → মেজর আব্দুল জলিল → (৯নং সেক্টর), রাজনৈতিক কারণে
- তারামন বিবি ও সেতারা বেগম কত নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন → তারামন বিবি → ১১নং সেক্টর
- সেতারা বেগম → ২নং সেক্টর (এটিএম হায়দারের বোন)।
- যুদ্ধকালীন কয়টি ব্রিগেড কখন এবং কার নির্দেশে তৈরি করা হয় → মুক্তিযুদ্ধকে আরো জোরদার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জুন মাসে ব্রিগেড আকারে তিনটি ফোর্স গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন।

নিয়মিত বাহিনী

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিনায়কের নামের আদ্যাক্ষরের ভিত্তিতে জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর থেকে তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়।

জেড ফোর্স
- সদর দপ্তর : তেলঢালা
- অধিনায়ক : লে. ক. জিয়াউর রহমান
- মুক্তিবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড জেড ফোর্স ৭ জুলাই, ১৯৭১ গঠিত হয়।

কে-ফোর্স
- সদর দপ্তর : আগরতলা
- অধিনায়ক : লে. ক. খালেদ মোশাররফ
- ৭ অক্টোবর কে-ফোর্স গঠিত হয়।

এস-ফোর্স
- সদর দপ্তর : হাজামারা
- অধিনায়ক : লে. ক. কেএম শফিউল্লাহ
- সেপ্টেম্বর মাসে এস-ফোর্স গঠিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে অন্যান্য বাহিনী

মুজিব বাহিনী/বিএলএফ : BLF-এর পূর্ণরূপ হলো 'Bangladesh Liberation Front'. একে 'মুজিব বাহিনী'ও বলা হয়। এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নির্দিষ্টভাবে বাছাই করা কিছু তরুণ ও যুবককে নিয়ে। মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর মেজর জেনারেল ওবান।

মুক্তিফৌজ কখন গঠিত হয় → ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল ওসমানীর নেতৃত্বে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ৫ হাজার সামরিক এবং ৮ হাজার বেসামরিক সদস্য নিয়ে "মুক্তিফৌজ" গঠিত হয়। ১১ এপ্রিল এর নাম পরিবর্তন করে মুক্তিবাহিনী করা হয়।

- **মুজিব ব্যাটারি** → স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে ২২ জুলাই ১৯৭১ ভারতের কোনাবনে গঠন করা হয় মুজিব ব্যাটারি। **বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম গুলন্দাজ ইউনিট মুজিব ব্যাটারি।** ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬টি কামান নিয়ে গঠিত এই বাহিনী ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করে।
- **মুক্তিযুদ্ধে বাহিনী ছিল** → দুই ধরনের। যথা :
  - ক. নিয়মিত বাহিনী
  - খ. অনিয়মিত বাহিনী
- **কয়েকটি গেরিলা বাহিনীর নাম :**
  1. কাদেরিয়া বাহিনী → টাঙ্গাইল
  2. মেজর আফসার বাহিনী → ময়মনসিংহ
  3. রফিক বাহিনী → পিরোজপুর
  4. লতিফ মির্জা বাহিনী → সিরাজগঞ্জ
  5. আকবর বাহিনী → ঝিনাইদহ
  6. হেমায়েত বাহিনী → ফরিদপুর
  7. বাতেন বাহিনী → টাঙ্গাইল
  8. হালিম বাহিনী → মানিকগঞ্জ
- **মুক্তিফৌজ কাদের বলা হতো** → বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের নিয়ে গঠিত ছিল মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত বাহিনী। এদের বলা হতো মুক্তিফৌজ।
- **মিত্রবাহিনী/যৌথ বাহিনী কখন গঠিত হয়** → ২১ নভেম্বর ১৯৭১। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং ভারতের সেনাবাহিনী মিলে যৌথবাহিনী গঠন করে, যা মিত্রবাহিনী নামে পরিচিত।
- **মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন** → ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার মেজর জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা।
- **মিত্র বাহিনী প্রধান ছিলেন** → ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশ।
- **মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে কোন বাহিনী** → গণবাহিনী
- **মুক্তিযুদ্ধে গণবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল** → ৮০ হাজার
- **মুজিবনগর সরকার হওয়ার পর মুক্তিফৌজ ও মুক্তিসেনা কী নামে অভিহিত হলো** → মুক্তিবাহিনী নামে
- **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন** → রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন** → জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় কতগুলো যুব শিবির ছিল** → ২৪টি
- **অভ্যর্থনা শিবির কোথায় খোলা হয়** → সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে
- **যুব ও অভ্যর্থনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন** → অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর কত নং সেক্টরের অধীনে ছিল** → ৮নং সেক্টরের
- **অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয় কেন** → বাংলাদেশ থেকে নতুন সৈন্য সংগ্রহের জন্য
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় কতগুলো অভ্যর্থনা শিবির ছিল** → ১১২টি
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় যৌথ-বাহিনী গঠন করা হয় কোন কোন বাহিনীর সমন্বয়ে** → মুক্তিযুদ্ধের সময় যৌথ-বাহিনী গঠন করা হয় মুক্তি-বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে
- **বাংলাদেশের বিজয় দিবস** → ১৬ ডিসেম্বর
- **পাকিস্তান ভারতের বিমান ঘাঁটিতে হামলা করে** → ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১
- **বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাক হানাদারের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে** → ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১
- **প্রথম শত্রুমুক্ত হয়** → যশোর জেলা (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
- **অপারেশন সার্চলাইটের পূর্ব নাম ছিল** → অপারেশন ব্লিজ
- **অপারেশন সার্চলাইট** → পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানি ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র বাঙালিদের গণহত্যা
- **অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয়** → ২৫ মার্চ, ১৯৭১ রাত ১১টায়

৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

পিতা ও মাতা	আব্দুল মোতালেব হাওলাদার সাফিয়া বেগম	
জন্ম-মৃত্যু	জন্ম- ৭ মার্চ, ১৯৪৯ সাল রহিমগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল। মৃত্যু- ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বারঘরিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	
কর্মস্থল ও সেক্টর	সেনাবাহিনী সেক্টর : ৭	
পদবি	ক্যাপ্টেন	

হামিদুর রহমান

পিতা ও মাতা	আব্বাস আলী মণ্ডল, মোসাম্মাৎ কায়সুন্নেসা	
জন্ম-মৃত্যু	২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ যশোর, মৃত্যু- ২৮ অক্টোবর ১৯৭১ ধলই, শ্রীমঙ্গল, সিলেট।	
কর্মস্থল ও সেক্টর	সেনাবাহিনী; সেক্টর : ৪	
পদবি	সিপাহি	

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

পিতা ও মাতা	হাবিবুর রহমান মালেকা বেগম	
জন্ম-মৃত্যু	জন্ম- ১৯৪৭, দৌলতখান, ভোলা। মৃত্যু- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ দরুইন, কুমিল্লা।	
কর্মস্থল ও সেক্টর	সেনাবাহিনী; সেক্টর : ২	
পদবি	সিপাহি	

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

পিতা ও মাতা	আজহার পাটোয়ারী জোলেখা খাতুন	
জন্ম-মৃত্যু	জন্ম- জুন ১৯৩৪, নোয়াখালী। মৃত্যু- ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মোংলা।	
কর্মস্থল ও সেক্টর	নৌবাহিনী; সেক্টর : ১০	
পদবি	ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার	

মতিউর রহমান		
পিতা ও মাতা	মৌলভী আবদুস সামাদ সৈয়দা মোবারকুন্নসা খাতুন	
জন্ম-মৃত্যু	জন্ম- ২৯ অক্টোবর, ১৯৪১ ,ঢাকা। মৃত্যু- ২০ আগস্ট, ১৯৭১ করাচি বিমানঘাঁটি, পাকিস্তান।	
কর্মস্থল ও সেক্টর	বিমান-বাহিনী; সেক্টর : --	
পদবি	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	

মুন্সি আব্দুর রউফ		
পিতা ও মাতা	মুন্সী মেহেদী হাসান মকিদুন্নেসা	
জন্ম-মৃত্যু	৮ মে ১৯৪৩, ফরিদপুর, মৃত্যু- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১, মহালছড়ি, রাঙ্গামাটি।	
কর্মস্থল ও সেক্টর	রাইফেলস; সেক্টর : ১	
পদবি	ল্যান্স নায়েক	

নূর মোহাম্মদ শেখ		
পিতা ও মাতা	মোহাম্মদ আমানত শেখ জেন্নাতুন্নেসা	
জন্ম-মৃত্যু	জন্ম- ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ মহিষখোলা, নড়াইল। মৃত্যু- ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ গোয়ালহাটি, যশোর।	
কর্মস্থল ও সেক্টর	রাইফেলস; সেক্টর : ৮	
পদবি	ল্যান্স নায়েক	

সূত্র : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

বীরশ্রেষ্ঠদের নামে গ্রাম ও ইউনিয়ন

পূর্বনাম	বর্তমান নাম	অবস্থান	যার নাম
রামনগর	মতিউর নগর	রায়পুরা, নরসিংদী	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
খদ্দখালিশপুর	হামিদ নগর	কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
পশ্চিম হাজীপাড়া	মোস্তফা কামাল নগর	দৌলতখান, ভোলা	সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
বাঘচাপড়া	রুহুল আমিন নগর	সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী	মোহাম্মদ রুহুল আমিন
ছালামতপুর	রউফ নগর	মধুখালী, ফরিদপুর	ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ
মহিষখোলা	নূর মোহাম্মদ নগর	সদর, নড়াইল	ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের গ্রামের নাম তার দাদার নামে হওয়ায় তার ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করে আগরপুরের স্থলে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন করা হয়েছে।

- **বীরশ্রেষ্ঠদের উপাধি দিয়ে সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয়** → ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সাল
- **বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহিদ হন** → শহিদ বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোস্তফা কামাল; ১৮ এপ্রিল ১৯৭১
- **বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহিদ হন** → শহিদ বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর; ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা

২৯ জানুয়ারি ২০১৫ জাতীয় সংসদে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব পাস হয়। ২০২২ পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করেন মোট ৪৪৮ জন বীরাঙ্গনা।

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মোট ৬৭৬ মুক্তিযোদ্ধাকে নিম্নোক্ত খেতাব প্রদান করা হয় :

সর্বমোট খেতাব প্রদান	৬৭৬ জনকে
বীরত্বসূচক উপাধিসমূহ প্রদান	১. বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, ২. বীর-উত্তম ৬৮ জন ৩. বীরবিক্রম ১৭৫ জন, ৪. বীরপ্রতীক ৪২৬ জন
বিদেশি বন্ধুদের প্রদত্ত সম্মাননা	১. বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা → ১ জন (ইন্দিরা গান্ধীকে) ২. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা → ১৫ জন ৩. বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা → ৩১১ জন ও ১১টি সংগঠন
বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মহিলা	১. ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম বীরপ্রতীক (২নং সেক্টর) ২. ২. তারামন বিবি বীরপ্রতীক (১১নং সেক্টর)
খেতাবপ্রাপ্ত আদিবাসী নাগরিক	ইউকে চিং বীরবিক্রম
মুক্তিবেটি নামে পরিচিত	কাঁকন বিবি

বি.দ্র. : সর্বশেষ খেতাবপ্রাপ্ত বীরউত্তম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল আহমেদ (কর্নেল জামিল নামেই পরিচিত)। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেহরক্ষী হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বীরোচিত ভূমিকার জন্য ২০১০ সালে সরকার তাকে মরণোত্তর বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত করে।

বঙ্গবন্ধুর ৪ খুনির মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিল : জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন ২০২০ এর ৭ (ঝ) ধারা অনুযায়ী, প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা, সরকার এতদ্বারা Rules Of Business ১৯৯৬ এর Schedule-1 (Allocation of Business) এর তালিকা ৪১ এর ৫ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৭২তম সভার ১১.৩ নম্বর আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ শহিদদের হত্যা মামলায় আত্মস্বীকৃত খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নিম্নোক্ত চারজনের নামের পাশে উল্লিখিত খেতাব বাতিল করে ৬ জুন ২০২১ প্রজ্ঞাপন জারি করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। চার খুনি : লেফটেন্যান্ট কর্নেল শরিফুল হক ডালিম (বীরউত্তম, গেজেট নম্বর : ২৫), লেফটেন্যান্ট কর্নেল এসএইচএমএইচএমবি নুর চৌধুরী (বীরবিক্রম, গেজেট নম্বর : ৯০), লেফটেন্যান্ট এএম রাশেদ চৌধুরী (বীরপ্রতীক, গেজেট নম্বর : ২৬৭) ও নায়েক সুবেদার মোসলেম উদ্দিন খান (বীরপ্রতীক, গেজেট নম্বর : ৩২৯)।

সুতরাং বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা - বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, বীরউত্তম ৬৮জন (মুক্তিযোদ্ধা ৬৭ জন), বীরবিক্রম ১৭৪ জন, বীরপ্রতীক ৪২৪ জন।

'বঙ্গবন্ধু'

- জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯২০ (বুধবার)।
- জেলা : ফরিদপুর, মহকুমা : গোপালগঞ্জ (মধুমতী নদীর তীরে) ইউনিয়ন : পাটগাতী, গ্রাম : টুঙ্গিপাড়া (বাইগার নদীর তীরে)।
- ১৯৪২ সালে এনট্রান্স (এসএসসি) পাস করেন। তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মওলানা আজাদ কলেজ) আইএ ভর্তি হন। বেকার হোস্টেলের ২৪নং কক্ষে থাকতে শুরু করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিতে বেকার হোস্টেলের ২৩নং রুম গ্রন্থাগার এবং ২৪নং রুম মিউজিয়াম হিসেবে তৈরি করেছেন।
- ১৯৪৭ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। পাঠ্য বিষয় ছিল ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান।
- এ বছরই (১৯৪৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল'ক্লাসে ভর্তি হন। রোল নং ছিল ১৬৫, এসএম (সলিমুল্লাহ মুসলিম) হল।
- ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন এবং যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৩ সালে দলের সাধারণ সম্পাদক হন।
- ১৯৫৪ সালের ১৪ মে বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়নবিষয়ক এবং সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
- ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের (আতাউর রহমান সরকারের) শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড মন্ত্রী হন।
- ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন।
- ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।
- ১৯৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্থাৎ ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন লাভের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমগ্র পাকিস্তানের নেতা হয়ে ওঠেন।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে এক যুগান্তকারী ভাষণে ঘোষণা করেন, **"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"**
- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন → *"This may be my last message, from today Bangladesh is independent..."*।
- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।
- ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
- ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পুনরায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।
- বঙ্গবন্ধু ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন।
- জীবনের ১৪ বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত দিন বাংলাদেশ শাসন করেন ৩ বছর ৭ মাস ৩ দিন।
- ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক আহমেদ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন।
- ১৫ আগস্ট ভোর ৫.১৫ মিনিটে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর আক্রমণ করা হয় এবং ভোর ৫.৪০ মিনিটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।
- ১২ নভেম্বর, ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে জঘন্য খুনিদের বিচারের পথ প্রশস্ত করেন।
- ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সাবেক পিএ আ ফ ম মহিতুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা মামলা দায়ের করেন।
- মোট আসামি ২০ জন। রায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ১২ জনকে।
- সর্বশেষ ১৯ নভেম্বর, ২০০৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি তফাজ্জল ইসলাম হাইকোর্টে দেওয়া রায়ে এ ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। এর মধ্যে ৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ২৭ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে।
- বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ : টুঙ্গিপাড়ায়। স্থপতি : ইকবাল হাবিব।
- বঙ্গবন্ধু জাদুঘর : ঢাকার ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ১৪ আগস্ট, ১৯৯৪ সালে শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করেন।
- বাড়ি : ৩২নং রোড, ৬৭৭নং বাড়ি (পূর্বে) ১১নং রোড, ১০নং বাড়ি (বর্তমান)।
- ১৪ এপ্রিল, ২০০৪ 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে তার নাম ঘোষণা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর লেখা বইসমূহ

অসমাপ্ত আত্মজীবনী : অসমাপ্ত আত্মজীবনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লেখা শুরু করেন ১৯৬৭ সালে। বইটির ভূমিকা লেখেন শেখ হাসিনা এবং সম্পাদনার কাজ করেন শামসুজ্জামান খান। রচনাকাল ১৯৬৬-৬৯। প্রকাশিত হয় ১২ জুন ২০১২। এর ইংরেজি অনুবাদক অধ্যাপক ফকরুল আলম। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ব্রেইল সংস্করণ প্রকাশ করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

কারাগারের রোজনামচা : লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গ্রন্থটিতে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ কালপর্বের কারাস্মৃতি স্থান পেয়েছে। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার সময় পাকিস্তান সরকার কারাগারে তার লেখা ২টি ডায়েরি জব্দ করে। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং পুলিশের বিশেষ শাখার সহায়তায় উদ্ধারকৃত একটি ডায়েরির গ্রন্থরূপ হলো কারাগারের রোজনামচা।

আমার দেখা নয়া চীন : ১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর চীনের পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান দলের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৪ সালে কারাবন্দি থাকা অবস্থায় চীন ভ্রমণ নিয়ে তিনি স্মৃতিনির্ভর এ ভ্রমণকাহিনি লেখেন। প্রকাশক বাংলা একাডেমি।

'৩০৫৩ দিন' : '৩০৫৩ দিন' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জেলখানা জীবনের ওপর লেখা একটি বই। বইটিতে বিশেষ করে ১৯৬৬-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই।

'জিয়াউর রহমান'

জিয়াউর রহমান(১৯জানুয়ারি,১৯৩৬-৩০মে,১৯৮১) ছিলেন বাংলাদেশের অষ্টম রাষ্ট্রপতি, প্রাক্তন সেনাপ্রধান এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সমর্থনে একটি বিবৃতি পাঠ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করে। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রথমে তিনি ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন এবং চট্টগ্রাম, পার্বত্য

চট্টগ্রাম, নোয়াখালী,রাঙ্গামাটি, মিরসরাই, রামগড়, ফেনী প্রভৃতি স্থানে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেন। তিনি সেনা-ছাত্র-যুব সদস্যদের সংগঠিত করে পরবর্তীতে ১ম, ৩য় ও ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই তিনটি ব্যাটালিয়ানের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনীর প্রথম নিয়মিত সশস্ত্র ব্রিগেড জেড ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল হতে জুন পর্যন্ত ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার এবং তারপর জুন হতে অক্টোবর পর্যন্ত যুগপৎ ১১ নম্বর সেক্টরের ও জেড-ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদান

- **সাইমন ড্রিং :** ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ সাংবাদিক। বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন তিনি।
- **মাদার মারিও ভেরনজি :** ইতালির নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেন।
- **জর্জ হ্যারিসন :** মার্কিন নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য Concert for Bangladesh-এর প্রধান আয়োজক এবং শিল্পী।
- **রবি শংকর :** জন্ম নড়াইল (বাংলাদেশ), নাগরিকত্ব ভারতের। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য Concert for Bangladesh-এর অন্যতম সহযোগী আয়োজক। বিখ্যাত সেতার বাদক।
- **ইয়েভগানি ইয়েভ তুসেঙ্কো :** রাশিয়ার কবি। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন।
- **এলেন গিনেসবার্গ :** মার্কিন কবি। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন। তাঁর লেখা অন্যতম কবিতা September on Jessore Road.
- **আর্দ্রে মায়রো :** ফরাসি সাহিত্যিক। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
- **জগজিৎ সিং অরোরা :** ভারতের নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারত → বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। নিয়াজির আত্মসমর্পণ দলিলে যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন।
- **হোয়াইল হেমার ওয়াডার ল্যান্ড :** জন্ম → নেদারল্যান্ড; নাগরিকত্ব → নিউজিল্যান্ড। মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বীরপ্রতীক। ডব্লিউএএস ওয়াডারল্যান্ড বিদেশি হয়েও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

- পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানায় → ভারত
- ভারত কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল → শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের দাবি জোরালোভাবে উপস্থাপন করে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল → ক্যাম্পের হিসাব মতে, ৯৮,৯৯,৩০৫ জন তথা প্রায় ১ কোটি
- ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় কতটি শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হয়েছিল → ৮২৫টি
- **দি টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন মতে জুন, ১৯৭১ সালে কতজন শরণার্থী কলেরায় আক্রান্ত হয়** → ১২,০০০ (মারা যায় ২৫৫০ জন)
- মার্কিন সরকার শরণার্থীদের সাহায্য দেয় → ৮ কোটি ৯১ লাখ ৫৭ হাজার ডলার
- শরণার্থী সমস্যা জাতিসংঘ প্রথম তুলে ধরেন → জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন
- **জাতিসংঘের কোন মহাসচিব শরণার্থীদের জন্য বিশ্ববাসীর নিকট সাহায্যের আবেদন জানান** → উ থান্ট
- জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্রিটেন শরণার্থীদের জন্য কত ডলার সাহায্য দেয় → ৩ কোটি ৮১ হাজার ১৩২ ডলার
- শরণার্থীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে শীর্ষদাতা দেশ কোনটি ছিল → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- শরণার্থীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দাতা দেশ কোনটি ছিল → ব্রিটেন
- **জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কানাডা শরণার্থীদের জন্য কত ডলার সাহায্য দেয়** → ২ কোটি ২ লাখ ৬০ হাজার ৩০৭ ডলার
- ভারত সরকারের সাহায্যে প্রত্যাশায় তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম দিল্লি পৌঁছেন কবে → ১ এপ্রিল, ১৯৭১
- প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ক্যাম্প বা অফিস ছিল → ভারতের কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে
- আর্চার কেন্ট ব্লাড → ব্লাড টেলিগ্রাম নামে তারবার্তা পাঠান
- পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন → সাংবাদিক সাইমন ড্রিং
- মুসলিম বিশ্বের কোন কোন দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করে → সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, জর্ডান প্রভৃতি রাষ্ট্র
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল → সমাজতান্ত্রিক ব্লক (সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশ), বাংলাদেশের বিপক্ষে ছিল → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন
- বাংলাদেশকে অস্ত্র, সেনা, সমর্থন ও কূটনৈতিক সহায়তা দিয়ে সাহায্য করেছে → ভারত; যৌথ বাহিনী গঠিত হয়েছিল → মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বয়ে
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী গঠিত হয় → ২১ নভেম্বর, ১৯৭১। যৌথ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন → জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
- মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যে নৌবহর প্রেরণ করেছিল → ৭ম নৌবহর *'USS Enterprise*(CVN-65)' প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সদরদপ্তর → ইউকোসুক। সপ্তম নৌবহর যাত্রা শুরু করেছিল → ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর থেকে। সপ্তম নৌবহরের কমান্ডার ছিলেন অ্যাডমিরাল ডায়মন গর্ডন।
- যুক্তরাষ্ট্র যখন 'সপ্তম নৌবহর' পাঠায় এরই আলোকে ভারত সোভিয়েতকে অবহিত করলে সোভিয়েত ভ্লাদিভস্তক নৌবন্দর থেকে অষ্টম নৌবহর পাঠায়। এই বহরে প্রথমেই ছিল পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত দুটি সাবমেরিন।কমান্ডার ছিলেন অ্যাডমিরাল ক্রুভ লিয়াকভ
- 'দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম' গ্রন্থটির লেখক → গ্যারি জে ব্যাস
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বে এর প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল → লন্ডন। বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর নেতৃত্বে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল → Steering Committee.
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের সাহায্যার্থে নিউইয়র্কে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানের নাম → The concert for Bangladesh; অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন → পণ্ডিত রবি শংকর ও ব্রিটিশ গায়ক জর্জ হ্যারিসন; বব ডিলান, এরিক ক্লাপটন, লিয়ন রাসেল, বিলি প্রিস্টন, ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ প্রমুখ। এতে ৪০ হাজার লোকের সমাগম হয়। (বব ডিলান ২০১৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)।
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত হয় → ১ আগস্ট, ১৯৭১

- ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে → ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে
- বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে ভেটো প্রদান করে → চীন
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মাদার মারিওভেরেনজি ছিলেন → ইতালির নাগরিক
- **যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কয়বার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়?** → ৩ বার। যথা :
  - ক. ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (USA প্রস্তাব দেয়)।
  - খ. ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে নিরাপত্তা পরিষদের ৮টি দেশ)।
  - গ. ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (USA প্রস্তাব দেয়)।

  কিন্তু USSR → ৩ বারই ভেটো (অর্থ আমি মানি না) দেওয়ার কারণে যুদ্ধ বিরতি হয়নি।
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ছিলেন** →

জাতিসংঘ	
মহাসচিব	উ থান্ট
ভারত	
প্রধানমন্ত্রী	শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী
রাষ্ট্রপতি	ভি.ভি.গিরি
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	শরণ সিং
USSR	
প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পোদগর্নি
প্রধানমন্ত্রী	আলেক্সেই কোসিগিন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	আন্দ্রে গ্রোমিকো
ব্রিটিশ	
প্রধানমন্ত্রী	এডওয়ার্ড হিথ
বিরোধী নেতা	মি. উইলসন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি. রজার
USA	
প্রেসিডেন্ট	রিচার্ড নিক্সন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম রজার
নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার
চীন	
প্রেসিডেন্ট	ডং বিউ (ভারপ্রাপ্ত)
প্রধানমন্ত্রী	চৌ এন লাই
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	চেন ই
পাকিস্তান	
রাষ্ট্রপতি	ইয়াহিয়া খান
প্রধানমন্ত্রী	নুরুল আমিন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	ইয়াহিয়া খান

বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি

দেশের নাম	স্বীকৃতির তারিখ
ভুটান (১ম)	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২
পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
বুলগেরিয়া	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
মিয়ানমার	১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২
নেপাল	১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২
সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
ফিজি	২৬ জানুয়ারি, ১৯৭২
সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ব্রিটেন	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ফ্রান্স	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
USA	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
ভেনিজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
কলম্বিয়া	২ মে, ১৯৭২
ইরাক	৮ জুলাই, ১৯৭২
পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
সৌদি আরব	১৬ আগস্ট, ১৯৭৫
চীন	৩১ আগস্ট, ১৯৭৫

- বাংলাদেশকে কোন দেশ প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল → ভুটান
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ পূর্ব জার্মানি। তবে বর্তমানে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি মিলে জার্মানি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় ইউরোপীয় দেশ পোল্যান্ডকেও অনেক সময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ সেনেগাল।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়া।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ওশেনিয়ার দেশ ফিজি।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ পূর্ব জার্মানি। পূর্ব জার্মানি না থাকলে পোল্যান্ড হবে।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী মধ্যপ্রাচ্যের এবং আরব দেশ ইরাক।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অ-আরব মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) বাংলাদেশকে ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি স্বীকৃতি প্রদান করে।
- যুক্তরাজ্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল।
- সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট।
- পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
- চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসররা এ দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা করে। ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তারা আমাদের অনেক জ্ঞানী-গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক রাশীদুল হাসান, সাংবাদিক সেলিনা পারভিন, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. গোলাম মুর্তুজা, ডা. আজহারুল হক এবং আরও অনেকে। এসব শহিদ বুদ্ধিজীবীর স্মরণে আমরা প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করি।

- **ঢাকার রায়েরবাজার স্বাধীনতাযুদ্ধের কোন স্মৃতি বহন করে** → বধ্যভূমি হিসেবে

- এ পর্যন্ত কতগুলো গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে → প্রায় ১০০০ এর বেশি
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা কোথায় হয় → চুকনগর
- চুকনগর কোথায় → খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত
- চুকনগড়ে একদিনে কতজনকে হত্যা করা হয়েছিল → দশ হাজারেরও বেশি
- চুকনগর কোন নদীর তীরে অবস্থিত → ভদ্রা নদীর তীরে
- চুকনগর গণহত্যা কবে হয় → ২০ মে, ১৯৭১

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

- পাক-বাহিনী কখন আত্মসমর্পণ করে? → ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বৃহস্পতিবার শীতের পড়ন্ত বিকাল ৪টা ৩১ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়)।
- আত্মসমর্পণের সময় পাকিস্তানের নেতৃত্বে ছিলেন :
  - ✓ রাষ্ট্রপতি : আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান
  - ✓ প্রধানমন্ত্রী : নুরুল আমিন
  - ✓ পররাষ্ট্রমন্ত্রী : সুলতান হোসেন খান
  - ✓ পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডার : আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী
  - ✓ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর : ডা. এসএ মালিক
- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে স্বাক্ষর করেন → যৌথবাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরা, পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং প্রধান এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি, সামরিক আইন প্রশাসক জোন-বি এবং কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড (পাকিস্তান)।
- আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন → আব্দুল করিম খন্দকার (বিমানবাহিনীর প্রধান)
- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে → ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- গণবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন → বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী
- যৌথবাহিনীর প্রধান ছিলেন → জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন
- জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেন → প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্যসামন্ত নিয়ে
- বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী গঠিত হয় → ২১ নভেম্বর, ১৯৭১
- প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা → যশোর; ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর এটি শত্রুমুক্ত হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

- ১৯৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য যে আইনে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় → আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩। ১৯৭৩ সালের ১৯নং আইন।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় → দুটি। প্রথম ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় → ২৫ মার্চ, ২০১০। দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় → ২২ মার্চ, ২০১২।
- চূড়ান্ত বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর, ২০১৬) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে → ৬ জনের। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া যুদ্ধাপরাধীরা হলেন → আব্দুল কাদের মোল্লা, মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মতিউর রহমান নিজামী, সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী ও মীর কাসেম আলী।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক (চলচ্চিত্র)

চলচ্চিত্র	পরিচালক
ওরা এগারো জন	চাষী নজরুল ইসলাম
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম
মেঘের পরে মেঘ	চাষী নজরুল ইসলাম
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম
গেরিলা	নাসির উদ্দিন ইউসুফ
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম
খেলাঘর	মোরশেদুল ইসলাম
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাস দত্ত
জয় বাংলা	ফখরুল আলম
দীপ নিভে যায়	ইলজার ইসলাম
আমার জন্মভূমি	আলমগীর কুমকুম
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
এখনও অনেক রাত	খান আতাউর রহমান
নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
রূপালী সৈকত	আলমগীর কবির
আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমেদ
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ
মাটির ময়না	তারেক মাসুদ
আলোর মিছিল	নারায়ন ঘোষ মিতা
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী
মেঘের অনেক রঙ	হারুনুর রশিদ
কলমিলতা	শহিদুল হক খান
লাল সবুজ	শহীদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	স্থপতি	স্থান
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	শামীম শিকদার	টিএসসি, ঢা বি
জাগ্রত চৌরঙ্গী	আব্দুর রাজ্জাক	জয়দেবপুর চৌরাস্তা (গাজীপুর)
সাবাস বাংলাদেশ	নিতুন কুণ্ডু	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় স্মৃতিসৌধ (সম্মিলিত প্রয়াস)	মইনুল হোসেন	সাভার
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	তানভীর কবির	মেহেরপুর
স্বাধীনতার সংগ্রাম	শামীম শিকদার	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফুলার রোডে
বিজয়োল্লাস	শামীম শিকদার	আনোয়ার পাশা ভবন
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি	মিরপুর, ঢাকা
মুক্ত বাংলা	রশিদ আহমেদ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সংশপ্তক	হামিদুজ্জামান খান	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	স্থপতি	স্থান
স্বাধীনতা	হামিদুজ্জামান খান	কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা
অদম্য বাংলা	গোপাল চন্দ্র পাল	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
স্বাধীনতা	নাসির খান	নোয়াখালী
সীমান্ত গৌরব	মৃণাল হক	বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা
অপরাজেয় '৭১	স্বাধীন চৌধুরী	ঠাকুরগাঁও
স্ফুলিঙ্গ	কনক কুমার পাঠক	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রত্যয় '৭১	মৃণাল হক	মাওলানা ভাসানী বি. ও প্র. বিশ্ব.

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কয়েকটি গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের বর্ণমালা	এমআর আখতার মুকুল
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন
একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল
একাত্তরের কথামালা	নূরজাহান বেগম
আমি বিজয় দেখেছি	এমআর আখতার মুকুল
ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	রফিকুল ইসলাম বীর-উত্তম
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহিম
The Shark the River	Selina Hossain
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
বাংলাদেশ কথা কয়	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
জাহান্নাম হইতে বিদায়	শওকত ওসমান
ক্রীতদাসের হাসি	শওকত ওসমান
জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান
বকুলপুরের স্বাধীনতা	মমতাজউদ্দিন আহমদ
দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ	মেজর সুখওয়ান্ত সিং
প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী
Bangladesh : A Legacy of Blood	Anthony Mascarenhas
The Rape of Bangladesh	Anthony Mascarenhas
Of Blood of Fire	Jahanara Imam
The Golden Age	Tahmina Anam
Surrender at Dacca : Birth of a Nation	Lt. Gen. JFR Jacob
Witness to surrender	Siddiq Salik
The Cruel Birth of Bangladesh	Archer K Blood

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রকার	প্রামাণ্য চলচ্চিত্র
জহির রায়হান	*Stop Genocide*
জহির রায়হান	*A state is Born*
আলমগীর কবির	*Liberation Fighters*
গীতা মেহতা	*Innocent Millions*
তানভীর মোকাম্মেল	স্মৃতি একাত্তর
তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	মুক্তির গান
তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	মুক্তির কথা
শাহরিয়ার কবির	দুঃসময়ের বন্ধু

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
হুলিয়া	ইতিহাস কন্যা	স্মৃতি একাত্তর
সূচনা	একজন মুক্তিযোদ্ধা	একজন মুক্তিযোদ্ধা
ছাড়পত্র	দুরন্ত	কালো চিল '৭১
বখাটে	পতাকা	স্পার্টাকাস '৭১
ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ	ধূসর যাত্রা	শিলালিপি
'৭১ এর লাশ	নীল দংশন	একাত্তরের মিছিল

ঐতিহাসিক দিনগুলোর তারিখ ও বার

প্রেক্ষাপট	খ্রিষ্টাব্দ বা সাল	বঙ্গাব্দ বা সন	বার
অমর একুশে	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২	৮ ফাল্গুন ১৩৫৮	বৃহস্পতিবার
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের	৩ জানুয়ারি ১৯৬৯	১৯ পৌষ ১৩৭৫	শুক্রবার
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার	২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	১০ ফাল্গুন ১৩৭৫	শনিবার
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ	৭ মার্চ ১৯৭১	২২ ফাল্গুন ১৩৭৭	রবিবার
কালরাত্রি	২৫ মার্চ ১৯৭১	১১ চৈত্র ১৩৭৭	বৃহস্পতিবার
স্বাধীনতা ঘোষণা	২৬ মার্চ ১৯৭১	১২ চৈত্র ১৩৭৭	শুক্রবার
মুজিবনগর সরকার গঠন	১০ এপ্রিল ১৯৭১	২৭ চৈত্র ১৩৭৭	শনিবার
মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ	১৭ এপ্রিল ১৯৭১	৩ বৈশাখ ১৩৭৮	শনিবার
বুদ্ধিজীবী হত্যা	১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১	২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮	বৃহস্পতিবার
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১০ জানুয়ারি ১৯৭২	২৫ পৌষ ১৩৭৮	সোমবার

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কয়েকটি বইয়ের নাম

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী → বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন
২. কারাগারের রোজনামচা → বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন
৩. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান → সিরাজ উদ্দীন আহমেদ
৪. বঙ্গবন্ধুর সহজ পাঠ → ড. আতিয়ার রহমান
৫. মুজিব ভাই → এবিএম মুসা
৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কাছে থেকে দেখা → মুস্তফা সারওয়ার
৭. জনকের মুখ → আখতার হোসেন

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

- ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের কততম সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল? → ২নং সেক্টর
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে কয়টি সামরিক সেক্টর ছিল? → ১১টি
- মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল? → ৮নং
- অপারেশন জ্যাকপট কী? → বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌকমান্ডোদের অভিযান
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বরিশাল কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? → ৯নং সেক্টর
- তারামন বিবি যুদ্ধ করেন কোন সেক্টরে? → ১১নং
- মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র ব্যতিক্রমী সেক্টর → ১০নং
- মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন → ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট
- মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌপথ কত নম্বর সেক্টরের অধীন ছিল? → ১০নং সেক্টর
- মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর-২ এর অধিনায়ক কে ছিলেন? → মেজর খালেদ মোশাররফ
- গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয় → ২৩ মার্চ ১৯৭২
- মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরে কোনো নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না? → ১০নং সেক্টর
- মুক্তিযুদ্ধে 'মুজিবনগর' যে সেক্টরের অধীনে ছিল → ৮নং সেক্টর
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ৮নং সেক্টরের সদর দপ্তর কোথায় ছিল? → কল্যাণী, ভারত
- মুক্তিবাহিনীর 'ওয়ার স্ট্র্যাটেজি' কী নামে পরিচিত? → তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কে চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করেন? → লে. কর্নেল এমএ রব
- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী যে সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল → ৭নং সেক্টর
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অপারেশন জ্যাকপট নৌ-কমান্ডারদের আক্রমণের সাংকেতিক নির্দেশ দেওয়া হতো কীভাবে? → স্বাধীন বাংলা বেতারের গানে

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

- কোন বিদেশি সাংবাদিক ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন? → সাইমন ড্রিং
- আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন? → আদ্রেই গ্রোমিকো
- আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি কে ছিলেন? → সমর সেন
- ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছিলেন → অজয় মুখোপাধ্যায়
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন → উ থান্ট
- 'Concert for Bangladesh' কে আয়োজন করেন? → জর্জ হ্যারিসন
- কোন বিখ্যাত গায়ক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের জন্য গান গেয়েছিলেন? → George Harrison
- বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেন? → ১৯৭৪
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছিল কোন দেশ? → চীন

- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোন পাকিস্তানি জেনারেল ঢাকা রেসকোর্সে মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন? → জেনারেল নিয়াজি
- মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়? → ইরাক
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্র → পোল্যান্ড
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি? → সেনেগাল

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

- বঙ্গবন্ধু কোন সালের কত তারিখে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান? → ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথম কোন জেলা শত্রুমুক্ত হয়? → যশোর
- বাংলাদেশ সফরকারী প্রথম বিদেশি সরকার প্রধান → ইন্দিরা গান্ধী
- মুক্তিযুদ্ধের আত্মসমর্পণের দলিল কোথায় স্বাক্ষরিত হয়? → সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
- বাংলাদেশের শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস → ১৪ ডিসেম্বর
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন? → ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম কোন এলাকা মুক্ত হয়? → যশোর ও সিলেট
- ১৯৭১ইং সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা কত সন? → ১৩৭৮
- মুক্তিযুদ্ধের আত্মসমর্পণের দলিল কোথায় স্বাক্ষরিত হয়? → রেসকোর্স ময়দানে

বিভিন্ন দেশ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি

- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি? → পূর্ব জার্মানি
- বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ → ভুটান
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ → ইরাক
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশ কোনটি? → ভারত
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি? → সেনেগাল
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৬ ডিসেম্বর কোন পাকিস্তানি জেনারেল আত্মসমর্পণ করেন? → নিয়াজি
- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মিত্রবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন → জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
- ভুটান কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়? → ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনটি? → পূর্ব জার্মানি (১১ জানুয়ারি ১৯৭২)।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীরত্বসূচক খেতাব

- বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ কোথায় সমাহিত করা হয়? → শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
- মহান মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি ব্যক্তি ওডারল্যান্ড কোন দেশের নাগরিক? → নেদারল্যান্ডস
- বাংলাদেশের বীরত্বসূচক উপাধিগুলোর মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে কোনটি দ্বিতীয়? → বীর-উত্তম
- মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি যুদ্ধ করেছেন কোন সেক্টরে? → ১১নং সেক্টরে

- মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব কোনটি? → বীরশ্রেষ্ঠ
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীকের নাম → ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড
- বাংলাদেশের কোন নারী-মুক্তিযোদ্ধা 'মুক্তিবেটি' নামে পরিচিত? → কাঁকন বিবি
- কার সমাধি বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় অবস্থিত? → বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন
- দেশের একমাত্র আদিবাসী বীরবিক্রমের নাম কী? → ইউ কে চিং

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম → ওরা ১১ জন
- 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' খ্যাত বাদক দলের নাম → বিটলস
- 'রাইফেল রুটি আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা কে? → আনোয়ার পাশা
- 'The Cruel Birth of Bangladesh' গ্রন্থের লেখক কে? → আর্চার কে ব্লাড
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা 'একাত্তরের দিনগুলি' এর রচয়িতা কে? → জাহানারা ইমাম
- মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি → গানটির প্রথম রেকর্ড করেন কে? → আপেল মাহমুদ
- 'একাত্তরের যীশু' → এর নির্মাতা কে? → নাসির উদ্দিন ইউসুফ
- সব কটা জানালা খুলে দাও না... ওরা আসবে ... চুপি চুপি ... গানটির সুরকার কে? → আহমদ ইমতিয়াজ বুলবুল
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'স্মৃতি ৭১'-এর পরিচালক কে? → তানভীর মোকাম্মেল
- 'September on Jessore Road'– কবিতাটির রচয়িতা কে? → Allen Ginsberg
- 'Stop Genocide' প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মাণ করেন কে? → জহির রায়হান
- 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রটি কে পরিচালনা করেছেন? → তারেক মাসুদ
- 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন → জহির রায়হান
- Surrender at Dacca : Birth of a Nation বইটির লেখক → লে. জে. জেএফআর জেকব
- 'স্টপ জেনোসাইড' প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটি কে নির্মাণ করেছেন? → জহির রায়হান
- মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত প্রথম প্রামাণ্যচিত্রের নাম কী? → স্টপ জেনোসাইড
- তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত জীবনঢুলী ছবির উপজীব্য কী? → একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
- 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'-এর লেখক কে? → অ্যালেন গিনসবার্গ
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র জীবনঢুলী পরিচালনা করেছেন → তানভীর মোকাম্মেল
- 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র' কার সম্পাদিত গ্রন্থ? → হাসান হাফিজুর রহমান
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র কোনটি? → ওরা ১১ জন
- 'শেখ মুজিব আমার পিতা' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় → ১৯৯৯ সালে
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন' এর পরিচালক কে ছিলেন? → চাষী নজরুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য বিষয়াবলি

- মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিটের ডিজাইনার কে ছিলেন? → বিমান মল্লিক
- 'চরমপত্র' খ্যাত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন → এমআর আখতার মুকুল
- একাত্তরের চিঠি কী? → মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলন
- শিখা অনির্বাণ কোথায় অবস্থিত? → ঢাকা সেনানিবাসে
- 'শিখা চিরন্তন' কোথায় অবস্থিত? → সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক দেশাত্মবোধক গান 'জয় বাংলা বাংলার জয়' → কথাগুলো লিখেছেন → গাজী মাজহারুল আনোয়ার
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? → আগারগাঁও

সেল্ফ টেস্ট-৫ (মুক্তিযুদ্ধ, পর্ব-২)

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-কমান্ড গঠিত হয় কোন সেক্টর নিয়ে?
ক ১০নং সেক্টর খ ১১নং সেক্টর
গ ৮নং সেক্টর ঘ ৯নং সেক্টর

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ জেনারেল এমএজি ওসমানী
গ কর্নেল কেএম শফিউল্লাহ ঘ মেজর জিয়াউর রহমান

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক ৮নং খ ৯নং গ ১০নং ঘ ১১নং

৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় ৮নং সেক্টরের সদর দপ্তর কোথায় ছিল?
ক ঢাকা খ কুষ্টিয়া
গ মুজিব নগর ঘ কল্যাণী, ভারত

৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন →
ক কুটওয়াল্ডহেইম খ দ্যাগ হ্যামারশোল্ড
গ উ থান্ট ঘ ট্রাইগভেলাই

৬. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেন?
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৪ গ ১৯৭৫ ঘ ১৯৭৬

৭. বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব কোনটি?
ক বীরপ্রতীক খ বীরশ্রেষ্ঠ গ বীর-উত্তম ঘ বীরবিক্রম

৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথম কোন জেলা শত্রুমুক্ত হয়?
ক মাগুরা খ মেহেরপুর গ যশোর ঘ ময়মনসিংহ

৯. ১৯৭১ইং সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা কত সন?
ক ১৩৭৬ খ ১৩৭৭ গ ১৩৭৮ ঘ ১৩৭৯

১০. বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ কোনটি?
ক ভারত খ ইরাক
গ সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘ ভুটান

১১. মহান মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি ব্যক্তি ওডারল্যান্ড কোন দেশের নাগরিক?
ক ইতালি খ নেদারল্যান্ড গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ সুইজারল্যান্ড

১২. 'রাইফেল রুটি আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ক আনোয়ার পাশা
খ শওকত ওসমান
গ সৈয়দ শামসুল হক
ঘ আনিসুল হক

১৩. তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত জীবনঢুলী ছবির উপজীব্য কী?
ক তেতাল্লিশের মন্বন্তর
খ সাতচল্লিশের দেশভাগ
গ বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন
ঘ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ